

श्रिवित निवय



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 37 Issue ● 8 February, 2022, Tuesday ● ২৫ মাঘ, ১৪২৮, মঙ্গলবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

মনোভাব তুলে ধরে রাজ্য

সরকারের তরফে এর তীব্র প্রতিবাদ

এবং নিন্দা জানালেন সুদীপবাবুরই

এক সময়কার রাজনৈতিক শিষ্য

তথা রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী

সুশান্ত চৌধুরী। এদিন তিনি

স্পষ্টতই জানিয়ে দিলেন সুদীপ রায়

ভারাক্রান্ত

অধ্যক্ষ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস সাহা'র পদত্যাগ পত্র

নিয়েছেন। তিনি অধ্যক্ষের

সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ, ষড়যন্ত্র বলা করবেন জনগণ

সুশান্তবাবু এদিন তার একসময়কার সরকারের কাছে নিরস্কু শ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে এবং সরকারের কোনও ঝাঁকি নেই বলেও তিনি এদিন দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। সুশান্তবাবু এদিন বলেছেন, সুদীপবাবুদের সঙ্গে তারাও কংগ্রেসে ছিলেন। কংগ্রেস যেটা ২৫ বছর চেষ্টা করেও পারেনি, সেই কমিউনিস্ট থেকে মুক্তি দিয়েছে বিজেপি। কমিউ নিস্ট দের কেই সুযোগ করে দিতে চাইছেন। বিজেপি ভালো হয়ে গেলো। দিল্লিতে দোস্তি সরকার ফেলে দেবার চক্রাস্ত করছেন বলেও অভিযোগ এনে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এদিন কার্যত রাজ্যবাসীকে সঙ্গে নিয়ে তা মোকাবিলার হুঙ্কার দিয়েছেন। আগামীদিনে রাজ্যে যে কোনও ধরনের চক্রান্তের প্রতিরোধে রাজ্যবাসীকে নেমে আসার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি।

এরপরই তারা ছুটবেন দিল্লি। কার্যত

হলোও তাই। এদিন সকালে যাদের

হাতে পৌঁছায়নি প্রতিবাদী কলম

অধ্যক্ষের ঘরে পদত্যাগপত্র জমা

এরপর দুইয়ের পাতায়

থেকে কাজ করা যাচ্ছে না। ঠিক এখন যেরকম কথা বলছেন, সুদীপবাবুরা এখন সেই সেরকম কথা আগেও বলেছেন। আর সেই কংগ্রেসই এখন তার কাছে রাজ্যে কুস্তি, পশ্চিমঙ্গে দোস্তি মণিপুরে জোট আর এই রাজ্যে কুস্তি হবে — তা কতটুক আসল, কতটুকু নকল বুঝে নেবেন মানুষ। এর মাধ্যমে সুদীপবাবুরা রাজ্যটাকে কমিউনিস্টদের হাতে তুলে দিতে

সরকারকে সংখ্যালঘু করবই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিজেপির বর্তমান বিধায়ক দিবাচন্দ্র আশিস কুমার সাহা এদিন সকালেই

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। রাঙ্খল, বুর্বোমোহন ত্রিপুরা এবং পদত্যাগ পত্র জমা দেবেন।

ডাক্তার অতুল দেববর্মাকে দেখা

যায়। বিজেপির টিকিটে জয়ী হওয়া

পাঁচ বিধায়ক এক ফ্রেমে। প্রতিবাদী

পরিণত হবে। এর কয়েক ঘণ্টা পরই কলম তার জন্মলগ্ন থেকেই যেভাবে তারা বুঝতেও পারেননি কি ঘটে

বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে গণৎকারের মতোই একে একে যাচ্ছে রাজ্য রাজনীতিতে। সকাল

সেভাবেই শনিবার রাতেই লেখা

হয়ে গিয়েছিলো সুদীপ রায় বর্মণ,

শুভ বিবাহ উৎসব

এখন বৰ্ধিত সময়সীমা

ভ্যালেন্টাইনস ডে

১৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

সোনা ও হিরের গয়নার

মজুরিতে 40% পর্যন্ত ছাড়

দুবাই ও আবুধাবিতে স্বপ্নের হানিমুন প্যাকেজ

জিতে নেওয়ার সুবর্ণ–সুযৌগ

এবং প্রতি কেনাকাটায়

সুনিশ্চিত উপহার

মিলিয়ে দিয়েছে আগাম আভাস সকালই বিধানসভায় গিয়ে

চাইছেন বলেও এদিন অভিযোগ করেন সুশান্তবাবু। তবে রাজ্য

ষড্যন্ত্রকে প্রতিরোধ করবেন।

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। ২৫ এই দুই বিধায়ক পদত্যাগ করে যদি রাজনৈতিক গুরু'র বাক্য তুলে ধরে বছরের বামেদের শাসন সহ্য করতে মনে করেন সরকার ফেলে দেবেন, ধরেই রাজনৈতিক গুরুকে চোখা পেরেছেন সুদীপ রায় বর্মণ আর সররকারকে মাইনোরিটি করে চোখা বাক্যবাণে আক্রমণ করেন। তিন বছরের বিজেপি শাসন তিনি বলেন, পদত্যাগ করে বেরিয়ে এসে দেবেন তা রাজ্যের মানুষ সহ্য করতে পারছেন না। আবার সুদীপবাবু বলছেন, দম বন্ধ হয়ে নিজেকে কট্টর বাম বিরোধী বলে আসছে। কংগ্রেস থেকে বেরোবার থাকেন। তিনি বিধানসভায় গিয়ে সময়েও তিনি একই কথা বিধায়ক পদে পদত্যাগ করার পর বলেছিলেন। বলেছিলেন কংগ্রেসে বিজেপি জোট সরকারকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার অর্থাৎ সরকার ফেলে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করলেন। রবিবার বিকালে বিজেপি সদর কার্যালয়ে ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে সুদীপবাবুর

বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহা —

কোনওদিনই মেনে নেবেন না। রাজ্যবাসী সমস্তরকম চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে তাদের

ফ্ল্যাশ ব্যাকঃ

०१/०২/২०২২

পদত্যাগপত্র বিধানসভা অধ্যক্ষের

কাছে জমা দিয়েই বিধায়ক সুদীপ

রায় বর্মণের সদর্প ঘোষণা — শীঘ্রই

এই সরকার সংখ্যালঘু সরকারে

একসঙ্গে পাঁচজনের ছবি ভাইরাল

হয় সামাজিক মাধ্যমে। ছবিটির

মধ্যে দুই পদত্যাগী বিধায়ক ছাড়াও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।।

বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এবং আশিস সাহার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা আর বিজেপির সাথে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘটনা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে রীতিমতো তোলপার অবস্থা। কিন্তু এই ঘটনা প্রবাহে শাসক শিবিরকে যে বিষয়টি আরও বেশি চিস্তায় ফেলেছে তা হলো বিধায়ক ডাঃ অতুল দেববর্মাকে নিয়ে। আজ সুদীপ রায় বর্মন এবং আশিস সাহার সাথে বিধায়ক ডাঃ অতুল দেববর্মাকেও দেখা গেছে একই ছবির ফ্রেমে। বিমানবন্দরের ভি আই পি রুমে। এই ছবি ফেইসবুকে পোস্ট হতেই রাজ্য রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়। শাসকদলের অন্দরে এ বিষয়টি নিয়ে শুরু হয় টানাপোডেন। তবে কি নয়া রাজনৈতিক সমীকরণ স্পষ্ট হচ্ছে? এসময়ের জন্য স্পর্শকাতর ইস্যু নিশ্চয়ই। কেননা, তেলিয়ামুড়া-কৃষ্ণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ অতুল দেববর্মা শুধু বিজেপি দল নয়, আরএসএস-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বেরও গুডবুকে থাকা একজন স্বয়ং সেবক বলে পরিচিত।রাজ্যে ক্ষত্রিয় সমাজ বলে যে সংগঠন তার প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। যার সুবাদে দিল্লির চাকরি ছেড়ে রাজ্য রাজনীতিতে তাঁর

প্রতিবাদী কলম, নয়াদিল্লি/ সিনহা। গোপাল রায় দিল্লিতে বিজিতপ্রার্থীও আছেন। কংগ্রেসে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সোনিয়া যারা মঙ্গলবারে যোগ দিচ্ছেন, গান্ধি'র সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে। তাদের জন্য উপহারও কিনেছেন বেলা বারোটায় এআইসিসি ভবনে তারা। কারও জন্য ঘড়ি, কারও জন্য সুদীপ রায় বর্মন, আশিস সাহাদের জওহর কোট, কারও জন্য পাঞ্জাবী উত্তরীয় পরিয়ে কংগ্রেসে ফিরিয়ে কেনা হয়েছে বলে খবর। সুদীপ রায় নেওয়া হবে। সোমবারে বিজপি'র বর্মন ২০১৬ সালে বিধায়ক থাকা দুই বিধায়ক সদীপ রায় বর্মন, আশিস অবস্থায় বেশ কয়েকজন বিধায়ক নিয়ে কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে

আজ দুপুরে কংগ্রেসেই

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। থেকেও ডাক পাননি। এগারোটায় দিল্লিতেই কংগ্রেসে ফিরছেন সুদীপ রায় বর্মন ও আশিস কুমার সাহারা। মঙ্গলবারে দুপুর বারোটায় সাংবাদিক সম্মেলনে তাদেরকে কংগ্রেসে স্বাগত জানাবেন অল ইভিয়া কংগ্রেস জেনারেল সেক্রেটারি,



বেনুগোপাল, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস'র দায়িত্বে থাকা ডঃ অজয় কুমার, ও অন্যান্যরা। সকাল সাড়ে নয়টায় কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির বাড়িতে সুদীপ রায় বর্মন'রা যাবেন, সেখানে থাকবেন রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, কে সি বেনুগোপাল ও ডঃ অজয় কুমার। ত্রিপুরা কংগ্রেস থেকে সেখানে হাজির থাকার ডাক পেয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ

প্রতিবাদী কলম, নয়াদিল্লি/

আগরতলা ৭ ফেব্রুয়ারি।।

সিনেমার ভাষায় বললে, দুটো শট। ফটোগ্রাফি চর্চা যারা করেন, তাদের

প্রত্যেকের ভাষায়, দুটো আলাদা

স্টিল শট। আর রাজনীতিতে আগ্রহ

আছে এমন সকলের কাছেই,

সদস্যপদ ছেড়ে দিল্লি চলে যান। বিকাল চারটায় এআইসিসি'র পক্ষে টিপিসিসি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত ডঃ অজয় কুমার'র সাথে তাদের ফরিদাবাদে দীর্ঘ মিটিং হয়। সেখানেই ঠিক হয়, কী করে তারা কংগ্রেসে ফিরবেন। সুদীপ রায় বর্মনরা দিল্লিতে চাণক্যপুরীর ত্রিপুরা ভবনে আছেন।

থেকে। কেউ বলছেন, ছবিটি

বিমানবন্দরের কর্মী তলেছেন.

কারোর দাবি বিজেপির কোনও এক

বিধায়ক এই ফটোটির শিকারি,

আবার কারোর মতে ছবিটি

তলেছেন এক ক্যাবিনেট মন্ত্ৰী, এই

জল্পনা যখন তীব্র আকার ধারণ

ঘটনাটি 'ডিপ্লোমেসির চূড়ান্ত রূপ'। করছিলো, তখনই সামাজিক

দিল্লি ভ্রমণকালের একটি ছবি তখন রাজনৈতিক সমস্ত

সাহা বিধায়কপদ ও বিজেপি'র

এসেছিলেন। ছয় বছরের মাথায় সেখানে ত্রিপুরার কয়েকজন সুদীপ, আশিস আবার কংগ্রেসে কংগ্রেস নেতাও আছেন। ২০১৮ এরপর দুইয়ের পাতায় । প্রবেশ। এরপর দুইয়ের পাতায়

এসেছিলেন, তাদের বেশ

ক্ষেকজন এখন মন্ত্ৰী, কেউ

উপাধ্যক্ষ। ২০১৬ সালে তারা যোগ

দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে।

বছরখানেক বাদেই তাদের সবাইকে

নিয়ে সদীপ যোগ দেন বিজেপিতে।

তিনি বিজেপিতে যোগ দেওয়ার

পরেই ঝাঁকে ঝাঁকে কংগ্রেস নেতা,

যুবনেতা, কংগ্রেস সমর্থক, কর্মচারী

বিজেপিমুখী হন। তার আগে

তাদের অনেকেই তৃণমূলেও

ঝুঁ কেছিলেন সুদীপের সাথে।

২০১৮ সালে বিজেপি ক্ষমতার

আসার পেছনে সুদীপ রায় বর্মন,

আশিস সাহাদেরই কৃতিত্ব। তাদের

নেতৃত্বেই পুরো বাম বিরোধী ভোট

এককাট্টা হয়ে পদ্মফুলে

তুললেন? দ্বিতীয় ছবিতে শাসক

দলের হয়ে নির্বাচিত সাংসদ রেবতী

মোহন ত্রিপরা। এই ছবিটি কি তবে

বিমানবন্দরের কোনও কর্মী তুলে

দিয়েছেন? কোনও আধিকারিক?

প্রশ্ন — তাহলে দ্বিতীয় ছবিটি কে না বলে সাফাই দিয়েছেন।

ছবি-দোষ নিয়ে তার এই চেষ্টা। দলের পাঁচ বিধায়ক এবং শাসক সাফাই দিলেও তার সাথে বিজেপি'র সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা কমেনি, বরঞ্চ 'ছাড়ার সম্ভবনা'র আবহে সুড়সুড়ি দিয়ে দলের সাথে জল মাপার কাজটি করেছেন বলে নাকি আগামীদিনে রাজ্য কথা ছড়িয়ে পড়েছে। দলকে চাপে সোমবার শাসক দলের বিধায়ক মাধ্যমে দ্বিতীয় ছবিটি ভেসে উঠে। রাজনীতিকে চমকে দেবেন, এমন রাখতেই দল ছেড়ে অন্য দলে পদে ইস্তফা দেওয়ার পর সুদীপ রায় তাতে সুদীপবাবুর পাশেই দেখা যায় কেউ এই ছবির শিকারি ? দ্বিতীয় যাওয়ার পথযাত্রীদের সাথে একই



তরজাটিকে রীতিমত ধূলিসাৎ করে

দিয়েছেন রাজনৈতিক দলের

কর্মীরাই। বিভিন্ন আড্ডা থেকে

এদিন বিধিত উদাহরণ উঠে

এসেছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাশ

বিজয় বৰ্গীয় কিভাবে শুভেন্দু

অধিকারীকে নিজেদের দলে স্বাগত

জানিয়েছেন, তা সকলেরই জানা।

২০২১-এর বিধানসভা ভোটের

আগে বঙ্গের শাসকদল তৃণমূল

কংগ্রেসে ভাঙন ধরলে বিজেপির

যে লাভ হবে তা বলাই বাহুল্য ছিল।

তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ নেতারা দল

ছাড়ার আগেই, বিজেপি তাদের

নিজেদের ঘরে তুলে নেওয়ার জন্য

প্রস্তুত ছিল। তখনও একই প্রশ্ন

বলেছেন। "২০১৮ সালে আমরা সবাই এক সাথে লড়াই করেছি। বিধানসভায় একসাথে সতীর্থ হিসাবে ছিলাম। আমাদের ভাল লাগে না কখনই।" বলেছেন তিনি। ''যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পদত্যাগের প্রক্রিয়ার কাজ করা হবে।" তিনি বলেছেন। যেভাবে তাকে দৃশ্যত কর ্ণ দেখাচিছল, তাতে সুদীপ-আশিস বিচ্ছেদে তার বড়ই দুঃখ হয়েছে বোঝাই যাচ্ছিল। রতন চক্রবর্তী, সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস সাহা'রা একসাথে কংগ্রেসও করতেন। রতন চক্রবর্তী তৃণমূল কংগ্রেসে আসা-যাওয়া করেছেন কয়েকবার। ভোটেও দাঁড়িয়েছেন তৃণমূলের হয়ে। কংগ্রেস ছেড়ে সুদীপবাবুরাও তৃণমূল হয়ে বিজপিতে এসেছেন।রতন চক্রবর্তী

শেষবার • এরপর দুইয়ের পাতায়

অভাব, নাকি বিজেপি, তৃণমূল,

কংগ্রেস এখন আর মতাদর্শের

বাছবিচার করে না। রাজ্যের শাসক

দল কেন্দ্রের ক্ষমতায় রয়েছে। এই দলটির সুস্পষ্ট মতাদর্শ রয়েছে।

সকলেই জানেন, বিজেপি ক্যাডার

ভিত্তিক দল এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক

সংঘের আঁতুড় ঘরে যত্ন সহকারে

বিজেপি নেতাদের 'মানুষ' করে

গড়ে তোলা হয়। সেই বিজেপি গত

বিধানসভা নির্বাচনের সময় এ

রাজ্যে কিভাবে কংগ্রেস, সিপিএম,

আইপিএফটি থেকে কাতারে

কাতারে নেতা-কর্মীদের দলে

ঢুকিয়েছেন, সেই কথাও খুব একটা

পুরোনো নয়। রাম, শ্যাম, যদু,

মধুদের 🏻 🖜 এরপর দুইয়ের পাতায়



এমন ছবি ইঙ্গিতবাহী হবেই, এমন কথাও উঠে এসেছে। দলের প্রতি দায়িত্ব থাকলে তিনি এই দিনে অন্তত গ্রুপ ফটোতে জডাতেন না. কারণ দেশের পরেই দলকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা তার দলের নীতি অনুযায়ী, সবার শেষে ব্যাক্তি। এখানেই দর কষাকষি'র প্রসঙ্গ এসে গেছে। বিজেপি ছেড়ে, বিধায়কপদে ইস্তফা দিয়ে সুদীপ রায় বর্মন, আশিস সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বিজেপিতেই সাহা দিল্লি যাচ্ছিলেন, সাথে বিজেপি থাকবেন, তিনি কোথাও যাচ্ছেন বিধায়ক 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

–ছবি শিকারি কে? প্রধান আলোচ্য বিষয়-জানবেন রাজ্যবাসী ? এই প্রশ্নটি এদিন রেবতী মোহন ত্রিপুরার দিল্লি যাত্রাকে রীতিমতো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। প্রশ্ন পাঁচ বিধায়ককে পাশাপাশি বসিয়ে উঠছে, রেবতী তবে কি সোমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বার্তা দিয়েই রেবতীবাবু ছবিটি তুলেছেন। কিন্তু দিলেন ? পূর্ব ত্রিপুরার বিজেপি দ্বিতীয় ছবিটি প্রকাশ্যে আসার পর,

বুঝা যায় যে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া প্রথম ছবির শিকারি ছিলেন রেবতীবাবু নিজেই। মোট

সামাজিক মাধ্যম ও রাজনৈতিক

প্রতিটি মহলে আবারও সেই একই

সেই ছবিতে সদীপ-আশিস জটি ছাড়াও তিন বিজেপি বিধায়ককে দেখা যায় বিধায়ক বুর্বোমোহন জল্পনা-কল্পনা উড়িয়ে অন্তত এটুকু ত্রিপুরা, দিবাচন্দ্র রাঙাল এবং ডাক্তার অতুল দেববর্মাকে। ওই ছবিটি দেখার পর পরই, সচেতন রাজনৈতিক মহলে একটা প্রশ্ন ঘন বর্ষার মতো নেমে আসে — ছবি কে তুললেনে? এই প্রশ্নটি নিয়ে এদিন বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে যায় শহর তথা রাজ্যের নানা আড্ডা

বার্তা দিয়েছিলেন--- আমাদের

দরজা সুদীপ, আশিসের জন্য

সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়।

পরে, ক্ষমতা অ

সুশান্তবাবু নিজেও কেন কংগ্রেস উঠেছিল, ত্রিপুরা এবং বঙ্গে কি প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোলা আছে। সোমবার শাসক লাগলে এতদিন বিজেপিতে আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। দলের দুই বিধায়ক বিধানসভাতে ছিলেন কেন? এদিন এই 'দম রাজনৈতিক দলগুলোতে নেতার ছেড়েছিলেন? এদিন এই

সোমবার রাজ্য রাজনীতিতে যে গিয়ে যখন নিজেদের বিধায়ক পদ বন্ধের' ফর্মুলাটি যখন সুদীপ-শীর্য ঝড়-আলোচনা দিনভর কায়েম থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা জানান তথা বর্তমান ক্যাবিনেট মন্ত্রী সুশান্ত ছিল, তাতে হাল্লার রাজা হলে হয়তো জানতে চাইতেন, রাজনীতিতে দলবদল কি খুব বড় ব্যাপার ? এই প্রশ্নটি করার পেছনে কারণ থাকতো বৈকি। গত বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই শাসক দলের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহাকে নিয়ে নানা ধরনের গুজব, প্রশ্ন এবং ধারণা তৈরি হয়েছিল। রাজ্যের প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজেদের বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞান্ত না-হয়ে 'পাৰুল' নামের পাশে 'প্রকাশনী' দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন অবস্থানগত দিক থেকে তাল গাছের মত সোজা রেখেও রীতিমত দিলেন তখন সামাজিক মাধ্যম

চৌধুরীও সাংবাদিক সম্মেলনে দৌঁড়ালেন, তখন পাল্টা মহলে শানিত যুক্তি— দম বন্ধ না লাগলে

থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি মহলে একটাই প্রশ্ন--- দম বন্ধ

Resource Indica





আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর • ধর্মনগর • কলকাতা



DEEP









সোজা সাপ্টা

এক বালতি বৃষ্টি

শহর আগরতলাকে যানজট মুক্ত এবং শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলিকে দখল মুক্ত করা নিয়ে আগরতলা পুর নিগমের মেয়রের ঘোষণা বা আশ্বাসে যেভাবে বজ্রপাত হয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল বৃষ্টিপাতে ভেসে যাবে সমস্ত যানজট, সমস্ত রাস্তা দখল মুক্ত হবে। মেয়র অবশ্য রাস্তায় নেমেওছিলেন। শহরের ২-১ জায়গায় উচ্ছেদ অভিযানও চলে। কিন্তু রাস্তায় পা দিলে আপনি নিশ্চিত হবেন যে, মেয়রের কথার ওই বজ্রপাতে যেন এক বালতিও বৃষ্টি হয়নি। গোটা শহরে যানজট অব্যাহত। ট্রাফিক দফতরের লাল-হলুদ-সবুজ বাতি তো আছেই তার সঙ্গে যুক্ত দখল হয়ে যাওয়া শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি। আপনি নেতাজি চৌমুহনি হয়ে যদি কোন কারণে গোলবাজারের দিকে রওনা হন বা কামান চৌমুহনি থেকে গোলবাজার যান তাহলে বুঝবেন মেয়রের কথা শুধুই কথা। আপনি প্যারাডাইস চৌমুহনি থেকে কামান চৌমুহনি যান। আপনার অবস্থা কাহিল। সন্ধ্যার পর তো শহরের মূল কেন্দ্রগুলিতে পায়ে হাঁটা পর্যন্ত কঠিন। মেয়র সাহেব গোলবাজারের ভেতর গেছেন গলিপথ উদ্ধারের জন্য। আমি বলবো, একবার মেয়র পদ রেখে আমজনতার মতো শহরে হাঁটুন বা চলুন। আসলে প্রচারে বর্তমান শাসক দল এবং দলের নেতা-মন্ত্রী বা মেয়র সাহেব একশো নম্বরে একশোই পাবেন। কিন্তু বাস্তবে বা মানুষের জায়গায় দাঁড়িয়ে নম্বর গুনলে পাস মার্কও পাবেন না। এশহরকে যানজট মুক্ত বা রাস্তা দখল মুক্ত করার জন্য মেয়র সাহেব তার প্রতিশ্রুতির যে বজ্রপাত ঘটিয়েছিলেন তাতে কিন্তু এক বালতিও বৃষ্টি হয়নি। মানুষ কিন্তু সেই আগের মতোই সমস্যার মধ্যে রয়েছে।

ফের উত্তেজনা জিবিপিতে

• **আটের পাতার পর** - ভালো হয়ে যাবে। আমরা উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতা এবং বেঙ্গালুরু নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ডাক্তাররা ছাড়তে রাজী হননি। তিনদিন ধরে বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালে ফেলে রাখা হয় সম্রাটকে। শুধুমাত্র নার্সরা সেলাই দিয়ে গেছেন। আর কোনও চিকিৎসাই হয়নি। বিনা চিকিৎসায় শেষ পর্যন্ত দুর্ঘটনায় জখম সম্রাটকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়। তার মৃত্যুর পরই এদিন হাসপাতালে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন সম্রাটের পরিজনরা। তাদের বক্তব্য, হাসপাতালে ডাক্তারই থাকেন না। চিকিৎসাও হয় না। তিনদিন ধরে একজনকে ফেলে রেখে মারা হয়েছে, আমরা এর বিচার চাই। বিচার না হলে রোগীকে আমরা ময়নাতদন্ত করতেও দেবো না। আমরা না হয় মেডিক্যাল নিয়ে পড়াশোনা করিনি। কিন্তু তিনদিন চিকিৎসা ছাড়া ফেলে রাখা কোন্ ডাক্তারের কাজ। এই ধরনের অবস্থাই এখন জিবিপি হাসপাতালে চলছে। বিনা চিকিৎসায় রোগী মারা যাওয়ার অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। এদিনও হাসপাতালের সামান্য এক বোতল রক্তের জন্য মারা যেতে হয়েছে এক ২৫ বছরের তরুণী বধূকে। এভাবে আরও কত ঘটনা চলছে বলে অভিযোগ উঠছে। কিন্তু ডবল ইঞ্জিনের সরকারে জিবিপি হাসপাতালের এই অবস্থায় বারবার অভিযোগ উঠলেও স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কোনও বক্তব্য নেই বলেও অভিযোগ উঠছে। গোটা হাসপাতালেরই এখন কঙ্কালসার বেরিয়ে আসছে বলে অভিযোগ। প্রত্যেকদিনই চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠছে। কিন্তু স্বাস্থ্য দফতরের কর্তৃপক্ষরা রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য কোনও কার্যকরি ব্যবস্থা নিচ্ছেন না বলে অভিযোগ

নদীর পাশে ঝলসানো দেহ

• আটের পাতার পর - মিলে ঝলসে যাওয়া মহিলার দেহটি উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালেই পরবর্তী সময়ে মৃতদেহ চিহ্নিত করেন তার মেয়ে। মৃতার মেয়ের স্বামীও ছুটে যান হাসপাতালে। তিনি জানান, অঞ্জলী দেবী মানসিক অসুস্থ ছিলেন। আগরতলায় গিয়ে চিকিৎসককেও দেখাতেন। নিয়মিত ওযুধও খাওয়ানো হতো তাকে। তবে কি কারণে তার মৃত্যু এনিয়ে কিছুই বলতে পারছেন না। এটি আত্মহত্যা না কি অন্য কোনও রহস্য রয়েছে তাও পরিষ্কার নয়। মৃতার পরিবারের লোকজনদের দাবি, অঞ্জলী আত্মহত্যা করবেন এটা তারা মানতে পারেন না। মানসিক অসুস্থ একজন আত্মহত্যা করবেন তা এলাকাবাসীদের মনেও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছে না। তবে এই মহিলাকে কেউ খুন করতে পারবেন তাও বিশ্বাস করছেন না এলাকাবাসীরা। গোটা ঘটনাই রহস্যজনক। সাতসকালে ৫৫ বছরের মহিলার ঝলসানো দেহ উদ্ধার ঘিরে গোটা এলাকায়ই চাঞ্চল্য তৈরি হয়ে আছে। সবাই চাইছেন পুলিশ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে আসল রহস্য উদ্ঘাটন করুক।

রক্তের সংকটে মৃত্যু রোগীর

• আটের পাতার পর - হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ডবল ইঞ্জিনের সরকার আসার পর থেকে রক্তদানে হামলা হুজ্জতির বেশ কয়েকটি ঘটনার অভিযোগ উঠে। রক্তদান চলাকালীন দুষ্কৃতিরা হামলা চালায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত এইসব হামলাবাজদের পূলিশ গ্রেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থা করেনি। এমনকী মানব সেবার ভাবনা নিয়ে যেসব রক্তদাতারা এগিয়ে যান তাদেরও নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। রক্তদান শিবির ব্যাপকহারে কমেছে রাজ্যে। সরকারি তরফ থেকে এই কথা স্বীকার না করা হলেও হাসপাতালগুলির ব্লাড ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা করুণ হয়ে আছে। রোগী রক্ত পর্যন্ত পাচ্ছেন না ঠিকভাবে। মহকুমা হাসপাতালগুলির অবস্থা আরও করুণ। রাজ্যের প্রধান দুই হাসপাতালেই চাহিদামতো রক্ত মিলছে না। এর বড় কারণ নাকি স্বেচ্ছা রক্ত দান কমে যাওয়া। সরকারি তরফ থেকেও স্বেচ্ছায় রক্তদান বাড়ানো নিয়ে আলাদাভাবে উৎসাহ দেওয়ার ঘাটতি রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এরই কারণে জিবিপি হাসপাতালে শিপ্রা সরকার নামে গৃহবধূর মৃত্যু। রাজ্যের সবচেয়ে বড় হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে এক বোতল রক্ত না পেয়ে হাসপাতালে ছটফট করে মারা যেতে হলো তরুণী গৃহবধূকে। এই ঘটনায় রাজ্যের রক্তের কতটুকু সংকট রয়েছে তা পরিষ্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এই মৃত্যুর পরও কোনও ধরনের তদস্ত হবে না বলে গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। দ্রুত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির না বাড়ালে এভাবে মৃত্যুর লাইন বাড়বে বলেও মনে করছেন রোগীর পরিজনরা।

'সরকারকে সংখ্যালঘু করবহ

 প্রথম পাতার পর সুদীপ রায় বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে সাথে সুদীপ রায় বর্মণ জানিয়েছেন আমলের এই চার বছরে দমবন্ধকর পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন। খেলাপ হয়েছে একে একে। কিভাবে রাজ্যের মানুষকে বিপদে ফাঁদে ফেলা হয়েছিলো আপামর বাম বিরোধী জনতাকে। তাদের জন্যই যখন কিছু করা যাচেছ না তখন আর রাঘঢাক না রেখে একেবারে সরে দাঁড়ানোই ভালো। এদিন কার্যত তা-ই করলেন। ধাপে ধাপে আরও যে বিধায়ক তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন এদিন তারও উল্লেখ করেছেন সুদীপবাবু। আর মেয়াদ ফুরোনোর আগেই সরকারকে সংখ্যালঘু করে ফেলার হুঙ্কারও দিলেন তিনি। যে সময়ে সরকারকে সংখ্যালঘু করার হুষ্কার দিলেন সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহা তখন বিজেপি থেকে পদত্যাগ করা বিধায়ক বলতে তারাই। সঙ্গে আর কেউ নেই। যায়, মাত্র দুইজন বিধায়ক পদত্যাগ করে সরকার ফেলে দেওয়ার কথা ভাবছেন কিভাবে? কিন্তু রাতের দিকে বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জের ছবি প্রকাশ পেতেই দেখা যায়, বিজেপির টিকিটে জিতে আসা আরও পাঁচ ছয়জন রয়েছেন যারা তার পদত্যাগপত্র তুলে দেন। একই

বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহা। এখনই সুদীপবাবুদের সঙ্গে এসে সেখানেই সুদীপবাবু বিজেপি হাত ধরতে পারছেন না। তবে বুর্বোমোহন ত্রিপুরা, দিবাচন্দ্র রাঙ্ঘল এবং অতুল দেববর্মা এদিন তা কার্যকর করেননি। প্রদেশ বলেছেন, কিভাবে প্রতিশ্রুতির সুদীপবাবুদের সঙ্গে দিল্লি অভিযানে গেলেও এখনও যে তারা বিজেপির বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন কথা জানান। অধ্যক্ষও ফেলা হচ্ছে। কিভাবে প্রলোভনের না তাও পরিষ্কার। আগামী কিছুদিন তারা বিধায়ক হিসেবেই থেকে যাবেন আইনি জটিলতার কারণে। ফলে তারা সরাসারি এখন কংগ্রেসে যোগ দেবেন না। কিন্তু সুদীপবাবুদের সঙ্গেই সমস্তরকম যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন। তবে এদিন সবচেয়ে বেশি ঝটকা লাগে, সুদীপবাবুদের মাঝে বিজেপি সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার উপস্থিতি নিয়ে। রাজ্য রাজনীতিতে কার্যত হইচই পড়ে যায় এই ছবি পোস্ট হওয়ার পর। প্রত্যাশিতভাবেই দুই বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা আখ্যাতিক নিয়ম মেনে নিজ লক্ষ্যে ছুটে যান। আর সেই মাহেন্দ্রুক্ষণ বেলা এগারোটা। কাকতালীয়ভাবেই হোক আর সাংবাদিকদের কাছে ধাঁধাঁ থেকে জেনেবুঝেই হোক সুদীপ বর্মণ পৌঁছার অনেক আগেই অধ্যক্ষ রতন চক্রবতী উপস্থিত আছেন তার আসনে। অন্য পোশাকে শোভিত হয়ে সুদীপ রায় বর্মণ সোজা ছুটে যান অধ্যক্ষের কক্ষে। কিন্তু এতটুকু বিচলিত হননি অধ্যক্ষ। তবে তখন পাঁচ বিধায়ক। তালিকায় নাকি সকলের সামনেই দুইজন বিধায়ক দিতে চলেছেন, তাও সুদীপবাবু

বিজেপির প্রদেশ সভাপতির কাছেও পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। সভাপতি পদত্যাগপত্র রিসিভ করেছেন। তবে সভাপতির হয়ে বিষয়টি বিজেপির প্রদেশ মুখপাত্র নভেন্দু ভট্টাচার্য এই জানিয়েছেন, তিনি তা রিসিভ করেছেন। কার্যকর কিংবা গৃহীত হওয়ার বিষয়টি বিধানসভা এবং বিজেপির কার্যালয়েই দুই দফায় পদত্যাগপত্র ফাইলবন্দি আছে। অধ্যক্ষ এবং প্রদেশ সভাপতি জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই তাদের সিদ্ধান্ত জানানো হবে। আপাতত বিধায়ক পদে বহাল আছেন পদত্যাগী সুদীপ রায় বর্মণ ও আশিস কুমার সাহা। এদিন সাংবাদিকদের সাথে নানা বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অক্সিজেনের খোঁজেই ছুটে যান দিল্লি। তবে তার সফরসঙ্গী কারা তা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে। অবশ্য রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এবার সুদীপ রায় বর্মণ লড়াই তেজি করছেন। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই যে এই সরকারকে সংখ্যালঘু সরকারে পরিণত করা হবে, এই দিব্যিও খেয়ে রেখেছেন সুদীপবাবু। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই যে আরও বেশ কয়েকজন বিধায়ক তাদের দলে যোগ এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

হত্যার চেষ্টা

• আটের পাতার পর - আহত মহিলার মাথায় আঘাত করা হয়েছে। মা-মেয়ে দু'জনকেই পাথর দিয়ে মারা হয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই ধরনের হামলা সাধারণত রাজ্যের ছিনতাইবাজরা করেন না বলেই জানা গেছে। মা-মেয়ে দু'জনকেই হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমে এসপি শাশ্বত জানিয়েছেন, এখনও আমরা আহতদের সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। আসল ঘটনাটা কি হয়েছিল তা জানার চেষ্টা হচ্ছে। দ্রুত তদন্ত করে প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করা হবে। তবে এই ধরনের প্রাণঘাতী হামলার পর ছিনতাইয়ের ঘটনাটি সাধারণত গোমতী জেলায় আর হয়নি বলেই পুলিশ মনে করছে। কারা এই ধরনের অপরাধ করতে পারে তা নিয়েও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আবার রেলে করেই প্রাণঘাতী ছিনতাইবাজরা রাজ্যে আসছেন কিনা তার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বন্ধুর বাইক

 আটের পাতার পর - চালকও। বাইকের পেছন দিকে পড়ে জখম হন সুখেন। তার মাথার পেছনে ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর পাঠিয়ে দেওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার দুপুরে মারা যান সুখেন। তিনি দুই সন্তান এবং স্ত্রী রেখে গেছেন বাড়িতে। এই ঘটনায় এলাকায় শোক নেমে এসেছে।

বাইক উদ্ধার

 আটের পাতার পর - পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বাইকটি পরিত্যক্ত জায়গায় পড়েছিল। বাইকের সঙ্গে কাউকেই পাওয়া যায়নি। পুলিশ চাইলেই চুরির বাইক উদ্ধার করতে পারে। এই ঘটনায় এটা পরিষ্কার।রবিবারও চুরি যাওয়া দ্টি বাইক উদ্ধার করেছিল বিশালগড় থানা। গ্রেফতার করা হয় কুখ্যাত দুই বাইক চোরকে।

রামিজের প্রস্তাব

 সাতের পাতার পর ফোকাস করতে চাই। ক্রিকেটকে আরও বেশি আন্তর্জাতিক করে তোলা চ্যালেঞ্জ। স্বল্পমেয়াদি ভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়ার কোনও মানে নেই।" এর থেকেই স্পষ্ট যে এখনই ভারত, পাকিস্তানকে নিয়ে কোনও সিরিজ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আগের বছর থেকেই মেয়েদের আইপিএল শুরু করার ভাবনায় বিসিসিআই। করোনা আবহে সেটা সম্ভব হয়নি। ২০২৩ থেকে মেয়েদের আইপিএল শুরু করতে বদ্ধপরিকর বোর্ড। মেয়েদের তিন দলের ওমেন্স টি-২০ চ্যালেঞ্জও আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বাঁচিয়ে রাখছে

 ৬ এর পাতার পর ঃ বের করে আনা। সময়ে—সময়ে বিজ্ঞানীরা সর্যকে বোঝার জন্য নানা মিশন পাঠিয়েছেন। এবার একদম সূর্যের কাছাকাছি থেকে সূর্যকে আবর্তনের জন্য পাঠাচ্ছেন একটি নভোযান। নাম পার্কার সোলার প্রোব। এটিযখন সূর্যকে আবর্তন করে সূর্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাঠাবে, তখন সূর্যের অনেক রহস্য উন্মোচিত হবে আমাদের কাছে। সূর্যের রহস্য ভালোভাবে জানতে পারলে সামান্য হলেও শোধ হবে সূর্যের ঋণ।

বিরোধীদের কষিয়ে থাপ্পড়ের "হুমকি" যোগীর

লখনউ, ৭ ফেব্রুয়ারি।। উত্তরপ্রদেশে প্রথম দফা নির্বাচনের আর মাত্র তিন দিন বাকি। তার আগে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ বিরোধীদের উপর তীব্র আক্রমণ করলেন। বললেন, "যারা কোভিড -১৯ টিকা নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছেন তাদের ভোট না দিয়ে কড়া থাপ্পড় মারুন" বিজনোরে জন চৌপালের সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে যোগী বলেন, ''আমি প্রত্যেকের কাছে আবেদন করছি যে এখানকার ১০০ শতাংশ মানুষ যদি সম্পূর্ণরূপে টিকা পান, তবে যারা ভ্যাকসিনের বিরুদ্ধে গুজব ছড়ায় তাদের ভোট দিয়ে থাপ্পড় দেওয়ার সময় এসেছে'। বিরোধীদের উপর তার আক্রমণ অব্যাহত রেখে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, বহুজন সমাজ পার্টি এবং সমাজবাদী পার্টির সদস্যরা তাদের সময়ে অন্ধকারে বাস করত এবং মানুষের উপর লুটপাট চালাত। বিজেপি সরকার উত্তর প্রদেশের প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ নিশ্চিত করেছে। তিনি বলেন, পাঁচ বছর আগে কি কেউ বিদ্যুৎ পেয়েছিল? এসপি বা বিএসপি সদস্যরা অন্ধকারে থাকতেন। একটি বাক্য আছে ''চাঁদনি রাত চোরো কো আচ্ছি লাগাতি হ্যায়", তারা ওই সময়ে লুটপাট করেছে। আজ, প্রতিটি ঘর আলোকিত। তিনি আইন শৃঙ্খলা সমস্যারও উত্থাপন করে মুজাফফরনগর দাঙ্গার কথা বলেন। তিনি বলেন, "আপনাদের কি মনে আছে মুজাফফরনগর দাঙ্গার সময় কিছু ছেলে নিখোঁজ হয়েছিল; একজন লখনউতে দাঙ্গা পরিচালনা করছিল, এবং অন্যজন দিল্লি থেকে

ইস্টবেঙ্গল

তা দেখছিল। তারা এখন কোথায় ?

আজ, তারা জানে বিজেপি তাদের

কাণ্ডারি জোনাথাস। ইস্টবেঙ্গলের একাধিক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে পাস দেন জাভিকে। জাভির শট পর্চের পায়ে লেগে দিক পরিবর্তন করে গোলে ঢুকে যায়। পর্চের পায়ে। না লাগলে তা গোলকিপার শঙ্কর রায়ের হাতে আসত।ব্যবধান বাড়ল না হীরা মণ্ডলের জন্যে। ৮২ মিনিটে দুর্দান্ত গোললাইন সেভ করলেন হীরা। শঙ্করকে পরাস্ত করে গোলে শট মেরেছিলেন জাভি। কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ে শেষ মুহুর্তে বল বাইরে বের করে দেন হীরা। এটিকে মোহনবাগান ম্যাচেও এ ভাবেই গোল লাইন সেভ করেছিলেন তিনি। ঠান্ডা করে দিতে পারে।" এদিকে অখিলেশ যাদবের সাথে কথা উত্তরপ্রদেশের বাহ বিধানসভা বলতে দেখা যায়। হঠাৎ, রামজিলাল আসনে পার্টির জনসভায় দলের সুমন তার বক্তৃতা মাঝপথে থামিয়ে জাতীয় সাধারণ সম্পাদক দিয়ে ভার্মার কাছে গিয়ে তাকে চড় মারার ইঙ্গিত করেন। জানা রামজিলাল সুমনকে দেখা যায় জেলা সভাপতি জিতেন্দ্র ভার্মাকে গিয়েছে, রামজিলাল সুমনের বক্তৃতার সময় ভার্মা এবং যাদব চড় মারতে। তবে না, হাত উঁচিয়েই তিনি থেমে যান। জিতেন্দ্র ভার্মা উভয়কেই নিজেদের মধ্যে কথা তখন অখিলেশ যাদবের সঙ্গে বলতে দেখা যায়। এতেই পার্টির কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলেন। আচমকা সাধারণ সম্পাদক বিরক্ত হন। তবে পুরো বিষয়টি হালকাভাবেই ঘটনায় তিনি হকচকিয়ে যান। তিনি সাময়িকভাবে ভয় পেয়ে যান।তবে মিটে যায় এবং মঞ্চে উপস্থিত বিষয়টা পুরোটাই মজা করে ছিল সবাইকে হাসতে দেখা যায়। বলে জানা গিয়েছে। অখিলেশ জনসভাটি অখিলেশ যাদবের যাদব পুরো বিষয়টিকে মজার ছলেই বক্তৃতার মাধ্যমে শেষ হয়। তিনি নেন এবং তিনি নিজেও হাসতে প্রতিশ্রুতি দেন যে , যদি তার শুরু করেন। রবিবার ঘটনাটি ঘটে দলকে ভোট দেওয়া হয় তাহলে তিনি বাহকে একটি জেলায় যখন রামজিলাল সুমন সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন এবং ভার্মাকে মঞ্চে পরিণত করবেন।

গ্রাহকদের বাড়িতে পৌঁছে যাবে

সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় রেশন শপের মাধ্যমে ভোক্তাদের ডাল দেওয়া হচ্ছে। এই ডাল বহির্রাজ্য থেকেই সংগ্রহ করে আনতে হচ্ছে। তাতে দেখা গেছে, ডালের মিলিং চার্জ-সহ ডাল লোডিং-আনলোডিং-এর ক্ষেত্রে অনেক টাকা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। তাই রাজ্যেই ডাল মিল স্থাপনের উপর দফতরকে উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্যে কেউ ডালের মিল স্থাপনে ইচ্ছুক হলে তাকে শিল্প দফতরের মাধ্যমে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করার উদ্যোগ নিতে হবে খাদ্য দফতরকে। রাজ্যে ডালের মিল স্থাপন হলে অর্থ ও সময় দুইয়েরই সাশ্রয় হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রয়েছে কিনা তা দফতরের আধিকারিকদের নিয়মিত তদারকি করতে হবে। দফতরের সচিব শ্রী চৌধুরী সভায় জানান, ২০২০ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই রাজ্যে 'ওয়ান ন্যাশন ওয়ান কার্ড' কর্মসূচি পুরোপুরিভাবে কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে মাসিক গড়ে ১১০০-১২০০টি বহির্রাজ্যের পরিবার এবং রাজ্যের মাসিক গড়ে ২৪ হাজার থেকে ২৫ হাজার রেশন কার্ড হোল্ডার এই সুবিধা ভোগ করছেন। তিনি জানান, রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজ্যে নতুন ৪০৮টি রেশন শপ খোলার উদ্যোগ নিয়েছে দফতর।ইতিমধ্যে ১৫৯টি নতুন রেশন শপ রাজ্যে তৈরি হয়েছে। তিনি আরও জানান, বোধজংনগরে বাৎসরিক ১.২ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে যা শীঘ্রই চালু করা হবে। সভায় দফতরের সচিব আরও জানান, ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষ থেকে ২০২১-২২ অর্থবর্ষ পর্যন্ত মোট ৯৬ হাজার ২৩৬ মেট্রিক টন ধান ন্যূনতম সহায়কমূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে কেনা হয়েছে। তাতে মোট ১৭৭ কোটি ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এর ফলে উপকৃত হয়েছেন ৫৩ হাজার ৩০০ জন কৃষক। তিনি জানান, করোনা অতিমারির সময়ে চিফ মিনিস্টার কোভিড-১৯ স্পেশাল রিলিফ প্রকল্পে মোট ৬ লক্ষ ১৯ হাজার পরিবারে ১,০০০ টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও এই প্রকল্পে ৭ লক্ষ ১৩ হাজার পরিবারে বিনামূল্যে খাদ্য প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। তাতে মোট ৭১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। খাদ্য সচিব সভায় আরও জানান, রাজ্যের গ্রাহকদের সর্বোত্তম সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্যে 'দ্য কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ২০১৯ কার্যকর করা হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে ৫টি ভোক্তা আদালত চালু রয়েছে। এছাড়াও আগরতলায় রয়েছে ১টি স্টেট কমিশন এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা, ধলাই জেলা এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় রয়েছে ৪টি ডিস্ট্রিক্ট কমিশন। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ভোক্তাদের গুণগতমানের পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে খাদ্য দফতর বিভিন্ন বিষয়ে সফলতা অর্জন করেছে। সেই সাফল্যগুলিকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার জন্য দফতরকে উদ্যোগ নিতে হবে। পর্যালোচনা সভায় খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব, মুখ্যসচিব কুমার অলক, খাদ্য দফতরের অধিকর্তা তপন দাস-সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভিআইপি লাউঞ্জে ছবি-বিতৰ্ক

 প্রথম পাতার পর
 বুর্ব মোহন ত্রিপুরা ও দিবাচন্দ্র রাঙ্খল। সুদীপবাবুরা কংগ্রেসে যোগ দেবেন, এটা সবাই জেনে গেছেন। তাদের সাথে বসা সাংসদ মহোদয়ের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গেছে। দু'টি ছবি ভাইরাল হয়েছে, একটি ছবিতে সুদীপ রায় বর্মন, আশিস সাহা, ও তিন বিজেপি বিধায়ক বুর্ব মোহন ত্রিপুরা, দিবা চন্দ্র রাঙ্খল, এবং ডাঃ অতুল দেববর্মা। আরেকটি ছবিতে তাদের সাথে সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরা। সামাজিক মাধ্যম থেকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যে রেবতী ত্রিপুরা ও ডাঃ অতুল দেববর্মাও বিজেপিকে টাটা করছেন। সুদীপ রায় বর্মনদের সাথে যেমন বিরোধ তুঙ্গে উঠেছিল তাদেরই দল বিজেপি'র, তেমনি রেবতী ত্রিপুরা'র সাথেও নরম-গরম আছেই। তার আগরতলার বাড়ি থেকে হাউসগার্ড তুলে নেওয়া হয়েছিল। তার আগেও নিরাপত্তা,ইত্যাদির জন্য কেন্দ্রকে চিঠি লিখতে হয়েছে। অথচ এই রেবতী ত্রিপুরাই বিজেপি'র হয়ে শরিক দল আইপিএফটি'র বিরুদ্ধে গলা চডিয়েছেন, তার সফর সঙ্গী আক্রান্ত হয়েছেন। একাই বিজেপি ত্রিপুরা সরকার করার ক্ষমতা রাখে বলে হুমকি দিয়েছেন। কিন্তু তার বাড়ির হাউজ গার্ডই তুলে নেওয়া হয়। এইসব খটাখটি'র খবর মুখরোচক হয়ে মুখে মুখে ফেরে। ফলে তার বিজেপি ছেডে যাওয়ার সম্ভাবনা অস্বাভাবিক কিছ না. যেমন গেলেন সুদীপ রায় বর্মন। তারপর সন্ধ্যায় সাংসদ সামাজিক মাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে রেবতীবাবু কেন ছবি, কোথায় ছবি, ইত্যাদি সাফাই দিয়েছেন, বিজেপিতে নাকি তিনি ২৫ বছর থাকবেন! মানুষ যেমন দলত্যাগীদের সাথে ছবি দেখে তিনিও দলত্যাগী হচ্ছেন বলে ধরে নিয়েছিলেন, তেমনি ড্যামেজ-কন্ট্রোল ভিডিও বার্তার পর মানুষ এও ধরে নিচ্ছেন যে তিনি যদি দলে থেকেই যাবেন তাহলে এই দিনে, যেদিন তারা দলতাগ, পদতাগ করলেন, এবং তা করে দিল্লির পথ ধরেছেন অন্যদলে যোগ দিতে. তখন কেন তাদের সাথে বসে গল্প-সল্প এবং ফটো সেসন! একট বেশি বুদ্ধিমানেরা আরেকটু এগিয়ে বলছেন, তিনি এই ছবি দিয়ে আসলে দলকে বার্তা দিতে চেয়েছেন, সাবধান হতে, তাকে গুরুত্ব না দেওয়া হলে তার ওজন তিনি বুঝিয়ে দেবেন, এরকম ছবির অর্থ মানুষ সাধারণভাবে যা বোঝেন, সেটাই হবে।

 প্রথম পাতার পর রাজনীতিতে আসা অনেকটা আচমকা মনে হলেও বাস্তব কিন্তু তা নয়। বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া এবং ডাঃ অতুল দেববর্মা দীর্ঘদিন ধরেই আরএসএস-র রাষ্ট্রবাদী মতাদশকে বহন করে চলে আসছেন। পাহাড়ের জনজাতি অংশের মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রবাদী মতাদশ অর্থাৎ আরএসএস-র বিস্তারে তাদের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। যে ভিতের উপর দাঁড়িয়ে বিজেপির রাজনৈতিক অগ্রগতি। আর একটা বিশাল পথ অতিক্রম করে রাজ্যের ক্ষমতা দখল। এডিসির কর্মরত একজন চিকিৎসককে সঙ্গী করে পাহাড়ের জনজাতি মহল্লা চষে বেড়িয়েছেন ডাঃ দেববর্মা। সেই বিধায়ক ডাঃ অতুল দেববর্মাকে আজ সুদীপ রায় বর্মন ও আশিস সাহার সাথে একই ছবির ফ্রেমে ধরা পরতেই শাসক শিবিরে শুরু হয় জোর জল্পনা। তবে কি ডাঃ অতুল দেববর্মাও বিদ্রোহের পথ বেছে নিচ্ছেন? এ প্রশ্ন উঠে আসা সঙ্গত। কেননা, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরাকেও আজ একটা সময় বিদোহী দুই বিধায়কের সাথে ছবিতে দেখা যায়। যার স্পষ্টীকরণ দিয়েছেন দল ও রাজ্যাবাসীর সামনে। কিন্তু ডাঃ অতুল দেববর্মা তা করলেন না। সঙ্গত কারণেই বিষয়টি নিয়ে শাসক শিবিরে যেমন ধোঁয়াশা রয়েছে তেমনি রাজ্য রাজনৈতিক মহলেও চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। যদিও আজ সকাল থেকেই প্রচার হচ্ছিল যে, এই মুহুর্তে ইস্তফা না দিলেও সুদীপ রায় বর্মন ও আশিস সাহার সাথে ডাঃ দেববর্মাও দিল্লিতে যাচ্ছেন।

অধ্যক্ষ

 প্রথম পাতার পর ছেড়ে তৃণমূলে সুদীপ রায় বর্মণের আগে এসেছেন, তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আগে গেছেন। এবার যেন উলটো হল। সুদীপ, আশিস আগে গেলেন। অধ্যক্ষ যদিও বলেছেন যে পদত্যাগ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, তবে সতীর্থ হিসেবে 'ছিলেন'-ই বলেছেন, প্রাক্তন করে দিয়েছেন তাদের। আইপিএফটি বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা দীর্ঘদিন আগে পদত্যাগ করলেও এখনও তা গৃহিত হয়নি। সুদীপ রায় বর্মণরা পদত্যাগ করুন, দল ছেডে চলে যান, সেটাই কি বিজেপি চাইছিল, এই প্রশ্ন উঠেছে কারণ সরকার পক্ষের বিধায়ক দল ছেড়ে গেলে, তাকে বুঝিয়ে ফেরত নেওয়ার চেষ্টা হয়ই, সেক্ষেত্রে অধ্যক্ষ এড়িয়ে যেতে পারতেন, অথবা তারা পদত্যাগ পত্র না দিতে পারলে দিল্লিতেও মুক্ত হয়ে যেতে পারতেন না। অন্যদলে যোগ দিলে আশিস দাস'র মত বরখাস্ত করা যেতে পারত। সদীপবাবরা এলেন, অধ্যক্ষ চেয়ারেই ছিলেন, পদত্যাগ পত্র দিলেন, রিসিভড কপি পেলেন, বেরিয়ে এলেন। কেমন ছবির মত গোছানো!

সুদীপ-আশিস

অন্য বিধায়করাও আসছেন, তবে যে ভোটব্যাঙ্ক তিনি বিজেপিকে উপহার দিয়েছেন, তাদের ফিরিয়ে আনতে না পারলে তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যত অনিশ্চিত। সুদীপ রায় বর্মন ১৯৯৮ থেকে টানা বিধায়ক, আশিস সাহাও তিনবারের বিধায়ক।

'আদর্শ পরে, ক্ষমতা আগে'

🌘 প্রথম পাতার পর 💮 জন্য দরজা খুলে দিয়েছিল বিজেপি। সোমবার সুদীপবাবুরা বর্তমান শাসকদল থেকে বেরিয়ে এসে ইস্তফা দেওয়ায়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে কেন? উঠবে কারণ, একদিকে নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহ 'কংগ্রেস' মুক্ত ভারত চাইছেন। স্বভাবতই বর্তমানে এই দলের নেতা-মন্ত্রীরা যারা রাজ্যে রয়েছেন, উনারা কেউই সুদীপবাবুদের সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন না। অন্য ক্ষেত্রে সেই কংগ্রেস বা তুণমূলের নেতাদেরই দলে টানতে বিজেপি আগামী এক বছরে দু'বারও ভাববে না। এমন ডাবল স্ট্যান্ডার্ড কেন? এর পেছনেও যুক্তি রয়েছে। ২০১৪ সালে মোদি ঝড়ের আভাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের কংগ্রেসের নেতারা অনেকেই বিজেপির দিকে পা বাড়াতে শুরু করেন। গত ছ'সাত বছরে এই দেশের বহু রাজ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাক্তনীরাই বিজেপির গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলাচ্ছেন। পদ্মফুল ফোটেনি শুধু এই থিউরিতে ভর করে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে উত্তর-পূর্বের অরুণাচলে। মণিপুরে কংগ্রেসের প্রাক্তনীরাই বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। বছ আঞ্চলিক দলের ওজনদার নেতারাই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। কে বংশপরম্পরায় ক্ষমতায়, কার বিরুদ্ধে দুর্নীতির কেমন অভিযোগ, তার বিচার বিশ্লেষণ কিছুই হয়নি। গোয়ালিয়রের রাজা জ্যোতিরাদিত্য সিদ্ধিয়া থেকে 'ভাগ মুকুল ভাগ' খ্যাত মুকুল রায়ের জন্য বিজেপির দুয়ার খোলাই থেকেছে। প্রশ্ন উঠে, সত্যিই কি রাজনৈতিক দলগুলো এখন আর মতাদর্শ নিয়ে চলে ? ২০২০ সালের মার্চ মাস। জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার হাত ধরে মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসের বিধায়করা অনেকেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। মুকুল রায়, সব্যসাচী দত্ত, অর্জুন সিং'রা কিভাবে তুণমূল ছেড়ে বিজেপিতে এসেছেন— তাও সকলের জানা। শুভেন্দু অধিকারীর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ও স্বচ্ছতার সঙ্গে কিভাবে আপোশ করলো বিজেপি, তা একমাত্র রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাই বলতে পারবেন। তাহলে কি ক্ষমতা দখলই আসল কথা? সুদীপবাবুরা স্বপ্ন দেখছেন, দল ত্যাগেই ক্ষমতা দখল? একইভাবে শাসকদল বিজেপি স্বপ্ন দেখবে, রাজ্যের অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকে বিধায়ক, নেতা-নেত্রীরা যদি দলে দলে এসে শাসক দলে আশ্রয় নেন তাহলে ২০২৩ সালে ক্ষমতা দখল অনেক সহজ হবে। ওড়িশার বিজু জনতা দল ছেড়ে আসা বৈজয়ন্ত পাণ্ডা, ঝাড়খণ্ডে আরজেডি ছেড়ে আসা অন্নপূর্ণা দেবী, কেরলের সিপিএম-কংগ্রেস ঘুরে বিজেপিতে আসা এ পি আবদুল্লা কুট্টি, অন্ধ্রপ্রদেশে ওয়াইএসআর কংগ্রেস ছেড়ে আসা ডি কে অরুণাও সাম্প্রতিককালের মুকুলবাবুদের দল ভেঙে বিজেপিতে আসার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন। ঠিক এই ফর্মুলাতেই রাজ্যের শাসক দল বিজেপি সম্প্রতি পুরস্কৃত করেছে প্রাক্তন এক কংগ্রেস নেতাকে। ওই নেতা গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে দল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। মনমোহন সরকারের মন্ত্রী ডি পুরন্দেশ্বরী কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের তালিকায় ঢুকেছিলেন। বিজেপিতে কি তাহলে নেতার অভাব? মোটেই নয়, মোদ্দা বিষয়, ক্ষমতা দখল। সুদীপবাবুদের দলে নিয়ে খানিকটা ব্যাকফুটে থাকা কংগ্রেস নিজেদের অবস্থানকে চাঙ্গা করবে। মোদ্দা বিষয় কেরল বা ওড়িশা, অন্ধ্র বা বঙ্গ, মণিপুর বা ত্রিপুরা— সব রাজ্যেই এখন দল বদলে আসা নেতাদের কদর বেশি। মোদি-শাহ'র জমানার আগে কংগ্রেস বা আঞ্চলিক দলের নেতারা বিজেপিতে যোগ দেয়নি, বিষয়টা এমন নয়। কিন্তু ওনাদের জমানায় এটা রোজকার নিয়ম। সরকার ফেলতে, নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়েও সরকার গঠনের জন্য, কখনও শক্তি বাডাতে— কিভাবে বিজেপি অন্যান্য দল থেকে আসা নেতা-নেত্রীদের এই দলে যোগদানকে প্রাধান্য দেয়, তা দেশবাসী দেখেছেন। বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সর্বানন্দ সনোয়াল, বর্তমানে রয়েছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা। দু'জনেই অন্য দল ছেড়ে বিজেপিতে এসেছিলেন। গত লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে একটি সমীক্ষা জানান দিয়েছিল, দেশের ১২টি রাজ্যে বিজেপি সরকারের শতকরা ২৯ ভাগ মন্ত্রী আদতে অন্য দলের। সূতরাং, কে কোন দল ছাড়বেন, কে কোন দল থেকে অন্য দলে যাবেন, তা নিয়ে এখন আর চিস্তিত নন ভোটাররা। আরএসএস'র মতাদর্শ বা গান্ধিইজাম দিয়ে এখন আর দেশ চলে না। মতাদর্শের সঙ্গে আপোশ করাই এখন রাজনীতি। সোমবার প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক তথা বর্তমান শাসক দলের দুই বিধায়ক যেভাবে নিজেদের অবস্থান থেকে সরে এলেন, তাতে আর যাই হোক আগামীদিনে রাজ্য রাজনীতি নানাভাবে সরব থাকবে। রাজ্যের রাজনীতি সচেতন নাগরিকরা প্রশ্ন তুলবেন, তিপ্রা মথা থেকে শীর্ষ নেতা-নেত্রীরা বিজেপিতে যোগদান করতে চাইলে, বিজেপি না করে দেবে ? রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলে যদি কংগ্রেস বা তুণমূল থেকে কেউ যোগদান করতে চান, তাহলে কি না করবেন মানিকবাবুরা? যেসব মন্ত্রীরা এখন সাংবাদিক সম্মেলন করে, উনারাই যদি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসে যেতে চান, কংগ্রেস দরজা বন্ধ করে রাখবে ? তুণমূল কংগ্রেস কি আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাসক দল বা তিপ্রা মথা নেতাদের তাদের দলে প্রবেশাধিকার দেবে না, যদি ওনারা চান ? মোটের উপর এই প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর একটাই হবে, দেশের এবং রাজ্যের রাজনীতিতে এখন 'আদর্শ' পরে, আগে ক্ষমতা দখল। সুদীপবাবু থেকে প্রদ্যোত কিশোর, মন্ত্রী সুশান্ত থেকে মন্ত্রী রতনবাবু, আসলে চিত্রটা একই।

উজ্জ্বলা যোজনায় গ্যাস সিলিভার গ্রাহকদের বাড়িতে পৌঁছে যাবে

সিলিন্ডার পৌছাতে হবে। এরজন্য পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,

কেন্দ্রীয় সরকার ইন্ডিয়ান অয়েল

কর্পোরেশনের মাধ্যমে গ্যাস

এজেনিগুলিকে সিলিভার প্রতি

২৮ টাকা পরিবহণ খরচ প্রদান করে

থাকে। যদি কোনও এলপিজি গ্যাস

এজেন্সি ভোক্তাদের হোম

ডেলিভারির মাধ্যমে সিলিভার না

পৌছায় তাহলে ঐ এজেন্সির

বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে

যোজনায় রাজ্যের এলপিজি পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব গ্রাহকদের বাডিতে হোম কমার দেব একথা বলেন। সভায় ডেলিভারির মাধ্যমে গ্যাস খাদ্য দফতরের বিভিন্ন কর্মসূচির

ফেব্রুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা ভোক্তা বিষয়ক দফতরের স্বচ্ছতা প্রকাশ পেয়েছে। পর্যালোচনা সভায় দফতরের সচিব শরদিন্দু চৌধুরী জানান, রাজ্যে বর্তমানে ১,৮৮৪টি রেশন শপ



বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গণবন্টন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। প্রকত ভোক্তারাই যাতে তাদের সামগ্রী রেশন শপ থেকে সংগ্রহ করতে পারে তার জন্য গণবন্টন ব্যবস্থায় ডিজিটালাইজেশন চাল করা হয়েছে। এর ফলে ভোক্তাদের হবে। আজ সচিবালয়ের ২নং অধিকার যেমন সুরক্ষিত হয়েছে,

রয়েছে ৪৬৬টি এবং ১,৪১৮টি রয়েছে গ্রামীণ এলাকায়। রেশন শপগুলিতে ভোক্তা অধিকার সরক্ষিত করার লক্ষ্যে বায়োমেটিক অথেনটিকেশনের মাধ্যমে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। প্রকত ভোক্তারা যাতে তাদের সামগ্রী রেশন শপ থেকে সংগ্রহ করতে পারে তারজন্য রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণ ১০০ শতাংশ করা জানান, রাজ্যে বর্তমানে গোডাউন থেকে রেশন শপ পর্যন্ত পরিবহণ. স্টক ইত্যাদি সবকিছুই অনলাইনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। রাজ্যে বর্তমানে ১৩৩টি খাদ্য গুদাম রয়েছে। যাতে মোট ৭২ হাজার ৬০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুত করার ক্ষমতা রয়েছে। তাছাড়া ৭টি এফসিআই'র বেইস ডিপো রয়েছে, যেখানে ৪৭ হাজার ২২৮ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুত করার ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়াও এফসিআই ডিপো থেকে রাজ্যের বিভিন্ন গোডাউন পর্যন্ত সামগ্রী পৌঁছানোর জন্য ৬৯টি তালিকাভুক্ত ট্রান্সপোর্ট কন্ট্রাক্টর, গোডাউন থেকে রেশন শপে সামগ্রী সরবরাহের জন্য ১৬০টি ডোরস্টেপ ডেলিভারি কন্ট্রাক্টর এবং পিডিএস সামগ্রী সরবরাহের জন্য দফতরের ১২টি গাড়ি রয়েছে। খাদ্য দফতরের সচিব আরও জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৩টি তালিকাভুক্ত ময়দা মিল ও ৮৫টি গম ভাঙার মিল রয়েছে। এছাড়াও রাজ্যে ৬৫টি পিওএল আউটলেট, ৬০টি এলপিজি এজেন্সি এবং ২৮টি কেরোসিন তেলের এজেনি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,

এরপর দুইয়ের পাতায় । কিছুতেই কমছে না।

উদ্ধার বিরল প্রাণী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। দুই বালকের

প্রচেষ্টায় উদ্ধার বিরল প্রজাতির প্রাণী। ঘটনা রবিবার সন্ধ্যায় উত্তর ত্রিপুরা

জেলার পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত পেকুছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং

ওয়ার্ড এলাকায়। জানা যায়, ওই এলাকার বাসিন্দা আবদুল শুকুরের দুই

উঠে। কৌতৃহল নিয়ে বালক দুটি গাছে উঠে অনেক প্রচেষ্টা করে প্রাণীটিকে

বিভাগের কর্মীরা প্রাণীটিকে উদ্ধার করে রৌয়া অভয়ারণ্যে নিয়ে যান।

পুত্র আরিফ উদ্দিনও ইমরান

উদ্দিন এক বিরল প্রজাতির প্রাণী

ধরে নিয়ে আসে। নিজ বাড়িতে

নিয়ে আসার পরে গ্রামবাসীরা

জানতে পারে যে, আবদুল শুকুরের

বাড়িতে ভাল্পক ধরা পড়েছে।ভাল্পক

ধরার খবর শুনে আব্দুল শুক্কুরের

বাড়িতে আশপাশের লোকজন

জড়ো হতে থাকেন। ছেলেদের

কাছ থেকে জানা যায়, তারা

তাদের রাবার বাগানে সন্ধ্যাবেলায়

গরু খুঁজতে টর্চ হাতে নিয়ে

বেরিয়েছিল। বাগানে একটি

গাছের উপর টর্চের আলো

পড়তেই প্রাণীটি বিকট শব্দ করে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। করোনা আক্রান্ত হয়ে ফের দু'জনের মৃত্যু। আবারও মৃত্যু ফিরে আসায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। নতুন করে সংক্রমিত শনাক্ত হয়েছেন ১৩জন। ব্যাপকহারে নেমে এসেছে সংক্রমণের হার।এই হার ২৪ ঘণ্টায় নেমে দাঁড়ায় দশমিক ৯১ শতাংশে। ২৪ ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ১৫০জন। তবে মৃত্যুর সংখ্যা ফিরে আসায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সোমবার স্বাস্থ্য দফতর মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ৪২১ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৬৭ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। বাকিদের অ্যান্টিজেন টেস্ট। আরটিপিসিআর-এ মাত্র ১জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হন। রাজ্যে করোনা সংক্রমিতদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯১৫জনে। এদিন দুপুর পর্যন্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছিলেন ৭৪৮জন করোনা আক্রান্ত অन्यामित्क, प्राप्त नामर् সংক্রমিতের সংখ্যা। তবে মৃত্যুর সংখ্যা কিছুতেই কমছে না। ওমিক্রন আতঙ্কের মধ্যে মৃত্যু কম হবে বলে চিকিৎসকদের মতামত

'যোগাযোগ রাখতে হবে'



প্রেস রিলিজ, বিশালগড়, ৭ **ফেব্রুয়ারি।।** বিশালগড় পুর পরিষদ এলাকায় যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ চলছে সেগুলি মার্চ মাসের মধ্যে শেষ করার জন্য কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন। সোমবার বিশালগড়ে এক বৈঠকে পুরপরিষদ এলাকার উন্নয়নমূলক কাজকর্মের পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য কোনও কাজে অর্থের অভাব হবে না। তিনি প্রতিটি ওয়ার্ডের

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মানুষের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে চলার পরামশ দিয়ে বলেন, মানুষের সুবিধা অসুবিধাগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। তবেই সংশ্লিস্ট এলাকার সমস্যা দুরীকরণে অনেক সহায়তা হবে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে সেগুলির সুবিধা যাতে সাধারণ মানুষ পেতে পারেন সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। তিনি পুর এলাকায় ২টি কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণের নির্দেশ দেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড়

পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অঞ্জন পুরকায়স্থ, ভাইস চেয়ারপার্সন সুশান্ত দেব, নগরোন্নয়ন দফতরের অধিকর্তা ড. তমাল মজুমদার, বিশালগড় মহকুমার মহকুমাশাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক ত্রিদিপ সরকার এবং বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকবৃন্দ। সভার শুরুতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রয়াত সংগীত শিল্পী লতা মঙ্গেশকরের-এর. প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্ৰদ্ধা জানান। এছাড়া লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুতে বৈঠকে উপস্থিত সবাই দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন।

ত্রিপুরা পুলিশকে ক্ড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি।। ঘন ঘনই সর্বোচ্চ আদালতের অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ত্রিপুরা। গত অক্টোবরে ত্রিপুরায় হওয়া সাম্প্রদায়িক হিংসা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দেওয়ার দায়ে মানুষকে ত্রিপুরা পুলিশের নোটিশ পাঠানো নিয়ে বিরক্ত সর্বোচ্চ আদালত। জানুয়ারির ১০ তারিখে এই আদালত অন্তর্বতী এক আদেশে ত্রিপুরা পুলিশকে সোমবার বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং সূর্যকান্ত'র বেঞ্চ এক সাংবাদিকের ট্যুইট নিয়ে আর কিছু না করতে নির্দেশ দিয়েছিল। সোমবার তারা ত্রিপুরার পক্ষের আইনজীবীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, যদি পুলিশ মানুষকে হেনস্তা করতেই থাকে, তবে আদালত স্বরাষ্ট্র সচিব এবং পুলিশ সুপারকে ডাকা হবে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আগেই, সেটা বাস্তবায়িত করতে হবে। "সুপ্রিম কোর্টে একজনকে দৌড়ে আসতে হবে কেন? এটা যদি হেনস্তা হয়, তবে তেনস্পা কোনটা ?" বেঞ্চ জিজেস করেছে। সাংবাদিক সামিউল্লা সাব্বির আদালত এক জানিয়েছেন যে, তাকে ত্রিপুরা পুলিশ ৪১এ ধারায় উপস্থিত হতে নির্দেশ দিয়েছে। গত মাসের ১০ তারিখ সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে সাবিবর'র টুইট নিয়ে পুলিশকে কিছু না করতে নির্দেশ দিয়েছে। সরকারি আইনজীবী বিষয়টি দুই সপ্তাহের জন্য মূলতুবির আবেদন জানালে বেঞ্চ তাকে বলেছে," যদি দেখি পুলিশ নোটিশ দিয়ে মানুষকে হেনস্তা করছে, তবে এসপি ডেকে এনে জবাব তলব করা হবে। আমরা একটা নির্দেশ দিলে আপনাদের দায়িত্ব থাকা উচিৎ। শুনানি শেষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বেঞ্চকে বলেছেন যে, তিনি নিজে বিষয়টা দেখবেন যেন আদালতের নির্দেশ মান্যতা পায়। গত সপ্তাহেই আগরতলায় আসাম রাইফেলস'র জায়গা নিয়ে মামলায় সুপ্রিম কোর্ট

ছিল। কিন্তু তৃতীয় ঢেউয়ে মৃত্যু

সরকারি লেইক দখল কর্মচারী-নেতা কাঠগড়ায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ ফেব্রুয়ারি।। লেইকের মাছ আত্মসাৎ করলো বিজেপি নেতা। এই ঘটনায় চাপা ক্ষোভ দেখা দিয়েছে বিশালগড়ের বাইদ্যারদিঘি এলাকায়। স্থানীয়রা শাসক দলের নেতার এই কর্মকাণ্ডে প্রতিবাদে মুখর হচ্ছেন। তবে অভিযুক্ত নেতা ক্ষমতাবলে সবাইকে চুপ করিয়ে রেখেছেন।জানা গেছে, অভিযুক্ত নেতার নাম হাবিল। বাইদ্যারদিঘি বাজার সংলগ্ন ডাঙ্গিরপাড়ে এই নেতার বাড়ি। ডাঙ্গিরপাড়েই দেড় কানি জমিতে সরকারি লেইক রয়েছে। বাম আমলে এই লেইক লিজে দেওয়া হতো। তখন সরকারি নীতি মেনে এই লিজ হতো। কিন্তু বিজেপি জোট সরকার আসার পর থেকে সংখ্যালঘু নেতা হাবিল ও তার ভাই হাশেম মিলে লেইকটি আত্মসাৎ করেছে। এখন আর লেইকটির লিজ দেওয়া হয় না। এমনকি গ্রামের অন্যদের লেইকে নামতেও দেওয়া হচ্ছে না। বাঁশ দিয়ে লেইকের চারদিকে বেড়া দেওয়া হয়েছে। তাদের আস্ফালনের কারণে গ্রামবাসীরা ভীতসন্ত্রস্ত। হাবিল নিজে একজন সরকারি চাকুরে। বাম আমলে এই চাকরি হাতিয়ে নিয়েছিল বলে জানা গেছে। এখন বিজেপি জোট সরকারের সময়েও হাবিলের দাপট চলছে। অফিস কামাই করে দিনভর ব্যস্ত এলাকায় দাপট দেখাতে। অভিযোগ রয়েছে, বাইদ্যারদিঘি বাজারে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মূল নায়ক এই হাবিল। মসজিদ ভাঙা সহ বহু বাইক এবং গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার পেছনে যুক্ত এই হাবিল। এইগুলি আবার সালিশি সভার নামে এক প্রভাবশালী নেত্রীর উপস্থিতিতে মীমাংসা করে নেওয়া হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তরা এক টাকাও ক্ষতিপুরণ পাননি। এমনকি হাবিল নিজে মসজিদ কমিটি ভেঙে দিয়েছে। বেআইনিভাবে মসজিদের দখল নিয়েছে। এখানে মর্জিমাফিক লোক কমিটিতে ঢুকিয়ে বিপুল পরিমাণে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই টাকাগুলি মানুষের দান থেকে আসে। এমনকি যারা মসজিদ নির্মাণের জন্য নিজের জমি দেওয়া সহ শারীরিকভাবে শ্রম দিয়েছেন, তাদেরও ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, সংখ্যালঘুদের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য হাবিলকে সরকারি দফতর থেকে ছাড় দিয়ে রাখা হয়েছে। সে সপ্তাহে দু'দিনও অফিস করেন না। যে কারণে ক্ষোভ বাড়ছে দলীয় কর্মীদের মধ্যে। এভাবে চলতে থাকলে ক্ষতি হবে শাসক দলেরই। তবে বাইদ্যারদিঘির সরকারি লেইকের মাছ দখলের ঘটনায় অনেকে মাছ চোর নেতা বলেও বলতে শুরু করেছেন। এমনকি এই ধরনের ঘটনা নাকি কমলাসাগরেও হচ্ছে। শাসক দলের নেতারা এখন সরকারি জলাশয় দখল করে নিজেদের সম্পত্তি বানিয়ে নিতে চাইছে। মৎস্য দফতরে কর্মরত হাবিল ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সরকারি জলাশয় দখলেই।

প্রবীণ ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে শোক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম,৭ ফেব্রুয়ারি।। প্রবীণ ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে শোকস্তন্ধ বিশ্রামগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ীরা। সোমবার সকালে



বিশ্রামগঞ্জস্থিত নিজ বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বাজারের প্রবীণ ব্যবসায়ী দীনেশ চন্দ্র ঘোষ। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। মৃত্যুকালে রেখে গেছেন তিন ছেলে, তিন মেয়ে, বহু আত্মীয়স্বজন। প্রবীণ ব্যবসায়ীর মৃত্যুর খবর শুনে তার বাসভবনে ছুটে আসেন বিশ্রামগঞ্জ বাজার কমিটির সভাপতি রামমানিক দেবনাথ এবং সম্পাদক বাবুল সাহা-সহ বাজার কমিটির অন্যান্য ব্যবসায়ীরা। মৃতদেহে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা অর্পণ করেন সকলে।

শ্বাশানঘাটের রাস্তা মরণফাদ দুই বালকের চেষ্টায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চম্পকনগর ৭ ফেব্রুয়ারি।। এলাকাবাসীর সুবিধার্থে শ্মশানঘাট গড়ে উঠলো সেখানে পৌঁছানোর মতো ভালো রাস্তা নির্মিত হয়নি। এখন যে রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া করা হয় তা থাকা আর না থাকা একই সমান। কারণ সেটি রাস্তা কম, মরণফাঁদ বেশি।এই রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া করা কতটা বিপদজনক তা ছবিতে স্পষ্ট। বিশেষ করে শ্মশান যাত্রীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয়। অন্যদের বাড়ির উপর দিয়ে চলাফেরার সুযোগ থাকলেও কেউই নিজেদের বাড়ির উপর দিয়ে মৃতদেহ নিয়ে আসতে দেন না। বাধ্য হয়ে বিপদজনক রাস্তা অতিক্রম করে মৃতদেহ শ্মশানে পর্যন্ত নিয়ে আসতে হয়। কিন্তু এতে যেকোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা লেগেই থাকে। চম্পকনগর এলাকার মানুষ চাইছেন অন্তত শ্বাশানযাত্রীদের কথা 🛘 হারিয়ে ফেলেছে এখন যেটুকু মাটি 觉 পাচ্ছেন। কারণ অন্যদের পক্ষে মাথায় রেখে রাস্তা নির্মাণ করা আছে সেটাও পর দিন আর থাকবে সমস্যাটাকে দূর থেকে অনুধাবন হোক। তাহলে ওই এলাকার সকল কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। মানুষ কিছুটা হলেও সমস্যা থেকে এমনিতেই রাস্তার পাশের মাটি সরে নিস্তার পাবেন। স্থানীয়দের যাওয়ায় অন্তত একজন মানুষের



অনেকের কাছে জানানো হয়েছিল। দাঁড়িয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে মৃতদেহ কিন্তু সমস্যাটুকু কর্ণপাত করেননি। নিয়ে আসা কতটা কস্টকর তা যে কারণে সেই রাস্তাটি অস্তিত্ব একমাত্র শ্মশান যাত্রীরাই টের অভিযোগ, রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে হাঁটা-চলা করাও কস্টকর হয়ে

করা কন্টকর। তাই শ্মশানঘাটের রাস্তা যদি নির্মিত হয় তাহলে ওই এলাকার মানুষ খুবই উপকৃত

পাকড়াও করতে পেরেছে বলে জানায়। প্রাণীটি দেখে সবাই প্রথমত ভাল্লুকের শাবক বলেই মনে করছিলেন। সবাই একে একে ওই প্রাণীটিকে ভালোভাবে দেখেও প্রাণীটি আসলে ভাল্পক কিনা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। পর মুহূর্তে ঘটনাস্থলে বন বিভাগের কর্মীরা ছুটে আসেন এবং প্রাণীটি ভাল্পক নয় বলে জানান। প্রাণীটি ভাল্পক শাবক না হলেও বিরল প্রজাতির লজ্জাবতী বানর বলে বন বিভাগের কর্মীরা শনাক্ত করেন। ত্রিপুরার জঙ্গলে লজ্জাবতী বানরের সংখ্যা খুবই কম। সাধারণত এই প্রজাতির বানরকে এখন আর বেশি দেখতে পাওয়া যায় না। বন

প্রতিবন্ধকতাকে হারাতে চায় প্তি, পাশে দাঁড়ালেন বিধায়ক প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পঞ্চায়েতের কুচপাড়া গ্রামের চালিয়ে যাচেছন

কল্যাণপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি।। জন্ম বাসিন্দা তৃপ্তি শীলকে নিয়ে। জন্ম থেকে দৃষ্টিশক্তিহীন। কিন্তু থেকেই তৃপ্তি দৃষ্টিশক্তিহীন। কিন্তু পড়াশোনাতে বেশ ভালো। অসীম প্রতিভার অধিকারী মেয়েটি ইতিমধ্যে বেশ সুনামও অর্জন ছোট থেকেই পড়াশোনাতে বেশ



করছেন। গরিব পরিবার। মা-বাবা নেই। তিন বোন মিলে সংসার প্রতিপালন করছেন। বিপিএল পরিবার। কোনও রকমভাবে সংসার চালাচ্ছেন তারা। কথা হচ্ছিল কল্যাণপুর ব্লকের পূর্ব কুঞ্জবন গ্রাম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

কাঁঠালিয়া, ৭ ফেব্রুয়ারি।। রাতের

অন্ধকারে কে বা কারা এক কানি

জমিতে গড়ে তোলা সবজি ক্ষেত

ধ্বংস করে দেয়। যার ফলে সবজি

চাষির মাথায় আকাশ ভেঙে

পড়েছে। কাঁঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত

দক্ষিণ মহেশপুর পঞ্চায়েতের ১নং

ভালো। অন্য দুই বোন কোন রকমভাবে কাজ-কর্ম করে তৃপ্তির পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখন তৃপ্তি শীল এম এ সেকেন্ড ইয়ারে পড়াশোনা করছেন। দিব্যি মোবাইলের মাধ্যমে পড়াশুনা

করে খুশি তৃপ্তি শীলের পরিবার। বিধায়ক জানান আগামী দিনে পরিবারটির পাশে থাকবেন। কখনও দেখা যায়নি বলে স্থানীয়দের সবাজ ক্ষেত ধ্বংস কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কে বা কারা রাতের অন্ধকারে সব সবজি নষ্ট করে দেয়। কেন দুষ্কৃতিরা দুই বন্ধুর ক্ষতি করলেন তা কেউই



বুঝতে পারছেন না। কাঁঠালিয়া ব্লক

এলাকায় এই ধরনের ঘটনা আগে

দাবি। স্বাভাবিক কারণে ওই অংশের মানুষ খুবই আতঙ্কে আছেন। কারণ, এলাকার বেশকিছু পরিবার কৃষি কাজের উপরই নির্ভরশীল। তারা আতঙ্কে আছেন তাদের ফসলও এভাবে নষ্ট করা হয় কিনা ? ক্ষতিগ্রস্ত দুই চাষি এই ঘটনায় একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছেন। তাদের বক্তব্য, ক্ষয়ক্ষতি যাই হয়েছে, তার চেয়ে বড় বিষয় ফসলের উপর এই জাতীয় সন্ত্ৰাস কেন? কেউই ঘটনাটিকে ভালোভাবে দেখছেন না। দাবি তুলছেন এই ঘটনার সাথে জডিতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।

আভযুক্ত নাবালক সংবাদমাধ্যমকে জানান। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম স্থান প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৭ ফেব্রুয়ারি।। আবারো সামাজিক অধিকার করে বেশ কয়েকটি অবক্ষয়ের চিত্র ফুটে উঠল নাবালিকা নির্যাতনের ঘটনায়। সবচেয়ে বিষয়ে লেটার মার্কস পেয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় অভিযুক্ত নিজেও নাবালক। নির্যাতিতা মেয়েটির বয়স আসা যাক তার পরিবারের কথায়। ১৪ বছর এবং অভিযক্তের বয়স ১৭ বছর। অভিযোগ, সেই নাবালক গত সেই কবে তার বাবা-মার মৃত্যু ৩ ফেব্রুয়ারি নাবালিকাকে নিয়ে তার এক আত্মীয়ের বাডিতে চলে যায়। হয়েছে। এরপর থেকেই তৃপ্তি বাদে সেখানেই নাবালিকার ওপর নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। তবে তার অপর দুই বোন রেগার কাজ ঘটনাটি জানাজানি হয় এরপরই। নির্যাতিতাকে তার পরিবারের লোকজন করে, দিন হাজিরার কাজ করে এসে উদ্ধার করে। এরপরই নাবালকের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ কোনও রকমভাবে সংসার জানানো হয়। পুলিশ তাকে আটক করে নিয়ে যায়। জানা গেছে, নির্যাতিতার প্রতিপালন করেন। কোন কোন বাড়ি সাব্রুম সাতচাঁদ এলাকায়। অভিযুক্তের বাড়ি ওই এলাকায়। সময় আবার ছাত্র পড়ায়। যাইহোক, দৃষ্টিহীন তৃপ্তি শীল'র অভাব অনটনের খবর পেয়ে সোমবার কল্যাণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী ছাত্রীর বাড়িতে ছুটে যান। কিছু আর্থিক সহায়তা করেন। এতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। সূচাগ্র ভৌমিক। রাজ্যের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এতোটুকু ভেঙে না পড়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ৬-আগরতলায়। হাল ছেড়ে কেউ কেউ যখন তার মুখাবয়বে হতাশার ছবি তুলে ধরেছেন, তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে দিদি বনে যাওয়া প্রতিমা ভৌমিক যেন ব্যাটন হাতে নিলেন। বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে ৬-আগরতলার আবেগঘন আবহেই রাজনীতিতে নতুন বার্তা দিলেন তিনি। সাংগঠনিক বৈঠকে মিলিত হয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, যুবকরাই পারে সূচাগ্র মেদিনী না

কার্যকর্তাদের নিয়েই হলো গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক। মেদিনী ছাড বেন না প্রতিমা কর্মীরা চিৎকার করে বললেন—'দিদি আছে চিস্তা নেই,

বিজেপি ৬-আগরতলার বিধায়ক সুদীপ রায় হয় নি। জানা গেছে, টাউ ন বর্মণ এদিনই পদত্যাগ করেছেন। তার পদত্যাগ পত্র অর্থাৎ বিধায়ক

পদ খারিজের কোনও সিদ্ধান্ত কোনওভাবেই ময়দান ছাড়া হবে বড়দোয়ালী আসনেও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।



না। উপনির্বাচন হলে বিজেপি সেখানে বাজিমাত করবে বলে স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিলেন বিজেপির প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। প্রতিমা ভৌমিক যখন বৈঠক করলেন, তার কয়েক ঘণ্টা আগে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, কারোর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না। কারণ মানুষ বিজেপির সাথে আছে। নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেছেন সাংবিধানিক সাংগঠনিক কোনও ধরনের সংকট সৃষ্টির চেষ্টা সফল रत ना। विराजिश रा नजून ম্যাজিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেদিনী রক্ষার লড়াই শুরু করে দিয়েছে, তা আর কারোর কাছে অস্পষ্ট রইল না।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছে, " একে

রাজনৈতিক ইস্যু বানাবেন না।"

ছাড়তে। তাই যুব মোর্চার



কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। সিপিএম পার্টি কংগ্রেস এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হবে। সিপিএমের রাজ্যস্তরেও রাজ্য সম্মেলন নিয়ে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আগরতলায় ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে রাজ্য সম্মেলনকেন্দ্রীক প্রস্তুতি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য সমাবেশ অনষ্ঠিত হবে কি না. তা আগামী ১০ ফেব্রুয়ারির পর চিন্তাভাবনা করবে এই প্রস্তুতি কমিটি। কারণ, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত নির্দেশিকার পরই সবকিছ পরিষ্কার হবে। উল্লেখ্য, সিপিএম রাজ্য সম্মেলন ২৫ ও ২৬ চর্চা। কারণ, বিজন ধর ও গৌতম ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। ২০১৮ দাশের প্রয়াণের পর তাদের শূন্য সালের ২৫ ও ২৬ নভেম্বর সর্বশেষ আসনে কে আসছেন তা নিয়ে চর্চা

সেই সময় ৮৭ জনকে নিয়ে রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছিল। বৰ্তমানে রাজ্য কমিটির সদস্য সংখ্যা ৮২। রাজ্য কমিটির বেশ কয়েকজন সদস্যের মৃত্যুর কারণে বর্তমানে ৮২ জন সিপিএম রাজ্য কমিটির সদস্য আছেন। এদিকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ২২তম পার্টি কংগ্রেসে ত্রিপুরা থেকে ৮ জন সদস্য ছিলেন তার মধ্যে বিজন ধর ও গৌতম দাশ প্রয়াত হয়েছেন। মানিক সরকার পলিটব্যুরোর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে আছে রমা দাস, জীতেন চৌধুরী, বাদল চৌধুরী, তপন চক্রবতী, অঘোর দেববর্মা। রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে এবারের রাজ্য কমিটির বৈঠকে নতন করে কে আসছে? আবার কেন্দ্রীয় কমিটিতে নতন করে কে সযোগ পাচ্ছে তা নিয়েই চলছে রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শুরু হয়েছে। রাজ্য কমিটিতে বেশ

কয়েকজন নতুন মুখ আসছে যুবক ও যুবতিদের মধ্য থেকে। বামপন্থী যুব সংগঠন থেকে রাজ্য কমিটিতে আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে খবর। আবার এ কঠিন পরিস্থিতিতে যুবকদের সামনে তুলে আনার প্রয়াস শুরু হয়েছে। তবে এবারের রাজ্য কমিটি কত জনের হচ্ছে তা সম্মেলনেই স্থির হবে। জানা গেছে, কমিটি সংক্রান্ত বিষয়ে সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির কিংবা পার্টি প্লেনামের যে গাইডলাইন রয়েছে তাকে মান্যতা দিয়েই সবকিছু করা হবে। তবে এবারের রাজ্য কমিটিতে চমক থাকবে বলেই খবর। তাছাড়া কে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় কমিটিতে নতন করে তা নিয়ে যথেষ্ট চর্চা শুরু হয়েছে। কারণ, কোনও কোনও মহল থেকে

বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট চর্চাও চলছে।

এক্ষেত্রে সারা ভারত ক্ষকসভা রাজ্য

সম্পাদক পবিত্র কর'র নামও শোনা

যাচ্ছে। কারণ, সংযুক্ত কিষান মোর্চার

আন্দোলনকে সর্বাত্মক সফল করে

তুলতে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম

আসছেন প্রকাশ

হয়েছেন তিনি। রাজ্যেও গত কয়েক মাসে সারা ভারত কৃষকসভার কিংবা সংযুক্ত কিষান মোর্চার কর্মসূচি সফল হয়েছে। বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতে কৃষকসভা কিংবা সংযুক্ত কিষান মোর্চার ব্যানারে পবিত্র কর রাজনৈতিকভাবে সফল হয়েছেন বলে অনেকেই দাবি করেন। তাই কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এবং রাজ্যে তাকে কেন্দ্র করে বামপন্থী ভাবনার আন্দোলন তেজি হওয়ার কারণে পবিত্র করকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে নতুনভাবে দেখার সুযোগ আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। আবার এসসি মুখ হিসেবে সুধন দাস, রতন ভৌমিকদের কথাও কেউ কেউ তুলে ধরেছে। যতটুকু খবর, সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটিতে ত্রিপুরা থেকে নতুন করে সুযোগ পাচ্ছে তা নিশ্চিত। উল্লেখ্য, সিপিএম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে আগরতলায় আসছেন সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, প্রকাশ কারাত। ১০ ফেব্রুয়ারির পর সিপিএম রাজ্য সম্মেলনকেন্দ্রীক কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে প্রকাশ্য

গুরুতর আহত যুবক আশঙ্কাজনক

অবস্থায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি।। রবিবার রাতে যান সন্ত্রাসে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুর পরেই এক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন আরেকজন। বর্তমানে ওই যুবক জিবি হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। তার নাম রাকেশ দাস (২৪)। রাত আনুমানিক ১২টা নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানাধীন তুইসিন্দ্রাই এলাকায় রক্তাক্ত অবস্থায় জাতীয় সড়কের পাশে পড়ে থাকতে দেখা যায় রাকেশ দাসকে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী এসে আহত উ দ্ধার তে লিয়ামুড়া মহকু মা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু শারীরিক আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। প্রথমে রাকেশ দাসের পরিজনরাও ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারেননি।

পরবতী সময় তারা জিবি श्राम्याजात्म हु ए जारमन। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছে কোন গাড়ি হয়তো রাকেশকে ধাক্কা দিয়েছে। তবে বিষয়টি এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যাচেছ না। রাকেশের আঘাত পাওয়ার পেছনে অন্য কোন কারণ লুকিয়ে আছে কিনা তা পুলিশই বের করতে পারে। তেলিয়ামুড়া শহরে লাগামহীন যান সন্ত্রাসে সাধারণ মানুষ খুবই সন্ত্ৰস্ত হয়ে আছেন

বিজেপি'র বিরুদ্ধে এখন লড়াইয়ের নাম মমতাই, আর কেউ ননঃ রাজীব প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অন্যান্যরা প্রয়াতা লতা ত্রিপুরায় কংগ্রেস আর দাঁড়াতে

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা'রা এবার কালীঘাটে না গিয়ে সোজা দিল্লি পাডি দিলেন। এই খবর জেনে সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল কংগ্রেসের ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, বিজেপির বিরুদ্ধে এখন লড়াইয়ের নাম মমতাই। তিনিই একমাত্র বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। কেউ যদি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই তৃণমূল কংগ্রেসে আসতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া

মঙ্গেশকরের স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একই সাথে বিজেপির উদ্যোগে কিংবদন্তী এই শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতে ত্রিপুরা সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়ে তুলনা করেন সুবল ভৌমিক। ত্রিপুরায় যা করা হয়নি পশ্চিমবঙ্গে তা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাবনায় আগামী ১৫ দিনের জন্য তৃণমূলের সকল সদস্যরা লতা মঙ্গেশকরের গান বাজাবেন। তাছাড়া সুবল ভৌমিক জানিয়েছেন, প্রত্যেক জায়গায় হবে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন

পারবে না। তৃণমূলই ত্রিপুরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। বিষয়গুলো তুলে ধরে সুবল ভৌমিকরা এখনও আশাবাদী, তৃণমূলই ২০২৩ সালে ক্ষমতায় আসবে। বিজেপির বিরুদ্ধে একমাত্র তৃণমূলই লড়াই তেজি করেছে। সার্বিক বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সুবল ভৌমিক আরও বলেছেন, রাজ্যে গণতন্ত্র নেই, জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। যারা এতদিন দলের মধ্যে ছিলেন, তারাই এখন বিষয়গুলো তুলে ধরছেন। সুদীপ রায় বর্মণদের ঘনিষ্ঠরা যখন



বিজেপির বিরুদ্ধে আর কেউ লড়াই করতে জানে না। বিষয়গুলো উল্লেখ করে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, সুদীপ রায় বর্মণরা কোন্ দলে যাবেন সেটা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু পুর সংস্থার নির্বাচনের আগে সুদীপ রায় বর্মণের সাংবাদিক সম্মেলনকে কার্যত পুঁজি করে রাজনৈতিক ময়দানে যথেস্ট উৎফুল্লিত ছিল তৃণমূল শিবির। এদিন যেন বিষাদের সুর! আগরতলায় ক্যাম্প অফিসে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে নানা বিষয়ে কথা বলছিলেন সুবল ভৌমিক, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়রা। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লকস্তরের কর্মসূচি। এই কর্মসূচিকে সর্বাত্মক সফল করতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একই সাথে সোমবার সুবল ভৌমিক সহ ছিলেন। সুবল ভৌমিক বলেছেন,

অনুষ্ঠান। এদিন সন্ধ্যায় আগরতলার একটি হোটেলের সামনে ছিল শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কর্মসূচি। এদিকে সুবল ভৌমিক জানিয়েছেন, রাজ্যের ৫৮টি ব্লুকে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচিকে সফল করার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, বিজেপিকে যারা পরাজিত করতে চান কিংবা আন্তরিক অভিপ্রায় রয়েছে, তাদের সবাইকে তৃণমূলে যোগদান করা দরকার। একমাত তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে ক্ষমতায় আসতে দেয়নি। একদিকে যেমন ৩৪ বছরের বামেদের পরাস্ত করার রেকর্ড গড়েছে তৃণমূল, ঠিক তেমনি বিজেপিকেও উচিৎ শিক্ষা দিয়েছে তৃণমূল। যদিও ওই সময় রাজীব

সিনহারা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছিলেন তখন সুবল ভৌমিকরা ভেবেছেন, এবার সুদীপ বর্মণরাও কালীঘাটে যাবেন। কিন্তু ২০১৬ সালের বিপরীতে সুদীপ রায় বর্মণরা আর কালীঘাট গেলেন না। কালীঘাটের অন্যদিকে রণকৌশলীরা কংগ্রেস ত্রিপুরায় আর কিছু করতে পারবে না বলে ধোয়া তুললেন সুবল ভৌমিক, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়রা। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, নয়া রাজনৈতিক সমীকরণে তৃণমূল অনেক পেছনের সারিতে। কারণ, ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সুবল ভৌমিকরা এখন কৌশলী রাজনীতিতে হেরে গেছেন! সুবল ভৌমিক এখন বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি শিবিরেই নতুনভাবে রসায়ন খুঁজতে

কারবারিকে

ধরেও উদ্ধার হল

না নেশা সামগ্রী

শুরু করেছেন।

বিশেষ করে শ্যামল পাল, জ্যোতি

ভূষণ ধর, শুভেন্দু চক্রবর্তী, রত্না

বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন এলাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন

নদীর পার্শ্ববর্তী ব্রিজ এলাকা।স্থানীয়রা একাধিকবার অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু নিগম কর্মীরা নাকি মত কর্মী নিয়োগ করা হোক।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জানিয়ে দিয়েছেন সোমবার অন্তত চড়িলাম, ৭ ফেব্রুয়ারি।। বিদ্যুৎ তাদেরকে অন্ধকারেই থাকতে হবে। পরিবাহী তার ছিঁড়ে অন্ধকারে যা করার মঙ্গলবার দেখা যাবে। কিন্তু নিমজ্জিত গোলাঘাটি বিধানসভা ওই দিনও যে বিদ্যুৎ পরিষেবা কেন্দ্রের গাবর্দি বাজার সংলগ্ন সিনাই স্বাভাবিক হবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচেছ না। এলাকাবাসী নিগম জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ পরিবাহী তার কর্তৃপক্ষের এই ভূমিকায় প্রচণ্ড ক্ষুব্র। ছিঁড়ে যাওয়ার পর গাবর্দি বাজার তারা চাইছেন রাতে অন্তত ৯টা পর্যন্ত সংলগ্ন নিগমের কল সেন্টারে কল সেন্টার খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হোক। দুই শিফটে পরিষেবা দেবার

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : এ২ সাচার জাতক-জাতিকার মাঝে মেষ : এই রাশির | মাঝে থাকবে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা। আঘাত বা দুর্ঘটনা থেকে সচেতন থাকা প্রয়োজন। কর্মে ও আর্থিক ক্ষেত্রে বহুল পরিবর্তন ঘটলেও আর্থিক ভারসাম্য [|] হবেন। স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হবেন। <mark>। বৃশ্চিক :</mark> নানাভাবে দিনটিতে মানসিক ক্ষেত্রে দুশ্চিস্তা এবং মানসিক আঘাত বা মনোকস্টজনিত যোগ লক্ষ্য করা |

👥 বৃষ : দিনটিতে কর্মে 🖠 শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক আঘাত ও হতাশা বৃদ্ধির যোগ আছে। সিদ্ধান্তগত ভুলের জন্য নানাদিক থেকে ক্ষতি হতে পারে। অন্যের বুদ্ধির বা পরামর্শ 📗 ক্ষতিকর হবে। ধৈর্য্য রাখতে হবে।

মিথুন : কর্মক্তেত্র অশাস্তি। বন্ধু বিচেছদ। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি। অন্যের 📗 প্রতি নির্ভরতা বা বিশ্বাস না করাই | অপমান অপবাদের যোগ। শ্রেয়। প্রেম প্রীতির ক্ষেত্রে। প্রতারক বা প্র্রোচনামূলক সাবধানে চলা দরকার। অকারণে i কাজকর্মে যুক্ত না থাকাটাই দুশ্চিন্তা এবং অহেতুক কিছু সমস্যা বা ঝঞ্জাট দিনটিতে দেখা দেবে।

কৰ্কট : দিনটিতে হঠাৎ কোনো সুসংবাদ। আৰ্থিক দিকে উন্নতি তবে বাকু সংযমের প্রয়োজন, শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে। ব্যবসা ভালোই যাবে। চাকরি । মকর : দিনটিতে অন্যের জীবীরা কর্মকেত্রে অহেতুক 📗 ঝামেলা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। আয়ভাব শুভ।

অতিরিক্ত চিস্তা ও অর্থব্যয়। নিজের ক্ষমতা বা যোগ্যতার বাইরে কোনো রকম ঝুঁকি নেওয়া ব্যবসা বা চাকরি ক্ষেত্রে ঠিক হবে না। তবে সহকর্মী দ্বারা সমস্যা বা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রম এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ একান্ত

জরুরি। কন্যা: কর্মক্ষেত্রে শাস্তি বিঘ্নিত হতে | পারে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারী সিদ্ধান্ত ক্ষতির i কারণ হবে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে । মীন : স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করতে বিশেষ সুযোগ। চাকরিজীবিরা অতিরিক্ত মানসিক চাপের ফলে দশ্চিন্তায় দিনটি কাটবে। বেশি লাভের আশায় বঞ্চিত হওয়ার ় নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার যোগ প্রবল।

গেলেও কিছুটা সমস্যার মধ্যে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে সময় নষ্ট দিয়েই চলতে হবে। কোনো না করাই শ্রেয়।

নানাভাবে সমস্যা বা মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি জাতক-জাতিকার অর্থভাগ্য শুভ। ব্যবসায়ীরা দিনটিতে লাভবান

মানসিক বিপর্যস্ততা ও হতাশা বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে অশান্তি। বিশ্বাসে আঘাত। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ

দিনটিতে না করাই ভালো। বিশেষ করে স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া ও যত্ন নেওয়ার দরকার। ব্যবসায় কোনো প্রলোভন বা অতিরিক্তি লাভেরে জন্য ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকা

ধনু : দিনটিতে কৰ্মক্ষেত্ৰে অশান্তি। 🏈 মানসিক অস্থিরতা। মঙ্গলপ্রদ। আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। নিজের চিস্তাভাবনাকে ফলপ্রস করার কিছুটা সুযোগ এবং সহায়তা পাবেন। ব্যবসায়ীদের পক্ষে দিনটিতে হঠাৎ কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

💳 প্রবোচনায় নিজের পরিকল্পনাকে পরিত্যাগ করাটা ঠিক হবে না। সিংহ: দিনটিতে মানসিক | শরীর স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত শুভ। অস্থিরতা, টেনশন, | আর্থিক দিক থেকেও শুভ। ব্যবসায় নতুন কোনো যোগাযোগ দারা সাফল্য বৃদ্ধি। অহেতুক আবেগ বা উদারতাকে সংযত রাখা

> 🕰 কুম্ভ: পরিশ্রমে বিশেষ সাফল্য আসবে। চাকরিজীবী

ব্যবসায়ীদের আর্থিক দিক শুভ। দিনটিতে | আয় ব্যয়ের সমতায় সামঞ্জস্য থাকবে। তবে ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দিনটিতে পুরনো সমস্যার সুরাহা হবে।

হবে। কর্মক্তে শান্তিবিঘ্নিত হতে পারে।

💻 অপমান অপবাদ ও । যোগ আছে। গুপ্ত শত্ৰু বৃদ্ধি। নানা তুলা: সময়টা ভালোর দিকে বাধা বিম্নের মধ্যে দিয়ে চলতে



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সামনে রাজ্য সভাপতি মুদুল কান্তি ঢালাও অনুপ্রবেশের মাধ্যমে আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন তেজি করেছে এআইডিএসও। বিক্ষোভ সংগঠিত করে।বিক্ষোভে সাংগঠনিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০২০ আগরতলায় এদিন প্রতিবাদ বাতিলের পাশাপাশি প্রথম শ্রেণি কর্মসূচি সংগঠিত হয়। ১-৭ থেকে পাশ-ফেল চালু, শিক্ষার ফেব্রুয়ারি সর্বনাশা জাতীয় সমস্ত স্তবে ফি মক্ব সহ শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিলের দাবিতে অল ইন্ডিয়া ডিএসও'র করার দাবি ওঠে। এদিন সর্বভারতীয় কমিটির পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য সারা ভারত দাবি সপ্তাহের ডাক সভাপতি মৃদুল কাস্তি সরকার দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার বলেন সংগঠনের ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক শিক্ষানীতি-২০২০ শিক্ষায় দেশীয়

সরকার ও রাজ্য সম্পাদক রামপ্রসাদ আচার্যের যৌথ নেতৃত্বে এক ছাত্র প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ যে, জাতীয়

কমিটি আগরতলার সিটি সেন্টারের একচেটিয়া পুঁজি ও বিদেশি পুঁজির আজ রাতের ওযুধের দোকান ইস্টার্ন মেডিকেল হল ৯৪৩৬৪৫৪২৩৮

বেসরকারিকরণ

বাণিজ্যিকীকরণ ঘটাবে যা রামমোহন, বিদ্যাসাগর সহ অতীত যুগের বড মনীষীদের শিক্ষাচিন্তার সম্পর্ণ পরিপন্থী। এতে গরিব, খেটে খাওয়া ঘরের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা পরোপরি বন্ধ হয়ে যাবে। এহেন সর্বনাশা শিক্ষানীতি প্রতিহত করতে সকলস্তরের শিক্ষানুরাগী জনগণকে দূর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার আহান জানানো হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষার বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে প্রচার তেজি করা হয়েছে। এটাও ঘটনা, বর্তমান প্রেক্ষিতে আগরতলা এবং অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন সংগঠন জাতীয় শিক্ষানীতি ইস্যুতে সরব হয়েছে।

নিহতদের পরিজনদের চাকরি চেয়ে ডেপুটেশন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, প্রদান করল বিশ্ব বাঙালি তেলিয়ামুড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি।। জনজাগরণ মঞ্চ। সোমবার মঞ্চের উথপন্থীর আক্রমণে নিহত উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পরিবারগুলিকে সরকারি চাকরি শাসকের নিকট এই দাবি সনদ প্রদান, তেলিয়ামুড়া ১৫নং ওয়ার্ড এবং জামাইবারিকটিলার উগ্রপন্থী ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দেন বিশ্ব আক্রমণের শিকার হয়ে যেসকল বাঙালি জনজাগরণ মঞ্চের পরিবারগুলি নিজের ভিটেমাটি ছাডা হয়েছে প্রত্যেক পরিবারকে ভূমির বন্দোবস্ত করে দেওয়া-সহ পি সাজ্জাদের কাছে এই দাবিসনদ চার দফা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন তু লে দেওয়া হয়। অন্যান্য

প্রদান করা হয়। এদিনের প্রতিষ্ঠাতা নির্মল রুদ্রপাল। তেলিয়ামুড়া মহকুমাশাসক মহম্মদ

দাবিগুলির মধ্যে তেলিয়ামুডা শহরের আবর্জনা দ্রুত পরিষ্কার করে ডাম্পিং স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা, এছাডা নেশাজাতীয় ব্যবসা আটকানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি তোলা হয়। এছাডাও খাসিয়ামঙ্গল এলাকায় যে ডাম্পিং স্টেশন রয়েছে সেটি পুনরায় চালু করার দাবি জানান জনজাগরণ মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা নির্মল রুদ্র পাল।

সরস্বতী পুজোর রাতে স্কুলে ঢুকে ছাত্রদের মারধর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বাজাবে না। এরই মধ্যে পার্শ্বরতী ফটিকরায়, ৭ ফেব্রুয়ারি।। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আরও একটি সরস্বতী পূজার রাতে উত্তপ্ত হয় কুমারঘাট মহকুমার সায়দারপাড স্কুল সংলগ্ন এলাকা। সেই ঘটনার জেরে শেষ পর্যন্ত থানার দ্বারস্থ হয় এলাকার নাগরিকরা। জানা গেছে, ওই রাতে কিছু দুষ্কৃতি স্কুলে ঢুকে তাগুব চালায়। এমনকী ছাত্রদেরও মারধর করে। এই ঘটনায় আহত হন কয়েকজন ছাত্র। আক্রান্ত হন এক ছাত্রের মা'ও। শনিবার রাত ১১টা নাগাদ স্কুলে মাইক বাজানোকে কেন্দ্ৰ করে ঝামেলার সূচনা হয়। বিদ্যালয় পাহারা দেওয়ার জন্য ৫ ছাত্র সেখানেই রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নেয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুমতি নিয়েই তারা বিদ্যালয়ে থেকে যায়। এলাকার কিছ যুবক বিদ্যালয়ে এসে ছাত্রদের ডাকতে থাকতে থাকে দরজা খোলার জন্য। ছাত্রগ দরজা খোলার পর বখাটে যুবকরা তাদেরকে মাইকে গান বাজানো বন্ধ করার কথা বলে। এমনকী তাদেরকে বকাঝকা করে। অভিযোগ, কয়েকজন ছাত্রকে তারা মারধরও করে। অথচ ছাত্ররা বলেছিল তারা আর গান

পুজো আয়োজন ছিল। সেখানে এসে ওই দুষ্কৃতিরা আরও বড় ধুন্ধুমার কাগু ঘটায়। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌছায় যে দই পক্ষের হাতাহাতি হয়। পার্শ্ববর্তী বাড়ির এক মহিলা এসে নেশাগ্রস্ত যুবকদের সেখান থেকে চলে যাওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু যুবকরা অঙ্গনওয়াডি কেন্দ্রের পুজোর সাজসজ্জা নষ্ট করে এবং বিভিন্ন সামগ্রী লুটপাট করে নিয়ে যায়। সোমবার গোটা ঘটনা নিয়ে এলাকায় সালিশি সভা হয়। অভিযোগ, ওই সালিশি সভায় অভিযুক্ত যুবকরা সকলকে অপমানিত করে সেখান থেকে চলে যায়। তাই গ্রামপ্রধান-সহ সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এখন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবেন থানায়। সেই মোতাবেক ফটিকরায় থানায় অভিযোগও দায়ের হয়েছে।



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ৭ ফব্রুয়ারি।। নেশায় বুঁদ একাংশ যুবকরা। এক কথায় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা এখন মাদক সামগ্রীর মুক্তাঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ্যেই চলছে নেশার ব্যবসা। তবে ফিল্মি কায়দায় এক নেশা কারবারিকে হাতেনাতে নেশা সামগ্রী-সহ আটক করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ। তবে তাকে আটক করা সম্ভব হলেও উদ্ধার হয়নি কোন সামগ্রী। কুমারঘাট মহকুমার ফটিকরায়ের অখিল নামে জনৈক ব্যক্তি অনেকদিন ধরেই নেশা সামগ্রীর ব্যবসা চালিয়ে আসছে বলে অভিযোগ। পুলিশের কাছেও তার বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ আছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে নেশা সামগ্রী-সহ আটক করার ছক কষেছিল। শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সেতু সংলগ্ন এলাকায় তাকে আটকও করা হয়। কিন্তু তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়নি

কোন নেশা সামগ্রী। তবে পুলিশ

তার বিরুদ্ধে একটি মামলা

নিয়েছে বলে খবর।

11	4116	, M	শার	~	কর(, o	প্রাৎ	016						
দাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক														
নং	নংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।													
প্রতিটি সারি এবং কলামে ১														
ર	কে	৯	সং	(খ্যা	টি	এব	না	রই						
্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X														
ত ব্লুকেও একবারই ব্যবহার														
চরা যাবে ওই একই নয়টি														
নংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি														
Įſ	ক্ত	এ	বং	ব	দ	দে	ওয়	ার						
		ক	মে	নপূ	াুরণ	কর	যা	র।						
নঃ	ংখা	त १	25	b	् এ	त पॅ	3/0	ব						
2	3	7	_					•1						
	3	1	4	5	9	8	6	1						
9	8	4	1	6	3	7	2	5						
3	1	5	7	8	2	3	4	9						
1	7	9	3	2	8	5	1	6						
5	6	1	9	7	4	2	8	3						
3	2	8	6	1	5	9	7	4						

 1
 9
 3
 2
 4
 7
 6
 5
 8

 8
 4
 2
 5
 3
 6
 1
 9
 7

7 5 6 8 9 1 4 3 2

ক্রমিক সংখ্যা — ৪২৯											
3			6	4			5	8			
9	5	6	8	1	3	7	4	2			
4	8			5							
6	7			9							
5			7			1	2	9			
	9	2	5	8	4	3	6	7			
7		4	9		8		3	6			
			3	7				4			
	3	9			5		7				

বিচারের দাবিতে এক প্রাক্তন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নারায়ণ দেবনাথকে প্রথম তিন সমাজদ্রোহী এলাকায় বুক রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার এক হামলা চালায় মনোজ ছেত্রী, রাজীব প্রাক্তন সৈনিক বিচারের দাবিতে গুড়াং এবং সাধু মালাকার। এখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছে। অভিযোগ এখানেই শেষ নয়। এই ঘটনায় অভিযুক্তরা নিজেদের ভারত বিষয়ে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স মাতার সন্তান বলে দাবিদার, থানায় অভিযোগ জানালেও পুলিশ এলাকায় শাসকদলীয় সমর্থক বলেই নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে। অভিযোগ এনে ভারতীয় দণ্ডবিধির ঘটনা গত ২৫ নভেম্বর ৩২৬ ধারায় মামলা নিয়েই নিজের বৃহস্পতিবার। এই দিন রাজ্যে আগরতলা পুর পরিষদ-সহ অন্যান্য পুর ও নগর পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচনের দিন ছিল। সকাল থেকেই যে রাজনৈতিক সন্ত্রাস শুরু হয়েছিল তারই একটি অংশ ছিল প্রাক্তন আসাম রাইফেলস জওয়ান নারায়ণ দেবনাথের উপর আক্রমণের ঘটনাটি। এই দিন সকালে প্রাতভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন আদালতও এই দাবি মেনে নারায়ণবাবু। আগের দিন এলাকারই একাংশ শাসকদলীয় সমর্থক তার বাড়িতে গিয়ে পরদিন ভোট না দিতে বুঝিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু

শুধমাত্র সাদামাটা মারধরের দায়িত্ব সারতে চাইছিলেন। এতে আপত্তি করে আক্রান্ত নারায়ণ দেবনাথ। রীতিমত মাথা ফাটিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ হত্যার চেষ্টার কোন অভিযোগ নেয়নি। এরপরই উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন নারায়ণবাবু। মামলায় হত্যার অভিযোগ দায়ের করে তদন্ত করার দাবি তুলেন তিনি। পুলিশকে ৩০৭ ধারা মামলা নিয়ে ঘটনার তদস্তের নির্দেশ দেয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে ঘটনার আড়াইমাস পেরিয়ে যাওয়ার পরও জানিয়ে ও

অভিযুক্তরা পলাতক। এদিকে এই নিরাপত্তাহীনতায় ভু গছে নারায়ণবাবুর পরিবার। প্রতিকার পেতে নারায়ণবাবুর ছেলে অতনু দেবনাথ সম্প্রতি বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর নজরে নিতে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে এক চিঠি দিয়েছেন। চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে চিঠি এসেছে। কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিষয়টি সম্প্রতি রাষ্ট্রপতির নজরে নিতে আরেক চিঠি দেওয়া হয়েছে। আলাদা আলাদা ভাবে এই মামলায় বৰ্তমান অবস্থা ও নিগৃহীত নারায়ণ দেবনাথের পরিবারের মানসিক অবস্থা জানিয়ে পুলিশ অ্যাকাউ ন্টিবিলিটি কমিশনেও জানানো হয়েছে। কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহলে অভিযুক্তদের ক্যাপিটাল হত্যার চেষ্টার দায়ে অভিযুক্ত এই গ্রেফতারের কোন উদ্যোগ নিতে

দেখা যায়নি। যদিও নিউ ক্যাপিটাল আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। গালিগালাজ পরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চিতিয়ে ঘুরছে। পুলিশের দাবি কমপ্লেক্স থানা কর্তৃপক্ষ নিজেদের খাকি জামা পরিষ্কার রাখতে সমাজদ্রোহীদের বাড়বাড়ন্তে চূড়ান্ত ইতিমধ্যেই মামলার চার্জশিট তৈরি করে আদালতে জমা করতে চলছেন। প্ৰশ্ন হচছে, একজন আসামিকেও গ্রেফতার না করে মামলার তদস্ত কিভাবে গুটিয়ে নেওয়া সম্ভব হল। এদিকে এলাকাতে অভিযক্ত এই তিন সমাজদ্রোহীদের দাপটে আক্রান্ত পরিবার নতুন কোন ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করছেন। যেখানে নিগৃহীত নারায়ণবাবুকে কোন চক্রান্ত করে আইনি বিবাদে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে বলে সন্দেহ করা হচেছ। এলাকা সূত্রে খবর, অভিযুক্ত এই তিন সমাজদ্রোহী এলাকারই এক মন্ত্রীর ছেলের বিশ্বস্ত অনুগামী। সেই সুবাদে এই তিন সমাজদ্রোহীকে এখনও জালে তোলার সাহস দেখায়নি রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ থানা নিউ

সঠিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস করা

হয় না। সোমবার বিদ্যালয়ের

প্রাথমিক বিভাগে ভালোভাবে ক্লাস

করেননি শিক্ষক-শিক্ষিকারা। স্কুল

ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় ন'টায়। ছাত্র

ছাত্রীরা বাড়িতে

প্রয়াত তুষার কান্তি রায়

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৭

ফেব্রুয়ারি।। সোমবার দুপুরে সিপিআইএম উদয়পুর মহকুমা কমিটির প্রাক্তন সদস্য এবং প্রবীণ শ্রমিক নেতা তুষার কান্তি রায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালে প্রয়াত হন। বার্ধক্যজনিত নানাবিধ শারীরিক সমস্যার কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি বাড়িতেই অবস্থান করছি*লে*ন। সোমবার বুকে ব্যথা অনুভব করার পরে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই তিনি শেষ নিঃ শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তাঁর স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে-সহ পরিজনরা বর্তমান। যাটের দশকে রাজ্যে উত্তাল ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৭৬ সালে সিপিআইএম-এর সদস্যপদ অর্জন করেন। তুষার রায় ১৯৭৯ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত উদয়পুর মহকুমা কমিটির সদস্য ছিলেন। ত্রিপুরায় সিআইটিইউ'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে তুষার রায় ছিলেন অন্যতম। গোড়া থেকেই রাজ্যের মোটর শ্রমিকদের অন্যতম সংগঠন টিএমএসইউকে শক্তিশালী করতে অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। কংগ্রেস শাসনে তুষারবাবুকে তিনবার কারাস্তরালে যেতে হয়েছিল। সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী রায়ের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। এদিকে, বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারও এক বিবৃতিতে শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, তুষার কান্তি রায়ের আকস্মিক প্রয়াণ সংবাদ জেনে আমি স্তম্ভিত! কিন্তু এভাবে এমন সময়ে চলে যাবেন ভাবতে পারিনি। আমি মর্মাহত! উদয়পুর রমেশ হাই স্কুলে পাঠরত অবস্থায় তুষার ছিলেন আমার অন্যতম ছাত্রবন্ধু। উদয়পুরের খাদ্য আন্দোলনের সময়, ফরেস্ট জুলুম বিরোধী আন্দোলনের সময় তুষার হয়ে উঠেছিলেন আমার অন্যতম ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহপাঠী। এ এক সুদীর্ঘ রাজনৈতিক বন্ধন। নীতি-আদর্শের প্রশ্নে সহমতের ভিত্তিতে অবিস্মরণীয় সহযোদ্ধার পথচলা। বিশ্বাস করতে মন চাইছে না যে তুষার আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। প্রথমে ছাত্র আন্দোলন এবং পরবতীতে শ্রমিক আন্দোলন-সংগ্রাম সংগঠনে অকৃত্রিম সাহসী সংগ্রামী ভূমিকা ও আন্তরিক সংগঠক হিসাবে নিজের সততা, নিষ্ঠা এবং কর্মদক্ষতার মধ্য দিয়েই উদয়পুর পার্টির বিভাগীয় নেতৃত্বে স্থান করে নিয়েছিলেন। স্থান করে নিয়েছেন শ্রমিক আন্দোলনের রাজ্য নেতৃত্বে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ ফেব্রুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন রাজ্যকে নেশামুক্ত করতে। তবে শুনতে অবাক হলেও একাংশ নেতার আস্ফালনে পুলিশ নেশা বিরোধী অভিযান সংগঠিত করতে পারছে না। তারই প্রমাণ মিললো সিপাহিজলা জেলায়। যদিও চাকরির ভয়ে পুলিশ আধিকারিকরা নেতাদের কথাতেই মজে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। কেননা পুলিশ আধিকারিকদের চাকরি এখন নেতাদের হাতের মুঠোয়। অন্তত

গারদে মৃণাল, চাপে পুলিশ!

টাকারজলা থানার পুলিশ সাহস দেখিয়ে এক কুখ্যাত নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করেও বিপদে পড়েছে বলে খবর। সেই অভিযুক্ত এখন বিচার বিভাগীয় হেপাজতে আছে। স্থানীয় এক নেতার কল্যাণে দুই থানার পুলিশ সঠিকভাবে নেশা বিরোধী অভিযান সংগঠিত করতে পারছে না বলে অভিযোগ। অথচ সেই নেতা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মঞ্চে ভাষণ রাখতে গিয়ে নেশামুক্ত রাজ্য গড়ার কথা বলেন। নেতাদের সাহায্য ছাড়া নেশার ব্যবসা যে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয় তা সবাই জানেন। টাকারজলা থানাধীন নবশান্তিগঞ্জ বাজার, পাথালিয়াবাড়ি, শান্তিরবাজার, গোলাঘাটি, টাকারজলা-সহ বিভিন্ন এলাকায় নেশা সামগ্রী বিক্রির ধুম পড়েছে। নবশান্তিগঞ্জের মূণাল হোসেন, পাথালিয়াবাড়ির অভিজিৎ এবং নান্টুর কাছ থেকে যুবকরা নেশা সামগ্রী সংগ্রহ করে থাকে। অভিযোগ, স্থানীয়



নেশা কারবারিরা বুক ফুলিয়ে যুব সমাজকে ধ্বংস করছে। যদি তাদের সাথে নেতার কোন হাত না থাকে তাহলে কেনই বা মৃণালকে গ্রেফতার করার পরও তাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য তিনি ফোন করেছিলেন? এলাকা সূত্রে খবর, মূণাল হোসেন তার ছেলেকে সাথে নিয়ে নেশার কারবার চালায়। টাকারজলা থানার পুলিশ সেই খবর পেয়ে গত ডিসেম্বর মাসে মৃণাল'র বাড়ির সামনে গিয়ে নেশা সামগ্রী বিক্রির বিষয়টি ধরে ফেলে। তখন পুলিশকে দেখে মৃণাল পালিয়ে গেলেও তার ছেলে অন্তর হোসেনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরে অবশ্য অভিযুক্ত অন্তর্বতী জামিনে ছাড়া পেয়ে যায়। এতদিন পর্যন্ত মৃণাল পলাতক ছিল। তবে গোপন খবরের ভিত্তিতে শনিবার রাতে টাকারজলা থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। এরপরই নাকি শুরু হয় নেতাদের একের পর এক ফোন আসা। তাদের একটাই কথা, মৃণালকে ছেড়ে দিতে হবে। অথচ এলাকাবাসী মৃণালকে গাছের সাথে বেঁধে ধোলাই দিয়েছে। সেই জায়গায় পুলিশকে চাপ দিয়েও মৃণালকে ছাড়াতে পারেনি ওই নেতা। রবিবার অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করা হলে জেলহাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সোমবার পুনরায় তাকে আদালতে পেশ করা হলে ৯ দিনের জন্য জেলহাজত মঞ্জুর হয়। সরকারি আইনজীবী জ্যোতিপ্রকাশ সাহা জানান, পুলিশ জেলে গিয়ে অভিযুক্তকে জেরা করতে পারবে। এখন অপেক্ষা নান্টু এবং অভিজিৎ-কে কবে পুলিশ জালে তুলতে সক্ষম হয়। আর তাদের সাথে জড়িত নেতাদের বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কিনা সেটাই দেখার।

মাফিয়াদের স্পাট ভিজিট আধিকারিকদের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি

তেলিয়ামুড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি।। মাফিয়াদের চাপে বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে আছে। যে ঠিকেদারকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তিনি দাবি করেছিলেন মাফিয়ারা তাকে কাজ বন্ধ রাখার হঁশিয়ারি দিয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে মাফিয়ারা পরবতী সময় দাবি করেন কাজের গুণমান সঠিক নয় বলেই তারা বাধা দিয়েছেন। এদিকে, সোমবার সেই কাজের জায়গায় ছুটে আসেন আধিকারিকদের এক প্রতিনিধি দল। চাকমাঘাট মেথারাইবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে নির্মাণ কাজ কতটা সঠিকভাবে হচ্ছে তা যাচাই করতে আধিকারিকরা পরিদর্শন করেন। তারা সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানান, যে ইট এবং চিপস্ নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল সেগুলো নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে না। তবে কিছু ইটের গুণমান যে ভালো নয় তাও তারা স্বীকার করেছেন। এদিন থামোন্ময়ন দফতরের এসই ক্ষু দিরাম দেববর্মার নেতৃত্ব প্রতিনিধি দলটি নির্মাণস্থল পরিদিশনি করনে। এখন প্রশ্ন উঠছে, যখন কাজ বন্ধ হয়েছিল ওই সময় আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে আসেননি কেন? এই কাজ নিয়ে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ উত্থাপিত হলেও তারা এতদিন কোথায় ছিলেন? এলাকায় কান পাতলে শোনা যায় গোটা কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে একাংশ নিগো মাফিয়া এবং দালালরা নগদ নারায়ণের জন্য বিভিন্ন ধরনের কারসাজি চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এর পেছনেও লুকিয়ে আছে রাজনীতি। কারণ, নিগো বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এখন দুটি গোষ্ঠীর লড়াই চলছে। একটি গোষ্ঠী সভাপতির এবং অপরটি সম্পাদকের। তাদের উপর আবার দু'জন রয়েছেন যারা সবকিছু'র কাঠি নাড়ছেন। এখন প্রশ্ন, আধিকারিকদের হঠাৎ এই পরিদর্শনের পেছনেও কোন রাজনৈতিক কারণ

মহকুমাশাসক অফিসে ডাম্পিং স্টেশন!

পরদিন প্রাতভ্রমণে বেরোতে দেখে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ ফেব্রুয়ারি।। তাহলে কি মহকুমাশাসক অফিসকেই ডাম্পিং স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে? যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে সেই অফিস চত্ত্বরে গাড়ি গাড়ি আবর্জনা ফেলা হচ্ছে কেন? বিশালগড় মহকুমাশাসক অফিসের ভেতরে একের পর এক গাড়ি করে আবর্জনা ফেলার ঘটনা দেখে সবাই হতবাক। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, কর্মচারীরা সবকিছু দেখেও সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলছেন না। কারণ তাদের ভয় যদি কর্তা রেগে যান তাহলে তাদের বিপদ হতে পারে। কর্মচারীদের প্রশ্ন অফিসের ভেতরে আবর্জনা ফেললে তারা কাজ করবেন কিভাবে ? আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াবে সেটাই স্বাভাবিক। বিশালগড় পুর পরিষদ কর্তৃপক্ষ পর পর দু'বার নেহালচন্দ্র নগর থেকে বিফল হয়ে ফিরে এসেছিল। কারণ সেখানে তারা ডাম্পিং স্টেশন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। স্থানীয় নাগরিকদের বাধার মুখে সেই কাজটি আর হয়নি। তাহলে কি নেহালচন্দ্রনগরে ডাম্পিং স্টেশন গড়ে না তলতে পারায় এখন মহকুমাশাসক অফিস চত্তুরকেই বেছে নেওয়া হয়েছে? বিষয়টি নিয়ে এখনও পর্যন্ত কেউই মুখ খুলেননি। তাই কর্মচারী থেকে সাধারণ মানুষ বিষয়টি নিয়ে খুবই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আছেন। কর্মচারীরা হয়তো এখন মখ বন্ধ রাখলেও দুর্গন্ধ ছড়ালে তারা চুপ থাকবেন না। কারণ, কারোর পক্ষেই দুর্গন্ধে থাকা সম্ভব নয়। সেই কারণেই তো নেহালচন্দ্রনগরের নাগরিকরা ডাম্পিং স্টেশনের বিরোধিতা কেরছেলেন। পুর পরিষদ কর্তৃপক্ষও এখনও পর্যন্ত আবর্জনা ফেলার মত অন্য কোন জায়গা চিহ্নিত করেনি। তাই সবাই ধরে নিয়েছেন এখন থেকে সব আবর্জনা হয়তো মহকুমাশাসক

সময়ের আগে স্কুল ছুটি, নালিশ জানাতে গেলেন অভিভাবকর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, হলো সকাল ৭ টা থেকে দশটা সেই ধান্দায় ব্যস্ত থাকেন। যার ফলে অনেক আগেই স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা দেখা

৭ ফেব্রুয়ারি।। নির্দিষ্ট সময়ের পর্যন্ত।প্রায় সময় প্রাথমিক বিভাগে সমস্ত সরকারি পরিষেবা চালু থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্লাস করলেন বিদ্যালয় পরিদর্শক এর ফাঁকি দেয় বলে অভিযোগ। সাথে। ঘটনা জম্পুইজলা বিদ্যালয় ঠিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠন



পরিদর্শক এর কার্যালয়ে।জানা যায়, জম্পুইজলা আরডি ব্লকের অন্তর্গত সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলটির প্রাথমিক বিভাগ নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণি ছাত্রছাত্রী রয়েছে ২৪৪ জন। গাফিলতির কারণে পঠনপাঠন শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৬ জন। প্রাথমিক বিভাগের ইনচার্জের দায়িত্বে রয়েছেন মণিরাম দেববর্মা। একাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা স্কুলে আসা স্কুলের পঠনপাঠনের সময়সূচি মাত্রই কোন্ সময় বাড়ি ফিরবেন অভিযোগ উঠেছে।

করানো হচ্ছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে। প্রায় সময় শিক্ষক-শিক্ষিকারা বসে আড্ডায় মেতে থাকে। প্রতিনিয়তই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ উঠে পর্যন্ত ইংরেজি বিভাগ চালু হয়েছে। এসেছে। একাংশ শিক্ষক- শিক্ষিকার প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটছে প্রত্যস্ত গ্রামের জনজাতি ছেলেমেয়েদের।

অভিভাবকদের কাছে জানায় সকাল ন'টায় স্কুল ছুটি দিয়ে দিয়েছে। তখন বেশ কয়েকজন অভিভাবক একত্রিত হয়ে জম্পুইজলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এর কার্যালয়ে গিয়ে ওঠেন। বিদ্যালয় পরিদর্শক পঞ্চম মোহন জমাতিয়ার নিকট সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। বিদ্যালয় পরিদর্শক এ বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে নেবেন বলে জানান। যদিও সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলটি জম্পুইজলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন নয়। এই স্কুলের দুপুর বিভাগের প্রধানশিক্ষক স্কুলের সমস্ত বিষয় এবং সমস্ত পরিকাঠামোগত বিষয় দেখভাল করেন বলে বিদ্যালয় পরিদর্শক জানিয়ে দেন। এছাড়াও বিদ্যালয়ের নানাহ পরিকাঠামোগত সমস্যা নিয়ে সরব হয় অভিভাবক মহল। স্কলের পানীয় জলের সমস্যা ছাড়াও মিড-ডে-মিলের মান অত্যস্ত নিম্নমানের বলে

বাগান ধ্বংস করলো

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মামলা চলছে। তার ধারণা, হয়তো করতে না আসাতে বাধ্য হয়ে স্পারি বাগান তছনছ করল দুষ্কৃতিরা। ঘটনা পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত পূর্ব রৌয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫নং ওয়ার্ডে। ওই এলাকার বাসিন্দা সুভাষ গোস্বামীর সুপারি বাগান ধারালো অস্ত্রের দ্বারা ধ্বংস করে দেয় বলে অভিযোগ। প্রায় ১৬০টির বেশি সুপারি এবং কলাগাছ কেটে ফেলে হয়। বাগান মালিক জানান, গত ৪ ফেব্রুয়ারি বাগানে কাজ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরদিন সকালে গিয়ে দেখতে পান সুপারি বাগানের প্রায় ৮০ শতাংশ গাছ কাটা অবস্থায় পড়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে নিজেকে সামলে রাখতে পারেন নি। এলাকার নির্বাচিত সদস্যদের এ বিষয়ে জানানো হয়। তাদের পরামর্শ মোতাবেক রবিবার পানিসাগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান, ২০২০ সালের ২৯ ডিসেম্বর তার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি পরিবারের সাথে রাস্তা সংক্রান্ত জমির বিবাদকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর সিজেএম কোর্টে

কদমতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। রাতের বা ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের

লুকিয়ে আছে কিনা?



এই ধরনের নাশকতামূলক কাজ। তাই বিষয়টি তদন্তক্রমে খতিয়ে দেখতে তৎকালীন বাদীপক্ষের আট জনের নামে অভিযোগ এনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পানিসাগর থানায়। তবে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও পানিসাগর থানা ঘটনার তদন্ত

বিষয়, এই বিষয়ে পানিসাগর থানা কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।



ালিশের সাথে খেলছে বাহক চো বাইকটি তিন চারদিন আগে চরি এলাকা থেকে চুরি হওয়া তিনটি বিশালগড, ৭ ফেব্রুয়ারি।। যেন হয়ে কিছুদিন আগে রাহুল দাস হয়েছিল। তিনি এডিনগর থানায় বাইক বিশালগড় থানার পুলিশ

চোর-পুলিশের খেলা চলছে। তবে বিশালগড় মহকুমায় বাইক চুরি করার পর পাচারের দিক দিয়ে করিডর হিসাবে পরিণত হয়েছে সেটা সবাই জানে। বিশালগড় মহকুমায় বাইক চুরির ঘটনাও তুলনায় অনেক বেশি। কিছুদিন পর পর বিশালগড়, বিশামগঞ্জ ও মধুপুর থানায় বাইক চুরির অভিযোগ জমা পড়লেও উদ্ধারের অফিস চতুরেই এনে ফেলা হবে। ক্ষিত্রে তেমনা সাফল্য দেখা যায়নি। এয়ারপোর্ট, পূর্ব ও এডিনগর থানা

বিপজ্জনক অবস্থায় সে

অঙ্গেতে রক্ষা পেলেন চালক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চালকও একটা সময় আতঙ্কিত হয়ে কথা অনুযায়ী মানুষের প্রাণ সবার

গিয়ে লরি চালক জানান, সেতুর

দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনদিনে তিনটি বাইক উদ্ধার হয়েছে। হয়তো অনান্য আধিকারিকদের মাথায় হাত পড়েছে। কেননা, এতদিন বিশালগড় মহকুমায় উদ্ধার করতে পারলেন না পুলিশ? গত দুই-তিনদিনে বিশালগড় থানা এলাকায় আরও দুইটি বাইক চুরি হয়। যদিও সেই বাইকগুলি এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে আগরতলা

উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। সাথে শহরের দুই দাগি চোরকেও পুলিশ গ্রেফতার করতে পেরেছে। তাদের বিরুদ্ধে আগে থেকেই বিভিন্ন থানায় লাগাতার বাইক চুরি হলেও কেন মামলা রয়েছে। রবিবার দুপুরে আগরতলার কলেজটিলা থেকে সৌরভ পালের বাইক চুরি হয়েছিল। পূর্ব থানায় মামলা দায়ের করার পর মাত্র দুই থেকে আড়াই ঘন্টার মধ্যে সেই বাইকটি বিশালগড় থানার পুলিশ হরিশনগর চা-বাগান এলাকা থেকে উদ্ধার করেছে। হয়তো সেখানে বসেই চোরের দল বাইকটি পাচারের পরিকল্পনা করছিল। পুলিশকে দেখে চোরেরা পালিয়ে যায়। রাতে পুলিশ বাইকটি মালিক সৌরভ পালের হাতে তুলে দেন। সোমবার বিকেলে বিশালগড়ের এসডিপিও রাহুল দাসের নেতৃত্বে ঘনিয়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রতনগরের গভীর জঙ্গল থেকে

টিআর০১এক্স ৫৯১৫ নম্বরের একটি

বাইক উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে,

এডিনগর থানাধীন মধ্যপাড়ার

জনৈক সৈকত কান্তি দত্তের এই

অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সুত্রের খবর, ঘনিয়ামারার এই জঙ্গলটিতে বাইকটি রাখা হয়েছিল রাতে পাচার করা জন্য। ঠিক এই সময়েই পুলিশ বাইকটি উদ্ধার করেছে। কিন্তু পুলিশ সেই বাইকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসার আগেই বিশালগড়ের টাউন গার্লস স্কুল মাঠের সংকীর্তনের সামনে থেকে জনার্ধন দেবনাথের বাইক চুরি হয়ে যায়। তিনি পরিবার নিয়ে কীর্তনে এসেছিলেন। এসে দেখেন বাইকটি নেই।তারপরই তিনি বিশালগড় থানার দ্বারস্থ হন। রাতে সংবাদ লেখা অবধি সেই বাইকটি উদ্ধারের কোন খবর পাওয়া যায়নি। বিশালগড় মহকুমার কৈয়াঢেপা, কামথানা, কোনাবন, অরবিন্দনগর সেই এলাকার সীমান্ত দিয়েই বাইকগুলি পাচার হয়ে থাকে বলে অভিযোগ। এসডিপিও রাহুল দাস জানান, বাইক চুরির বিরুদ্ধে কড়া নজর দেওয়া হচ্ছে। খবর, সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত কোনাবন, কৈয়াঢেপা সীমান্তে কঠোরভাবে

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-25/EE/RDUD/G/2021-22 DATED-02/02/2022 On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur, Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 22/ 02/2022 for the following work-

1. Providing internal Electrification at Type-II residential Quarter at Chandrapur H S School for ST/SC Hostel Superintendent under Matabari R.D. Block, Udaipur, Gomati District.

2. Providing internal Electrification at Type-II residential Quarter at Noabari H S School for ST/ SHostel Superintendent under Killa R.D. Block, Udaipur, Gomati District. 3. Construction of 3 (three) nos. Modern Yatri Shed near Bagma School Chowmuhani, Agricul-

ture Chowmuhuni, near Bagma Bazar under Killa R.D.Block, Udaipur, Gomati District. 4. Construction of RCC Cross Drain (2m x 5.5m) near the house of Ratan Basi Jamatia at Wanjibasai at Killa ADC village under Killa RD Block.

5. Maintenance of Purba Barabhaiya Steel Foot Bridge over the river of Kachugang near the land of Hiralal Nandi (middle portion to last portion) at Purba Barabhaiya GP under Tepania R.D.Block,

Udaipur, Gomati District.

6. Construction of 4 (four) nos. Modern Yatri Shed namely-Modern Yatri Shed at Matabari Market Complex at Matabari, Udaipur, Gomati District.

Modern Yatri Shed at Uttar Maharani near the house of Anisur Miya under Matabari R.D. Block Udaipur. Gomati District.

Modern Yatri Shed in front of Holakhet Road and opposite to Bankumari temple under Matabari R.D.Block Udaipur, Gomati District. (iv) Modern Yatri Shed at Garjee Bazar under Matabari R.D.Block, Udaipur, Gomati District.

Construction of Pucca Drain near Wangle Mela under Purba Garjeechara VC of Matabari RD Block. 8. Construction of Brick Soling from Moti Ghosh House to Notison Marak House, (Part-1) at Purba Garieechera VC under Matabari RD Block

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by e-mail to rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/- Illegible (Er. T.K. Sarkar) **Executive Engineer R.D Udaipur Division** Gomati District, Tripura.

VACANCY

নজরদারি রাখা হয়েছে।

SPYM is looking to fill up the post of CLW (01 no.) purely on temporary basis as detailed below : Name of the Post : Cluste Link Worker (01 no.) Preferred Working Area : Under Chandipur block. Date & Venue of interview: On 11/02/2022 in SPYM Of fice premises at Kumarghat Vivekananda Choumohani (Near ISKON Mandir). Registration from 11.00 A.M. onwards as or date. Monthly Emoluments: Honorarium Rs. 6050/- & Travel Reimbursement (Rs. 2400/- maximum). Qualification & Requirements: Minimum Class XII passed. Should possess a two wheeler with valid driving license, 1 year working experience in the health social sector & a resident under Chandipur RD block will be

> **Executive Director** SPYM, New Delhi

এলাকায় থাকা লোহার ব্রিজ এখন বিপজ্জনক অবস্থায় আছে। হিমাচলপ্রদেশ থেকে আসা পণ্যবাহী লরি অল্পের জন্য সেতু ভেঙে নিচে গাড়িকে সরিয়ে আনতে পারলেও পড়ে যায়নি। তবে এই ঘটনায় লরির ওই এলাকার মানুষের জন্য সেতুটি

ফটিকরায়, ৭ ফেব্রুয়ারি।। পড়েন। পরবতী সময়

পেঁচারথল থেকে কাঞ্চনপুর সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে

যাওয়ার সড়কের মাঝামাঝি

চাকা ফেটে যায়। যার ফলে লরি

অবস্থা এখন যেরকম হয়ে আছে তাতে যেকোন সময় বিপদ ঘটতে পারে। তিনি কোনরকমভাবে

অবিলম্বে সারাই করা হোক। তার

আগে। যদি মানুষই না থাকে তাহলে কোন কিছুরই মূল্য নেই। সেই কথা মাথায় রেখে যেন প্রশাসন অবিলম্বে সেতু সারাই করে। সেতুর একেবারে সামনের অংশই বিপজ্জনক অবস্থায় আছে। কারণ সামনের অংশের লোহার পাত সম্পূর্ণভাবে ভেঙে গেছে। স্থানীয় লোকজনও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে সেতুর বিপজ্জনক অবস্থা দেখেছেন। এখন প্রশা উঠছে, জাতীয় সড়কের পার্শ্ববর্তী সেতু যদি এই অবস্থায় থাকে তাহলে যানবাহন চলাচল করবে কিভাবে ? একে তো জাতীয় সড়কে যান চলাচল এখন খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ চলায় যানবাহন আসা-যাওয়ায় খুবই কষ্ট হচ্ছে। অন্য রাস্তাও এখন

বিপজ্জনক অবস্থায়।

SPYM reserves the right to reject the whole procedure at any time without assigning any reason. For further queires pls contact 07641820135 / 9402356465

ICA-C-3636-22

জানা এজানা

প্রত্যেক প্রাণের টিকে থাকার জন্য, বেঁচে থাকার জন্য দরকার শক্তি। মোবাইলের স্ক্রিনে যা দেখছি তার জন্য দরকার শক্তি, ফ্যানের নিচে বসে আরাম করছি তার জন্য দরকার শক্তি, রংবেরং'র কাপড় পরে ফ্যাশন করছি তার জন্যও দরকার শক্তি। এমনকি বেঁচে যে আছি তার জন্যও দরকার শক্তি। বেঁচে থাকার জন্য এবং টিকে থাকার জন্য যত শক্তির দরকার হয় তার সবই আসে সূর্যের কাছ থেকে। হয়তো খাবার খেয়ে শক্তি পাচ্ছি কিন্তু সেই শক্তির জোগানদাতা খাবার নয়, সূর্য। হয়তো জলবিদ্যুৎ বা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ থেকে মোবাইল চার্জ করছি, কিন্তু সেই শক্তির জোগানদাতা বিদ্যুৎকেন্দ্ৰ নয়, সূর্য। শুধু এগুলোই নয়, পৃথিবীর প্রায় সব শক্তির পেছনেই আছে সূর্য।

সূর্যের বুকে নিউক্লিয়ার ফিশনের মাধ্যমে অকল্পনীয় পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। সেগুলোর ক্ষুদ্র অংশ বিকিরণের মাধ্যমে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। এই সামান্য শক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য। মোটামুটি পৃথিবীর সব জীব অস্তিত্ববান আছে সূর্যের শক্তিকে ব্যবহার করে। কীভাবে? প্রথমে উদ্ভিদের কথা বিবেচনা করি। উদ্ভিদ নিজেদের খাদ্য তৈরি করে সূর্যের আলো থেকে। সূর্যের আলোর সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং শিকড়ের মাধ্যমে মাটি থেকে শোষণ করা খনিজ পদার্থের বিক্রিয়ায় তৈরি হয় উদ্ভিদের

খাদ্য তৈরি করার এ কাজটি করে

উদ্ভিদের পাতা। পাতার মধ্যে ঘটে যাওয়া প্রক্রিয়াণ্ডলো হাজার হাজার সোলার প্যানেলের সমন্বয়ে তৈরি বিশাল এক ফ্যাক্টরির মতো। সূর্যের শক্তি যেন বেশি বেশি করে ব্যবহার করা যায়, সে জন্য গাছের পাতাগুলো চ্যাপ্টা হয়ে থাকে। চ্যাপ্টা হলে এর ক্ষেত্রফল বাড়ে এবং বেশি জায়গাজুড়ে আলো পড়ে। বেশি আলো পড়ার মানে হলো বেশি পরিমাণ শক্তি তথা খাদ্য উৎপাদন। পাতায় উৎপন্ন হওয়া বিভিন্ন ধরনের খাদ্য (মূলত সুগার) বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় চলে যায় উদ্ভিদের পুরো দেহে। দেহের বিভিন্ন অংশ আবার সুগার থেকে স্টার্চ বা শ্বেতসার তৈরি করে। শক্তি হিসেবে এটি আবার চিনি থেকেও বেশি সুবিধাজনক। এগুলোকে খাদ্য হিসেবে খেয়ে বেঁচে থাকে তাবৎ দুনিয়ার প্রাণী। তৃণভোজী কোনো প্রাণী, যেমন

প্রাণীর দেহে বসবাস করে বেঁচে থাকে, তাদের শক্তির উৎসও মূলত সূর্য। কোনো জীব যখন মারা যায় সেটি মাটিতে বিয়োজিত হয়। কখনো কখনো আবর্জনাভুক প্রাণীরা এদের দেহাবশেষ খেয়ে ফেলে। এমন ধরনের আবর্জনাভুক প্রাণীর উদাহরণ হচ্ছে গোবরে পোকা। ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকও মৃতদেহকে খেয়ে শেষ করে ফেলতে পারে। এখানেও সেই আগের কথা, শক্তির মূল উৎস হচ্ছে সূর্য। জ্বালানির জন্য আমরা কাঠ বা কয়লা বা তেল ব্যবহার করি।

এদের সবগুলোর পেছনে জোগানদাতা হিসেবে আছে সূর্য। গাছ তো সরাসরি সূর্যের শক্তিকে ব্যবহার করেই বেডে ওঠে বা কাষ্ঠল হয়। মাঝে মাঝে কিছু গাছ ও গাছজাতীয় বস্তু খনিজ কয়লায় রূপান্তরিত হয়। এগুলোও জ্বালানি হিসেবে দারুণ। এখানেও মূল শক্তি সূর্য। একই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় জ্বালানি তেল (জীবাশ্ম জ্বালানি)। এই তেল ব্যবহার করেই আজকালকার গাড়ি—ঘোড়া ও নানা মোটর চলে। এগুলোর ওপর ভর করেই দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা। এখানেও শক্তির প্রাথমিক উৎস সূর্য। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি গ্যাসের রাসায়নিক শক্তিকে ব্যবহার করে আর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জলের সঞ্চিত শক্তিকে (বিভব শক্তি) ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এখানেও মূল শক্তির উৎস হিসেবে আছে সূর্য। তেলের মতো করেই সূর্যের শক্তি সঞ্চয় করে জ্বালানি গ্যাস তৈরি হয়। তা না হয় ঠিক আছে। কিন্তু জলের সঞ্চিত শক্তিতে সূর্য আসে কীভাবে ? জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে মূলত জলকে বাঁধ দিয়ে আটকে ওপর থেকে নিচে ফেলা হয়। ওপর থেকে কোনো কিছু নিচে পডলে মহাকর্ষের টানে তার মাঝে গতিশক্তি তৈরি হয় তা থেকে বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাত করে বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করা হয়। এখন প্রশ্ন হলো— জলকে ওপরে নিচ্ছে কে ? জল ওপরে না উঠলে তো আর আমরা এই শক্তি পেতাম

জলকে ওপরে নিচ্ছে মূলত সূর্য। জলচক্র নামে অত্যন্ত চমৎকার একটি পদ্ধতিতে জলকে বাপ্পে রূপান্তরিত করে বাতাসে ভাসিয়ে ওপরে নিয়ে যায় সূর্য। সেগুলো বৃষ্টি হিসেবে ঝরে পড়ে উঁচু অঞ্চলে। সেগুলো নদী বেয়ে নিচে নেমে আসে ধীরে ধীরে। পথে মানুষের কেউ কেউ বাঁধ



হরিণ বা খরগোশ, যখন কোনো উদ্ভিদকে খায়, তখন উদ্ভিদের শক্তিগুলোও তাদের দেহে যায়। শক্তিগুলো কাজে লাগে খাদ্য সংগ্রহ করা, সঙ্গীর সঙ্গে মিলন করা, বিপদে দৌড় দেওয়া, অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা ইত্যাদিতে। উদ্ভিদ থেকে সংগ্ৰহ করলেও এই শক্তিগুলোর আদি বা মূল উৎস হচ্ছে সূর্য। মাংসভোজী প্রাণীরা আবার তৃণভোজী প্রাণীদের খায়। ফলে এখানেও তৃণভোজী প্রাণীর শক্তি স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসছে মাংসভোজী প্রাণীতে। এই শক্তিকেও মাংসভোজী প্রাণীরা বিবাদ, দৌড়, মিলন, গাছে চড়া ইত্যাদি কাজে লাগায়। যদিও কয়েকটা অতিরিক্ত ধাপ পার হয়ে আসছে; কিন্তু এখানেও শক্তির মূল উৎস হিসেবে থাকছে

যেসব ক্ষুদ্র প্রাণী মাংসভোজী

দিয়ে কিছুটা সঞ্চিত শক্তি নিজেদের কাজে ব্যবহার করে

বলতে থাকলে বলা শেষ হবে না। চারপাশের যেদিকেই তাকাই না কেন সবকিছুতেই আছে সুর্যের হাত। মাটি, জল, পাতা, লতা, কাঠ, কয়লা, তেল, কাগজ, কাপড়, ফার্নিচার, হিটার, ফ্যান ইত্যাদি সবকিছুতেই দেখতে পাব সূর্যের অবদান, সূর্যের উপস্থিতি। পৃথিবীতে বসবাসের প্রতিটি মিনিটে আমরা সূর্যের কাছে ঋণী শুধু আমরা নই, পৃথিবীর সব প্রাণই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সূর্যের কাছে ঋণী। সূর্য যে আমাদের এত কিছু দিচ্ছে, খাইয়ে—পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখছে, আমাদের উচিত সূর্যকে নিয়ে আরও আরও গবেষণা করা। সূর্যের রহস্যকে ভেদ করা,

সূর্য থেকে আরও আরও শক্তি এরপর দুইয়ের পাতায়



হিজাব পরিহিতাদের ক্লাস করতে বারণ করার ঘটনায় উত্তাল শিক্ষাঙ্গন। তারই প্রতিবাদে শ্লোগান উঠলো হিজাব আমাদের অধিকার। আমাদের অধিকার কেউ খর্ব করতে পারবে না। আমাদের পরিচয় আমাদের অধিকার। এই শ্লোগানে মুখরিত হলো কর্নাটকের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিবাদে শামিল হলেন মুসলিম মহিলারা।

ভোটে লড়তে

মৃত ব্যক্তির

অবস্থান বিক্ষোভ

লখনউ, ৭ ফব্রুয়ারি।। আসন্ন

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে

ব্যক্তিও। শুধু এইবারই নয়, গত

বিভিন্ন ধরণের নির্বাচনে অংশ

বারাণসীর এই ব্যক্তি। তবে

সমাজকল্যাণের কোনও লক্ষ্য

নেই তাঁর। ছিতাউনির বাসিন্দা

নিজেকে জীবিত প্রমাণ করতে।

সন্তোষ মুরত সিং চান শুধু

সরকারি রেকর্ড অনুসারে,

২০০৩ সালে মুম্বইয়ে একটি

ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণে তাঁর

মৃত্যু হয়েছিল। তবে সস্তোষের

দাবি, তাঁর আত্মীয়রা জালিয়াতি

করে তাঁর ওই মৃত্যুর শংসাপত্র

তৈরি করেছে। এ যেন বলিউড

অভিনেতা পঙ্কজ ত্রিপাঠির

ফিল্ম "কাগজ"-এর কাহিনি।

এই কাহিনির সঙ্গে জড়িয়েও

আছে এক বলিউড অভিনেতার

নাম, নানা পাটেকর। সূত্রপাত

সেই ২০০০ সালে। সম্ভোষ

মুরত সিং জানিয়েছেন, ওই

বছর নানা পাটেকর এক

চলচ্চিত্রের শুটিংয়ের জন্য

ছিতাউনিতে এসেছিলেন। সেই

সময় সত্তোষের সঙ্গে নানা'র

পরিচয় হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে

গিয়েছিলেন। বলি অভিনেতার

বাড়িতে রাঁধুনি হিসাবে কাজ

নিয়েছিলেন। ২০০৩ সালে

মুম্বইয়ের এক ট্রেনে বোমা

বিস্ফোরণে ১০ জনের মৃত্যু

হয়েছিল। সেই সময়ই তাঁর

তুতো ভাইরা তাঁর বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্র করেছিল বলে দাবি

বিস্ফোরণে মারা গিয়েছেন

উত্তরপ্রদেশের রাজস্ব বিভাগ

সংশাপত্র তৈরি করিয়েছিল।

তাদের নজর ছিল, সস্তোষের

নামে থাকা ১২ একর জমির

পাওয়ার পরই, সন্তোষের

তুতো ভাইরা ওই জমি বিক্রি

করে দিয়েছিল। ২০০৪ সালে

জানতে পেরেছিলেন। তারপর,

গ্রামে ফিরে তিনি বিষয়টি

বিভিন্ন সরকারি দফতরে

ছোটাছুটি করেছেন, কিন্তু

কোনওভাবেই নিজেকে তিনি

জীবিত প্রমাণ করতে পারেননি।

২০১২ সাল থেকে তিনি বরাবর

দিল্লির যন্তর মন্তরে অবস্থান

কাজ হয়নি। সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ

হওয়ার পর, বিরক্ত সম্বেষ ঠিক

করেছিলেন তিনি নির্বাচনে

করেছেন। একবার ১৪ দিনের

জন্য জেলও খেটেছেন।কিন্তু তাঁর

প্রতিদ্বন্দ্বিতা বরুবেন। নির্বাচনে জিতে

নিজেকে জীবিত প্রমাণ করবেন।

কোনও লাভ হয়নি।

উপরে। মৃত্যুর শংসাপত্র হাতে

থেকে তাঁর মৃত্যুর জাল

বলে, ষড়যন্ত্রকারীরা

সস্তোষের। তিনি মুম্বইয়ে ওই

সন্তোষ মুম্বই চলে

ভোটে দাঁড়াচ্ছেন এক মৃত

১৯ বছর ধরেই রাষ্ট্রপতি

নির্বাচন থেকে শুরু করে

নেওয়ার চেষ্টা করেন

রাজনীতি করার বা

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি।। শেয়ার বাজারে ফের বড় ধস। এক ধাক্কায় ১৩০০ পয়েন্ট পড়লো শেয়ার বাজার। বাজেট অধিবেশনের পর এই প্রথম শেয়ার বাজারে এত বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। শুধু শেয়ার বাজারে নয় ধাক্কা এসেছে নিফটিতেও। একাধিক বড় কোম্পানির শেয়ারের দাম পড়েছে। সকাল থেকেই ভালই চলছিল শেয়ার বাজার। দিনের মাঝামাঝি থেকেই প্রভাব পড়তে শুরু করে দালাল স্ট্রিটে। বাজেট অধিবেশনের পর মোটের উপরে চাঙ্গাই ছিল শেয়ার বাজার। দালাল স্ট্রিটে খূশির হাওয়াই বইছিল। কিন্তু সেটা বেশিদিন আর স্থায়ী হল না। এক সপ্তাহের মধ্যেই ফের ধাক্কা শেয়ার বাজারে। দুপুরের পর থেকে একের পর এক বড় কোম্পানির শেয়ারের দাম পড়তে শুরু করে। লার্সেন টুবরো, হিন্দুস্তান ইউনিলিভার, আইটিসি, ভারতী এয়ারটেলের মত একাধিক বড় কোম্পানির শেয়ার দুপুর দেড়টার পর থেকে পড়তে শুরু করেছিল। অন্যদিকে নিফটিতেই প্রভাব পড়তে শুরু করে। সকাল থেকে ভালই ছিল নিফটি। ৩৩৩ পয়েন্ট কমে গিয়েছে নিফটি। ১৭,১৮৩-তে নেমে এসেছে নিফটি। শেয়ার বাজারে পতনে সবচেয়ে বেশি ধাকা খেয়েছে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক। ৩.৫ শতাংশ নীচে যাচ্ছে এই সংস্থার শেয়ারের দর। এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক ছাড়াও সবচেয়ে বেশি ধাকা খেয়েছে আইসিআইসি ব্যাঙ্ক, ইনফোসিস, কোটা মহিন্দ্রা, রিলায়েন্স সহ একাধিক নামিদামি সংস্থা। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে খুব একটা ভাল অবস্থায় নেই শেয়ার বাজার। রক্তক্ষরণ সাময়িক বন্ধ কলেও ভেতরে ভেতরে ক্ষত রয়েই যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই শুরু হয়ে যাচ্ছে রক্তক্ষরণ। যদিও বাজেট অধিবেশনের দিন ভালই ছিল শেয়ার বাজারের অবস্থা। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দেশের জিডিপি বৃদ্ধি ৯.২ শতাংশ দেখিয়েছিলেন। সেটা পরের বছরে ৮-৮.২ শতাংশ হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সুকৌশলী একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। যদিও বিরোধীরা বার বারই মোদি সরকারের এই বাজেটকে অক্ত সারশূন্য বা ফোঁপড়া বাজেট বলেই কটাক্ষ করেছেন। রাহুল গান্ধী থেকে শুরু করে দেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম সকলেই অভিযোগ করেছেন, ধনীদের কথা মাথায় রেখেই মোদি সরকার বাজেট করেছেন। আম জনতার জন্য বাজেট পেশ করেননি তিনি। আয়কর ছাড়েও নতুন কোনও ঘোষণা করা হয়নি। দেশে ৫জি প্রকল্প চালু হবে চলতি বছরেই বলে ঘোষণা করেছেন নির্মলা সীতারামণ সেকারণেই মোবাইলের দাম কমানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিরোধীরা।

অঙ্গচ্ছেদন প্রথা মহিলার মর্যাদার অবমাননা, অবিলম্বে বন্ধ হোক: পোপ ফ্রান্সিস

সুখানুভূতির প্রত্যঙ্গ কেটে দেওয়ার প্রথা যুগ যুগান্তর ধরে চলছে বিভিন্ন দেশে। অবিলম্বে প্রাচীন এই প্রথা বন্ধ হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করলেন পোপ ফ্রান্সিস। রবিবার ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে একটি সভায় পোপ বলেন, ''ফিমেল জেনিটাল মিউটেলেশন' (লিঙ্গচ্ছেদ) এবং মহিলা পাচার তাঁদের সম্মানের পক্ষে অবমাননাকর।" তিনি জানান, মহিলা সম্মান বিরোধী প্রথা ও কাজকর্ম করে এক শ্রেণির মানুষ অর্থ উপার্জন করছেন। প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ৩০ লক্ষ মহিলাকে এই প্রথার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যা তাঁদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। তাই এই প্রথা বন্ধে ব্যবস্থা নিক সরকার। উল্লেখ্য, দুনিয়ার বেশ কিছু দেশে কয়েকটি ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে 'ফিমেল মিউ টিলেশন' জেনিটাল (এফজিএম) বা 'খাতনা'র রীতি প্রচলিত রয়েছে। কম বয়স প্রতিবাদের ক্ষমতা তৈরি হওয়ার আগে 'ক্লিটরিস' বা যৌন সুখানুভূতির প্রত্যঙ্গটি কেটে দেওয়া হয়। গান্ধিয়া, সোমালিয়া, ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশের মেয়েরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই প্রথার বিরুদ্ধে। এ নিয়ে ক্রমাগত সরব হচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের বক্তব্য,

ওয়াশিংটন, ৭ ফেব্রুয়ারি।। ফিমেল এই প্রথার মূলে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক জেনিটাল মিউটিলেশন' সংক্ষেপে মানসিকতা। মহিলাদের কোনও 'এফজিএম'। ভারতে যে প্রথা যৌন অনুভূতি থাকতে নেই, এই পরিচিত 'খাতনা' নামে। বয়ঃসন্ধিতে মানসিকতা থেকেই 'খাতনা'র চল। মেয়েদের 'ক্লিটরিস' বা যৌন ২০১২ সালে রাষ্ট্রপঞ্জ একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। একে 'মানবাধিকার লঙ্ঘন' বলে উল্লেখ করে তারা। রবিবার পোপ বলেন, "মহিলা অঙ্গচ্ছেদের এই প্রথা এখনও বহু দেশে প্রচলিত। এটা দুর্ভাগ্যজনক। মহিলাদের সম্মান, শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি অবমাননাকর এই প্রথা। 'ফিমেল জেনিটাল মিউটেলেশন'-এর জন্য প্রতি বছর লাখ লাখ মহিলা জটিল অসুখে ভোগেন। যন্ত্রণা, ভয়, রক্তক্ষরণ, ঋতুকালীন সমস্যা, সন্তান প্রসবে অক্ষমতার মতো সমস্যা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করছেন তাঁরা। এবার শেষ হোক এই প্রথা।" রাষ্ট্রপুঞ্জের তথ্য বলছে, আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার অন্তত ৩০টি দেশে মহিলা অঙ্গচ্ছেদ প্রথা রয়েছে। শুধু এই প্রথার ফলে চার লক্ষের বেশি মহিলার জীবনে সংকট তৈরি হয়েছে। সেই তথ্য তুলে ধরে এই প্রথা বন্ধ করার ডাক দেন পোপ। তিনি এ-ও বলেন, "রাস্তায় এমন বহু মহিলা আমরা দেখি, যাঁরা স্বাধীন নন। পাচারকারীদের দাসীবৃত্তি করে তাঁদের জীবন কাটছে। প্রতিবাদ করলে জোটে মার, চলে অকথ্য নির্যাতন।" তাই, সমস্ত দেশের প্রধান এবং রাজনৈতিক নেতার কাছে পোপের আর্জি, অঙ্গচ্ছেদ প্রথা ও মহিলা পাচার, দুই-ই বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ করুন তাঁরা।

জেএনইউ-র প্রথম মহিলা উপাচার্য

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি।। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ)-এর প্রথম মহিলা উপাচার্য মনোনীত হলেন শান্তিশ্রী ধুলিপুড়ি পণ্ডিত। তিনি বিদায়ী উপাচার্য এম জগদেশ কুমারের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। শান্তিশ্ৰী বর্তমানে মহারাষ্ট্রের পুণের সাবিত্রীবাই ফুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য পদে রয়েছেন। ১৯৬২ সালের ১৫ জুলাই রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে শান্তিশ্রীর জন্ম। ১৯৮৮ সালে তিনি গোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পেশায় যোগ দেন। তার আগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাওয়ার পর ১৯৮৫ সাল থেকেই জেএনইউ-র 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিভাগে গবেষণা জগতে তাঁর প্রবেশ। নানা বিষয়ে তাঁর গবেষণা পত্র রয়েছে। ভারতের পাশাপাশি বিদেশের বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন তিনি। ১৯৯৩ সালে শান্তিশ্রী পুণে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি 'ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন' (ইউজিসি), 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ' (আইসিএসএসআর) এর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভিজিটর মনোনীত হয়েছেন।

ইউজিসি-র প্রস্তাবে কর্মসংকোচনের আশঙ্কা

<mark>নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি।।</mark> স্নাতক স্তরে শিক্ষক-পডুয়া অনুপাতে বড় বদল আনতে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। একাধিক বিভাগে পড়ুয়ার তুলনায় শিক্ষকের হার বর্তমানের চেয়ে কমানো হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি এ নিয়ে একটি খসড়া প্রস্তাবনা তৈরি করেছে ইউজিসি। সেই প্রস্তাবনায় বিষয়টি রাখা হয়েছে। এর সঙ্গে বিভিন্ন পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। এর ফলে ছাঁটাইয়ের আশঙ্কায় ভূগছেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। যদিও বর্তমানে এই নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও নীতি নেই। ২০০৮ সালে ইউপিএ সরকারের আমলে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ওবিসি-র জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের নীতি চালু হওয়ার পর থেকে শিক্ষক-পড়ুয়া অনুপাত হয় ১:১৮। এই অনুপাতেই সরকারি সিলমোহর পড়ে। তারপর থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-পড়ুয়ার এই অনুপাত চলে আসছে। কিন্তু এবার তাতে বদল আনতে চলেছে ইউজিসি। জানা গিয়েছে, প্রস্তাবনায় সমাজবিদ্যায় শিক্ষক-পড়ুয়ার হার ১:৩০, বিজ্ঞানে ১:২৫ এবং বাণিজ্য বিভাগ এবং অন্যান্য বৃত্তিমূলক বিভাগে ১:৩০ করা হবে। এই নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি ও জড়িত ব্যক্তিদের মতামত চাওয়া হয়েছে। ১১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই মত জানাতে হবে বলে ইউজিসি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। তবে এই বদলকে কেন্দ্র করে ছাঁটাইয়ের সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে শিক্ষক সংগঠনগুলি। তাদের অভিযোগ, এর ফলে খরচ কমাতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটবে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠনের মত, "এর ফলে ব্যাপক হারে শিক্ষক ছাঁটাই শুরু হবে এবং কমবে শিক্ষার মান।" খসড়া নীতিতে গণমাধ্যম, ফার্মেসির জন্য শিক্ষক-পড়ুয়া অনুপাত ১:১৫, স্থাপত্য এবং ডিজাইন কোর্সের জন্য ১:১০। খসড়া প্রস্তাবটিতে বৃত্তিমুখী পাঠক্রমের জন্য, পেশা বা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের চুক্তিভিত্তিক বা অতিথি অধ্যাপক হিসাবে নেওয়া হবে। যা প্রতিষ্ঠানের মোট ফ্যাকাল্টির ৫০ শতাংশ হবে। যুক্তি হিসাবে বলা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যে ব্যবধান কমানোর জন্য এই প্রস্তাব রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সরাসরি পেশা বা শিল্পের ব্যক্তিরা যদি পড়ান তবে পঠনপাঠন অনেক বেশী কর্মসংস্থানমুখী হবে। তবে শিক্ষক সংগঠনের বক্তব্য, এর অর্থ পড়ানোর চাপও বাড়বে, তেমনই চাকরিও হবে অস্থায়ী। ফলে অনিশ্চিত হবে শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ।



হিন্দি বলয়ে স্বাগত মমতাকে। উত্তরপ্রদেশের ভোট প্রচারে অখিলেশ যাদবের সঙ্গে মমতা ব্যানার্জী।

স্পটনিক লাইটকে ছাড়পত্ৰ

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি।। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে টিকাকরণই মূল হাতিয়ার, এমনটাই শুরু থেকে সিঙ্গল ডোজ স্পুটানক লাহটকে ছাড পত্র দিল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য টুইট করে খবরটি জানিয়েছেন। দেশে করোনা আপাতত জরুরি ভিত্তিতেই এটি ব্যবহার করা যাবে। রবিবার টুইটারে সংস্থার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে,

জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, অতিমারিকালে এখনও পর্যন্ত ২৯টি দেশে এই ভ্যাকসিনটি ছাড়পত্ৰ জানিয়েছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। পেয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, ডাঃ তাঁরা আরও জানাচ্ছে, ৬ মাস আগে করোনা পরিস্থিতির বিরুদ্ধে রেডিজ ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত এই ভ্যাকসিন নেওয়া থাকলে, মোকাবিলা করতে জরুরি ভিত্তিতে হয়েছে স্পুটনিক লাইট ভ্যাকসিন। করোনা সংক্রমণ রুখতে ১০০ সম্প্রাত ড্রাগস কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার কাছে করোনার ভ্যাকসিন। দেশে ওমিক্রন-ঢেউ বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভ্যাকসিন হিসাবে স্পুটনিক লাইটের রেজিস্টার করার মোকাবিলায় এটি নবম ভ্যাকসিন। জন্য প্রস্তাব জমা দিয়েছিল এই ওযুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা। ট্রায়ালের পর

ওমিক্রনের বিরুদ্ধে ৭৫ শতাংশ কার্যকরী সিঙ্গল ডোজ স্পুটনিক লাইট ভ্যাকসিন। গবেষণার পর শতাংশ কাজ করতে পারে এহ আছডে পডতেই ১০ জানয়ারি থেকে শুরু হয়েছে বস্টার ডোজ প্রক্রিয়া।এই মুহুর্তে স্বাস্থ্যকর্মী, প্রথম সারির করোনা যোদ্ধা এবং যাটোর্ধ ব্যক্তিরাই বস্টার ডোজ পাবেন।

পোস্ট করেছেন। সেখানে একটি নিউজ বুলেটিনের করছেন অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

লখনউ, ৭ ফেব্রুয়ারি।। আগামী বৃহস্পতিবার একটি স্ক্রিনশ্ট যেখানে প্রধানমন্ত্রীর সফর বাতিল করা উত্তরপ্রদেশে অনুষ্ঠিত হতে চলছে প্রথম দফার নির্বাচন। হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের তাই গোটা দেশ এখন তাকিয়ে সেই হাইভোল্টেজ স্ক্রিনশট। সেখানে বিজনোরে পরিষ্কার আবহাওয়ার ছবি নির্বাচনের দিকেই।নির্বাচনের আগে শেষ মুহুর্তের প্রচার দেখা যাচ্ছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণেই মোদির সারতে তৎপর বিজেপি থেকে সব দল। কিন্তু তাতেই হেলিকপ্টার না ওড়ায় সশরীরে বিজনোরে উপস্থিত হননি বাধ সেধেছে আবহাওয়া। সোমবার উত্তরপ্রদেশের নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু তাই বলে তিনি প্রচার থামিয়ে বিজনোরে দলের হয়ে প্রচারের জন্য যাওয়ার কথা ছিল ্রাখেননি। ভার্চুয়ালি প্রচার করেছেন তিনি। সেই সভা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার থেকেই সমাজবাদী পার্টি এবং তার জোটসঙ্গীদের কারণে সেই সফর বাতিল করেছেন তিনি। আর একাধারে কটাক্ষ করেছেন নমো। উত্তরপ্রদেশে এরপরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করেছেন ''ভাই-ভাতিজার" রাজত্বের দিন শেষ বলে অখিলেশ রাষ্ট্রীয় লোকদলের প্রধান জয়ন্ত চৌধুরী।জানা গিয়েছে, যাদবদের তীব্র নিশানা করেছেন তিনি। পাশাপাশি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টির জোটসঙ্গী 🛮 উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টিকে পরিবারতন্ত্রের খোঁচায় হয়েছে রাষ্ট্রীয় লোকদল। জয়ন্ত চৌধুরীর দাবি, বিদ্ধ করেছেন মোদি।বিজনোরে ৮ টি বিধানসভা আসন উত্তরপ্রদেশে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বিজেপি। তাই সভা রয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি বিজেপির এবং বাকি তিনটি বাতিল করছেন মোদি।পাশাপাশি তাঁর আরো অভিযোগ, সমাজবাদী পার্টির দখলে। বিজনোর জেলাটি পশ্চিম পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে সমস্যায় পড়তে হবে বিজেপিকে। উত্তরপ্রদেশের কাছাকাছি অবস্থিত। এই এলাকার মানুষ এদিন মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে টুইট করে বিজেপিকে একসময় বিজেপির সমর্থক ছিল। কিন্তু কেন্দ্রের কৃষি কটাক্ষ করে রাষ্ট্রীয় লোকদলের প্রধান জয়স্ত চৌধুরী আইন অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। টানা এক লিখেছেন, বিজনোরের আবহাওয়া খুব ভালো। কিন্তু বছর ধরে কেন্দ্র ও কৃষকদের চলা সমস্যা প্রভাব বিজেপির আবহাওয়া খারাপ।তার সঙ্গে তিনি দুটি ছবিও ফেলতে পারে আসন্ধ নির্বাচনে। এর কম মনে

ডায়াবিটিসের ভয় পাচ্ছেন? সমস্যা কমিয়ে দিতে পারে ঘরোয়া এই পদ্ধতি

ডায়াবেটিসের সমস্যা অনেকেরই বাড়ছে। ভবিষ্যতে এটি বহু মানুষের দুরারোগ্য অসুখের কারণ হয়ে দাঁডাবে বলে মনে করছেন অনেকে। ডায়াবেটিসের নানা ওষুধ রয়েছে বাজারে। কিন্তু বেশ কয়েকটি ঘরোয়া উপায়ে এই সমস্যা অনেকটাই কমিয়ে ফেলা যায়। এর একেবারে গোড়াতেই যে

পদ্ধতিটি রয়েছে, সেটির কথা অনেকেই জানেন না। সেটি হল ছোলা ভিজানো জল। ছোলায় নানা ধরনের পুষ্টিগুণ রয়েছে সে কথা অনেকেই জানেন। প্রচুর ভিটামিন, প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ছোলা ঠাসা। কিন্তু ছোলা ভিজানো জলেরও যে অনেক গুণ, তা ক'জন জানেন!

এহেন ছোলা ভিজানো জল খেলে কমে যেতে পারে ডায়াবেটিসের সমস্যা। তার সঙ্গে কমতে পারে আরও বহু সমস্যাই। দেখে নেওয়া যাক ছোলা ভিজানো জলের গুণ: রোজ সকালে খালি পেটে ছোলা ভিজানো জল খেলে কমে যেতে পারে ডায়াবেটিসের সমস্যা। রক্তে শর্করার মাত্রা কমিয়ে দিতে

পারে এই জল। সকালে খালি পেটে এটি খেলে সমস্যা কমবে। ছোলার জলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন রয়েছে। সেই ভিটামিন শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি অনেকটাই বাডিয়ে দেয়। এই জলে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এটি শরীরে জমা দৃষিত পদার্থ সাফ করতে সাহায্য করে।

ফলে ওজন কমে। নিয়মিত

ছোলা ভিজানো জল খেলে

পেটের পরিমাণ অনেকটাই কমে যায়। পেটের সমস্যায় ভুগছেন? পেট পরিষ্কার হচ্ছে না? সেক্ষেত্রে নিয়মিত খেতে পারেন ছোলার জল। সমস্যা অনেকটাই কমে যাবে। কীভাবে বানাবেন এই ছোলার

রাতে দু'মুঠো ছোলা পরিমাণ মতো জলে ভিডিয়ে নিন। সকালে সেই ছোলা ভিজিয়ে রাখা জলটি খেয়ে নিন। যে ছোলা ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল, সেটিও খেয়ে নিতে পারেন। তাতে কোনও অসুবিধা নেই।



পুলিশকে উড়িয়ে দিলো ফরোয়ার্ড ক্লাব

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সহজ জয় দিয়ে প্রাথমিক পর্ব শেষ করলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। চলতি প্রথম ডিভিশন ফুটবলে অন্যতম ফেভারিট হিসাবে খেলতে নেমেছে তারা। টানা তিনটি ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়নের মেজাজে শুরু করেছিল। কিন্তু এরপরই ছন্দপতন। এগিয়ে চল সংঘ এবং লালবাহাদুরের কাছে পর পর হেরে বেশ বেকায়দায় পড়ে যায় তারা। সুপারে যাওয়া নিয়েও একটা ক্ষীণ সংশয় তৈরি হয়। তবে শেষ পর্যন্ত সেই সংশয়কে দূরে সরিয়ে দিয়ে সুপারে জায়গা করে নিয়েছে। আগের ম্যাচে রামকৃষ্ণ ক্লাবের মতো সংঘবদ্ধ দলকে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে ৪-০ গোলে পরাস্ত করেই সূপারের টিকিট কেটে নিয়েছিল ফরোয়ার্ড ক্লাব। সোমবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা পুলিশকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে ১৫ পয়েন্ট পেয়ে প্রাথমিক পর্ব শেষ করলো তারা। অন্যদিকে, মাত্র ৩ পয়েন্ট পেয়ে আসর শেষ করলো ত্রিপুরা পুলিশ। অবনমনের লডাইয়ে এখন তাদের প্রতিদ্বন্ধী জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন।একটা সময় পুলিশ বাহিনী তাদের মনমাতানো ফুটবল দিয়ে দর্শকদের মাতিয়ে রাখতো। খেতাবের লক্ষ্যে দৌড়াতে থাকা দলগুলিকে যখন-তখন হারিয়ে দিতো। জায়েন্ট কিলারের মর্যাদা পেয়েছিল পুলিশ দল। রাজ্যের সেরা সেরা ফুটবলাররা পুলিশ দলকে আলোকিত করে রাখতো। ফলে

রামিজের প্রস্তাব

খারিজ, হচ্ছে না ভারত-

পাকিস্তান সিরিজ

মুম্বাই, ৭ ফেব্রুয়ারি ।। রামিজ



তাদের একটা নিজস্ব সমর্থক গোষ্ঠীও তৈরি হয়। দুর্ভাগ্য, সেই পুরোনো পুলিশ দলের ঝলক এবার আর দেখা গেলো না। অত্যন্ত নিম্নমানের ফুটবল উপহার দিয়েছে পুলিশ দল। ফলে দলটির যদি শেষ পর্যন্ত অবনমন ঘটে তাহলে অবাক হওয়ার মতো কিছু থাকবে না। ২০১২ সালের পর আর ফুটবলার নিয়োগ হয়নি পুলিশ দলে। ওই বছর যাদের নিয়োগ করা হয়েছিল সেই রবীন্দ্র, বাদল-রা এখনও খেলছে। মনে রাখতে হবে তাদের বয়স বেড়ে গেছে ১০ বছর। শুধু তাই নয়, ২০১২-র আগে পুলিশে চাকুরি পাওয়া বিনোদ কিশোর জমাতিয়া,

বিক্রম কিশোর জমাতিয়া-রাও এখনও খেলে চলেছে। স্বভাবতই তারুণ্যের অভাবে গতি মন্থরতায় ভূগছে গোটা দল। রক্ষণ, মাঝমাঠ কিংবা আক্রমণভাগ কোন বিভাগেই বিন্দুমাত্র বোঝাপড়া ছিল না। তাই অন্যান্য বছর বেশ কিছু চমকপ্রদ ম্যাচ উপহার দিলেও এবার পুলিশ বাহিনীর পক্ষে সেটাও সম্ভব হলো না। এদিন শেষ ম্যাচে ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধেও ছন্নছাড়া পুলিশকে দেখা গেলো। উমাকান্ত মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে দাপট দেখিয়ে জয় তুলে নিলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। সুপারে যাওয়া নিশ্চিত হলেও কোনভাবেই ম্যাচটিকে হাক্ষাভাবে নেয়নি তারা।

ফলে শুরু থেকেই গোলের জন্য ঝাঁপায়। যদিও প্রথম গোল পেতে ৪২ মিনিট পর্যস্ত অপেক্ষা করতে হয় ফরোয়ার্ড ক্লাবকে। বিদেশি চিজোবা-র গোলে এগিয়ে যায় তারা। প্রথমার্ধে

১-০ গোলে এগিয়ে থাকা ফরোয়ার্ড ক্লাব ব্যবধান বাড়ানোর লক্ষ্যে দ্বিতীয়ার্মেও আক্রমণাত্মক খেললো। ম্যাচের ৫৩ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করে সুকান্ত জমাতিয়া। ৭০ মিনিটে দলের হয়ে তৃতীয় তথা শেষ গোলটি করে সানা সিং। শেষ পর্যন্ত৩-০ গোলে জয় তুলে নেয় ফরোয়ার্ড ক্লাব। রেফারি বিশ্বজিৎ দাস ত্রিপুরা পুলিশের অমিত দেববর্মা এবং বেঞ্জামিন দেববর্মা-কে

দুরন্ত জাভি, ওড়িশার কাছে হেরে গেল এসসি ইস্ট

রাজার প্রস্তাব খারিজ করে দিলেন বোর্ড সচিব জয় শাহ।আপাতত চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে প্রত্যাবর্তন ভারত-পাকিস্তান সিরিজ হওয়ার ঘটিয়ে ড্র করলেও ওড়িশার বিরুদ্ধে সম্ভাবনা নেই। কয়েকদিন আগেই পারল না তারা। প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের রক্ষণের ভুলে এই ম্যাচে হারতে হল চেয়ারম্যান প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তাদের। মারিয়ো রিভেরার দল হেরে ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া এবং গেল ১-২ ব্যবধানে। গোল করে ইংল্যান্ডকে নিয়ে একটি চার দেশীয় এবং করিয়ে অসাধারণ খেললেন টুর্নামেন্ট চালু করার। এই টুর্নামেন্ট এটিকে মোহনবাগানের প্রাক্তন থেকে যে অর্থ আয় হবে সেটা সদস্য ফুটবলার জাভি।প্রথমার্ধে শুরুর দেশগুলোর মধ্যে ভাগ করে দিকে বেশ কিছু সুযোগ পেয়েছিল দেওয়ার কথা বলেছিলেন। এসসি ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু কোনওটাই ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা আরও কাজে লাগাতে পারেনি তারা। উল্টে বাডাতে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন রক্ষণের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পিসিবি চেয়ারুম্যান রামিজ রাজা। এগিয়ে গেল ওড়িশা এফসি। এই তবে এই প্রস্তাবে রাজি নয় গোলের ক্ষেত্রে পুরোপুরি দায়ী রক্ষণ াবাসাসআই। বোড সাচব জানান, ভাগই। ডান দিক থেকে কাটিয়ে বিপণনের কথা না ভেবে ক্রিকেটের নিয়ে বক্সে উঠে এলেন জাভি। গোল সার্বিক উন্নতিতে নজর দিতে লাইনের কাছাকাছি এসে ডান দিকে হবে জয় শাহ বলেন, "আইপিএল পাস দিলেন জোনাথাসকে। বল দুই উইন্ডো বাডানোর পাশাপাশি আমরা লাল-হলুদ ডিফেন্ডারের মাঝখান আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডারও অনুসরণ দিয়ে গেলেও কেউ আটকাতে করছি। ঘরের মাঠে সিরিজগুলো পারলেন না। ফাঁকা গোলে নিরাপদে আয়োজন করা আমাদের অনায়াসে বল ঠেলে দিলেন লক্ষ্য। পাশাপাশি আমরা টেস্ট জোনাথাস।এরপরেই ম্যাচে ক্রমশ ●এরপর দুইয়ের পাতায়

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি ।। এসসি ইস্টবেঙ্গলের উপরে চাপ দুর্দান্ত প্রতি আক্রমণে গোল পেয়ে বাড়াতে থাকে ওড়িশা। মাঝে মাঝে পাল্টা আক্রমণে উঠে আসছিল ইস্টবেঙ্গলও। ডান দিক থেকে আন্তোনিয়ো পেরোসেভিচ আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সঠিক ফিনিশারের অভাবে গোল হচ্ছিল না। মার্সেলোকে শুরু থেকে নামানো হলেও তিনি মোটেই সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি ৷বিরতির পরেও প্রথম থেকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু এই সময়ে

যায় ইস্টবেঙ্গল। মাঝ মাঠে ক্রাসনিকের মিস পাস ধরে ফেলেছিলেন পর্চে। তিনি ওড়িশা ডিফেন্ডারদের মাথার উপর দিয়ে বল বাড়ান পেরোসেভিচকে। দু'টি টাচের পরেই নীচু শটে বল জালে জড়ান পেরোসেভিচ ৷মনে হচ্ছিল চেন্নাইয়িন ম্যাচের মতোই এই ম্যাচেও প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে জিততে পারে এসসি ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু পরক্ষণেই গোল খেয়ে গেল তারা। ●এরপর দুইয়ের পাতায়



ক্রিকেট, ক্রিকেটার যাক গোল্লায়

রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে টিসিএ ঃ অভিযোগ

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটার জোট আমল ও বাম আমলে টিসিএ দেখেছেন। রাজ্যের অনেক ক্রিকেট সংগঠকও জোট আমলের সাথে সাথে বাম আমলেও টিসিএ-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। টিসিএ-র অনেক ক্লাব কর্তাও জোট আমলের মতো বাম আমলেও টিসিএ-কে কাছে থেকে দেখেছেন। কিন্তু তাদের অতীতের টিসিএ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা তা নাকি রাজ্যের বর্তমান সরকারের আমলে টিসিএ-র বর্তমান কমিটির ২৮-২৯ মাস কোনভাবেই মিলছে না বা তারা মেলাতে পারছেন না। প্রথমতঃ জোট আমল এবং বাম আমলে টিসিএ-তে রাজনৈতিক প্রভাব থাকলেও বর্তমান সময়ের মতো নাকি এতটা নগ্নভাবে রাজনীতি এসে টিসিএ-কে গ্রাস করেনি। অতীতে কোন দিনই নাকি টিসিএ-র অফিস কোন রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক নেতার দলীয় অফিসে পরিণত হয়নি। কিন্তু বর্তমান সময়ে নাকি শাসক দলের দ্বিতীয় সদর দফতরে পরিণত হয়েছে

সমীরণ চক্রবর্তী, অরিন্দম গাঙ্গুলি, সৌরভ দাসগুপ্ত, তাপস দে-রা রাজ্য ক্রিকেটের কাজ করে গেছেন সেই অফিস কক্ষ নাকি এখন শাসক দলের অন্যতম মন্ত্রণাকক্ষ হিসাবে পরিণত হয়েছে। ক্রিকেট মহলের অভিযোগ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাকি টিসিএ-র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অফিস কক্ষে শাসক দলের শীর্ষ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের গোপন বৈঠক বা গোপন এজেন্ডা ঠিক হয়। টিসিএ-র বর্তমান কমিটির ঘনিষ্ঠ হাতে-গোনা যে কয়েকজন সদস্য টিসিএ-তে যান তাদেরও বক্তব্য, আগে টিসিএ-তে এই এরকম ছিল না। ক্রিকেট বা টিসিএ নিয়ে আলোচনার চেয়ে টিসিএ-তে এখন গুরুত্ব বেশি রাজনৈতিক আলোচনা। টিসিএ-র বর্তমান কমিটির ঘনিষ্ঠ এক সদস্য বলেন, অনেক সময় ক্রিকেট বা টিসিএ নিয়ে কথা বলার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওই বিশেষ কক্ষের বাইরে বসতে হয়। সমীরণ চক্রবর্তী বা অরিন্দম গাঙ্গুলি-র সময় আমাদের ওই বিশেষ কক্ষে যেতে

তো লালবাতি জ্বালিয়ে ওই রুমে এখানে ভিড় কম, মিডিয়ার নজর ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজনৈতিক বৈঠক হয়। টিসিএ শুধু যে রাজ্য ক্রিকেটের কবর দিচ্ছে তা নয়, টিসিএ-র যে পরিচালন ব্যবস্থা তাও ভেঙে পড়েছে। এখন টিসিএ-তে কোন কাজে গেলে শীর্ষ কর্তার সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন। জানা গেছে, প্রতিদিনই টিসিএ-র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অফিস কক্ষে শাসক দলের শীর্ষ কর্তার দরবার বসে। সেখানে শাসক দলের নেতারা হাজির হন। ক্রিকেট মহলের অভিযোগ, টিসিএ-র ভাড়া করা গাড়ি, টিসিএ-র অফিস রে ম, টিসিএ-র জল, বিদ্যুৎ, টিসিএ-র টাকায় টিফিন ইত্যাদি দিয়ে এখন শাসক দলের দ্বিতীয় সদর দফতর চলছে টিসিএ-তে। এই প্রসঙ্গে শাসক দলের এক ক্রিকেট সংগঠক বলেন, কৃষ্ণনগর অফিসে ভিড় থাকে ফলে অনেক কথা বা অনেক আলোচনা সম্ভব হয় না। তাই টিসিএ অফিসেই অনেক আলোচনা হয়। অনেকে কৃষ্ণনগর অফিস এড়িয়ে টিসিএ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, টিসিএি।টিসিএ-র যে অফিসে বেসে কোন অনুমতি লাগতা না।এখন অফিসে আসেন কথা বলতে। নেই এবং এখানে কোন নজরদারি নেই। জানা গেছে, শাসক দলের অনেক নেতাই টিসিএ অফিসে এসে বৈঠক করেন। এক্ষেত্রে অভিযোগ, দিন দিন নাকি টিসিএ-তে শাসক দলের নেতাদের ভিড় বাড়ছে। আর এই রাজনৈতিক তৎপরতা যত বৃদ্ধি পাচেছ টিসিএ-তে নাকি ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা বা ক্রিকেটের উন্নয়নের কথা বন্ধ হচছে। এক প্ৰাক্তন ক্রিকেটার বলেন, টিসিএ-র ইতিহাসে হয়তো সবচেয়ে খারাপ দিন ছিল যেদিন বর্তমান কমিটি দায়িত্ব নেয়।ভাবতেও লজ্জা লাগে যে, একটা ক্রিকেট সংস্থার অফিস আজ কোন রাজনৈতিক দলের দ্বিতীয় দলীয় অফিসে পরিণত হয়েছে। তবে রাজ্য ক্রিকেটে যে অন্ধকার যুগ চলছে তা নিশ্চয় শেষ হবে। তারপর নিশ্চয় রাজ্য ক্রিকেটে আবার আলো ফিরে আসবে। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় থাকবো বলে জানান ওই প্রাক্তন ক্রিকেটার।

রাজ্য থেকে ৬ জন আরবিটর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য থেকে আরও ছয়জন জাতীয় আরবিটর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। রাজ্য দাবা সংস্থার পক্ষ থেকে এই ছয়জনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সচিব দীপক সাহা। এই ছয় আরবিটর হলেন—নিৰ্মল দাস, অনুপম ভট্টাচার্য, পান্না আহমেদ, দীপক সাহা, মিঠুন গোপ এবং রতনমণি বণিক।

অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেটের লক্ষ্যে টিসিএ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ ক্লাব ক্রিকেট হবে কি না তা নিশ্চিত নয়। যতদুর খবর, এই বছর ক্লাব ক্রিকেট না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মেয়েদের মতো একটি আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতা হয়তো হতে পারে। যেখানে বড় অঙ্কের পুরস্কার মূল্য ছাড়াও ক্লাবগুলিকে একটা অ্যাপিয়ারেন্স মানিও দেওয়া হবে। তবে আপাতত টিসিএ-র লক্ষ্য অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট সম্পন্ন করা। কারণ অনূধর্ব ১৫ ক্রিকেট সম্পন্ন না করতে পারলে আগামী দিনে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির দল গঠন করা সম্ভব হবে না। গেলো মরশুমে ক্রিকেটারের অভাবে উন্মুক্ত ট্রায়ালের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল টিসিএ-কে। বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি অনুষ্ঠিত হয়নি এই বছর। তবে যদি হতো দল নিয়ে বিশাল সমস্যায় পড়তো টিসিএ। এই কারণেই এই বছর যেভাবেই হোক অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট সম্পন্ন করতে চাইছে তারা। ইতিমধ্যেই সেন্টারগুলিকে নাকি এই মর্মে আভাসও দেওয়া হয়েছে। শুধু সদর নয়, মহকুমাগুলিতেও একযোগে অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু করতে চায় টিসিএ। যতদূর খবর, ২-৩ দিনের মধ্যেই ক্রীড়া

সূচি ঘোষণা করা হবে।

রঞ্জি ট্রফিতে স্থানীয় ক্রিকেটাররাই ভরসা

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ স্থানীয়রা ভালো পারফরম্যান্স করেছে। আসন্ন রঞ্জি ফেব্রুয়ারি ঃ আসন্ন রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটে স্থানীয় ক্রিকেটাররাই দলের ভরসা। বিশেষজ্ঞরা মনে করছে, পেশাদারদের কাছ থেকে এবার বেশি কিছু পাওয়া যাবে না। বস্তুতঃ গত কয়েক বছরে যত পেশাদার ক্রিকেটার এরাজ্যে খেলে গিয়েছে এবারের ক্রিকেটাররা মানের নিরীখে অনেক পিছিয়ে। রাহিল শাহ, সমিত গোয়েল বা কেবি পবন-রা নিজেদের সেরা সময়ে ভালো ক্রিকেট খেলেছিল। তবে বর্তমানে সেই পুরোনো দক্ষতা আর তাদের নেই। এটাই নিয়ম আর এটাই বিজ্ঞান। ২৪ বছর বয়সে যে ক্রিকেট খেলতে পারে একজন ক্রিকেটার ৩৪ বছর বয়সে তা সম্ভব নয়। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, রাহিল শাহ এবং কেবি পবন-রা ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণাও দিয়ে ফেলেছিল। তারপরও কোন এক রহস্যময় কারণে টিসিএ এদেরকেই জামাইআদর করে রাজ্যে নিয়ে এসেছে। শুধু নিয়ে আসাই নয়, এদের মধ্যে একজনকে (কেবি পবন) দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এক আজীবন সদস্য আপশোস করে বলেছেন, এবারের দলটি বেশ ভালো ছিল। এদের সাথে অন্যান্য রাজ্যের সিকে নাইডু খেলা দুইজন ক্রিকেটারকেও যদি পেশাদার হিসাবে নিয়ে আসতো টিসিএ তবে অনেক ভালো ফলাফল হতো। কিন্তু খেলা ছেড়ে দেওয়া পবন, রাহিল-দের নিয়ে এসে ভয়ঙ্কর ভুল করেছে টিসিএ। অবশ্য এই ভুল টিসিএ-র ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত তা নিয়েই ক্রিকেট মহলে চলছে জল্পনা। ঘটনা হলো, এই বছরের দলে যেসব স্থানীয় ক্রিকেটার রয়েছে প্রত্যেকেই বেশ ভালো মানের। বিজয় হাজারে এবং সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতেও সুযোগ পেলেই

ট্রফিতেই ভালো খেলার ক্ষমতা রয়েছে তাদের। ক্রিকেটপ্রেমীরা মনে করছে, রঞ্জি ট্রফিতে ত্রিপুরার ভাগ্য মণিশংকর, বিশাল, রজত, অমিত-দের উপর নির্ভরশীল। এই ক্রিকেটাররা ভালো পারফরম্যান্স করতে পারলে ত্রিপুরার ফলাফলও সম্মানজনক হবে। অন্তত রাহিল ও পবন-দের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। স্থানীয় ক্রিকেটারদের দলে ঢুকতে হলে অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। আর পেশাদার ক্রিকেটাররা নিজেদের বাড়িতে বসে একটি ফোনের মাধ্যমে নিজেদের জায়গা পাকা করে নেয়। বর্তমান কমিটি ক্রমাগত এসব অন্যায় আবদারকে প্রশ্রয় দিয়ে রাজ্য ক্রিকেটের অনেক ক্ষতি করে চলেছে। আসন্ন রঞ্জি ট্রফি এবার ভিন্ন ফরম্যাটে হবে। ৩২টি দলকে ৮টি গ্রুপে রাখা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষে থাকা দল কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছাবে। ত্রিপুরার গ্রুপে রয়েছে পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, সার্ভিসেস। সার্ভিসেস এবং হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফিতে জয়ের নজির রয়েছে ত্রিপুরার। ত্রিপুরার সাথে তাদের শক্তির কোন পার্থক্য নেই। পাঞ্জাব ভালো দল। তবে এক সময় যে রমরমা ছিল সেটা এখন কিছুটা কম। সূতরাং বিশেষজ্ঞরা মনে করছে, এদের বিরুদ্ধে স্থানীয় ক্রিকেটারদের মেলে ধরা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। বিশাল বা অমিত-দের প্রতিভা নিয়ে কোন সংশয় নেই। পেশাদারদের টপকে নিজেদের পারফরম্যান্স গ্রাফকে উঁচুতে তুলে নিয়ে যাওয়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছে স্থানীয় ক্রিকেটাররা। ক্রিকেটপ্রেমীরা আশা করছে, তারা সেই স্যোগটা কাজে লাগাতে পারবে।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, দিতে ভালোবাসেন। একটা ভূল একজন যুগাসচিব তার আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ বা অন্যায় কাজ করেও ঢাক-ঢোল অতিরিক্ত অহঙ্কার যে কোন ব্যক্তির পতন ঘটিয়ে দিতে পারে। আত্মবিশ্বাস থাকা ভালো কিন্তু অতিরিক্তি আত্মবিশ্বাস বিপদ ঘনিয়ে আনে। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়ার অর্থ নিজেকে অন্যদের চেয়ে বড় ভাবা। এই মনোভাবই অহঙ্কার ডেকে আনে। সাময়িকভাবে অহংবোধে মত্ত ব্যক্তি কিছুটা ফায়দা তুলতে পারলেও অচিরেই তার পতন ঘটে। এটাই মনোবিদদের ধারণা। সম্প্রতি রাজ্যের এক স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাতে এই ধরনের কিছু অহংবোধে মত্ত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। যারা নিজেদের সংস্থার চেয়েও উঁচতে জায়গা

পিটিয়ে বলতে থাকেন, অসাধারণ কাজ। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওই ব্যক্তিরা সংশ্লিষ্ট গেমের প্রভৃত ক্ষতি করে চলেছে। যদিও তারা এমনটা মনে করে না। তারা নাকি ওই সংস্থাকে আকাশ ছোঁয়া সাফল্য এনে দিয়েছে। যদিও রাজ্যের ক্রীড়া মহল মনে করে, ঘটনা আসলে উল্টো। কয়েকদিন আগে এই সংস্থার সচিব একটি চিঠি দিয়েছিলেন যুগ্মসচিবকে। মূলতঃ খেলাধুলা কিভাবে শুরু করা যায় এসব নিয়ে আলোচনার জন্যই এই চিঠি দেওয়া হয়। যুগ্মসচিবের উত্তর ছিল, আমি ক্রীড়া সংস্থার অহঙ্কারি ব্যক্তিদের

উধ্বতনকে বলছেন যে, তার কথা শুনতে তিনি বাধ্য নন। এটা কি অতিরিক্ত অহঙ্কার নয়। একটি সংস্থার ক্ষমতা দখল করার পর আগাগোড়া নেতিবাচক ভূমিকা নিয়েছেন। সংশ্লিস্ট গেমের উন্নয়নে ন্যুনতম ভূমিকাও গ্রহণ করতে পারেনি। অথচ সর্বদাই অহঙ্কারে মত্ত। এই অহঙ্কারই তাদের পতন ঘটাবে। শুধু আজকের দিনটা নিয়ে ভাবলেই হয় না। বিশেষজ্ঞরা সব সময় বলে থাকেন আগামীকাল সম্ভাব্য কি কি ঘটতে পারে সেটা মাথায় রেখেই আজকের দিনটা চলা উচিত সবাইকে। দর্ভাগ্য, রাজ্যের এক বহৎ আপনার কথা শুনতে বাধ্য নই। সেই পাঠ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

হ্যারিকেন চিত্রনাট্যের বলি পুলিশ দল

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি. আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ গত কয়েকদিনের ঘটনা পরস্পরা স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিল যে, কিছু একটা লজ্জাজনক ঘটনা ঘটতে চলেছে। এমনিতেই রাজ্য ফুটবল টিমটিম করে চলছে। এই এলইডি-র যুগেও হ্যারিকেনই ভরসা টিএফএ-র। সুতরাং হ্যারিকেন-র আলোয় মাঠের বাইরের জমজমাট খেলা আরও রোমাঞ্চকর হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। ক্লাবগুলি ফুটবল দল চালায় বিপুল অর্থ ব্যয় করে। আবার কোন কোন দল ফাঁকতালে বাজি মারতে চায়। এতে করে তাদের পক্ষে বেঁচে থাকা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়বে। তখনই শুরু হয় হ্যারিকেন-র আলোয় রোমাঞ্চকর খেলা। এমনই এক রোমাঞ্চকর খেলার বলি হলো ত্রিপুরা পুলিশ দল। প্রথম ডিভিশন লিগ থেকে অবনমন ঘটলো তাদের। টিকে গেলো জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন। যদিও তাদের এই টিকে যাওয়ার পদ্ধতি রাজ্যের প্রতিটি ফুটবলপ্রেমী মানুষকে স্তম্ভিত করে দেবে। তবে এটাও মানতে হবে যে, রামকৃষ্ণ ক্লাব এবং জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন শুধু মাঠের মধ্যে খেলতে দক্ষ এমন নয়। মাঠের বাইরের খেলাতেও তারা সমপরিমাণ দক্ষ। কয়েকদিন আগে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের ক্লাবে তালা ঝুলিয়ে দেয় এলাকার ফুটবলপ্রেমীরা। শুধু তাই নয়, তারা ক্লাব সম্পাদকের অপসারণের দাবিতেও পোস্টার ঝুলিয়ে দেয়।ছয় ম্যাচে মাত্র এক পয়েন্ট পেয়ে অবনমনের পথ পরিষ্কার করে নিয়েছিল জুয়েলস। এলাকার ফুটবলপ্রেমীরা নিশ্চিত ছিল তাদের প্রিয় ক্লাবের অবনমন ঘটবে। কিন্তু শেষবেলায় ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ক্লাবকে বাঁচিয়ে দিলেন কর্মকর্তারা। সোমবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ফরোয়ার্ড ক্লাব ৩-০ গোলে পুলিশকে হারানোর পর হ্যারিকেন-র আলোয় এক জমজমাট খেলা শুরু হয়। পুলিশ যদি এদিন জিতে যেতো কিংবা ড্র করতো তাহলে আর এই খেলার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পুলিশ হেরে যেতেই

খেলার ব্যাপারীরা নতুন খেলায় ব্যস্ত

হয়। তারই ফলশ্রুতিতে প্রথম রামকৃষ্ণ ক্লাবের তর্ফ থেকে টিএফএ-কে চিঠি দিয়ে জানানো হয় যে. তাদের পাঁচ-ছয় জন ফটবলার চোটগ্রস্ত। তাদের পক্ষে মঙ্গলবার মাঠে নামা সম্ভব নয়। কয়েকদিন সময় চেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ ক্লাবের কর্মকর্তারা। যথারীতি চিত্রনাট্য অনুযায়ী টিএফএ রামকৃষ্ণ ক্লাবের এই অনুরোধে সাড়া দেয়নি। ফলে আগামীকালের ম্যাচে জুয়েলস যথারীতি মাঠে উপস্থিত থাকরে এবং

ডিভিশনে টিকে গেলো জুয়েলস। পয়েন্ট সাথে ২ গোল। যা তাদের এগিয়েছিল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। প্রথম ডিভিশনে টিকিয়ে রাখবে। একটি নিখুঁত চিত্রনাট্য অনুযায়ী এই রোমাঞ্চকর খেলা অনুষ্ঠিত হলো। পলিশ বাহিনীর কপাল পডলো। তবে তাতে কি ? শহরের এক বনেদি ক্লাব তো বেঁচে গেলো অন্য এক বনেদি ক্লাবের সহায়তায়। অবশ্য অভিজ্ঞজনরা বলছেন, এই ধরনের ঘটনা এরাজ্যে বিরল নয়। প্রতি মরশুমেই এই ধরনের কিছু কিছু ঘটনা ঘটে। ২০১২-তে দ্বিতীয়

ওয়াকওভার পেয়ে যাবে। অর্থাৎ ৩ - ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌয়ে রাজীব সাধন জামাতিয়া-দের নিয়ে গড়া স্পোর্টস স্কল ছিল অসাধারণ দল। শেষ ম্যাচে মাত্র ১ পয়েন্ট পেলেই প্রথম ডিভিশনে উঠে যেতো স্পোর্টস স্কুল। সেই দলটি তুলনায় অনেক দুর্বল দলের কাছে হেরে গিয়ে অন্য এক দলকে প্রথম ডিভিশনে তলে দিয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, ১০ বছর পর সেই খেলা আরও গতিপ্রাপ্ত হয়েছে। টিএফএ এবং দুই ক্লাব এই তিনে মিলে যে

প্রতি বছরেই বরাদ্দ কোটি টাকা

ক্রীড়া দফতরের ক্রীড়া সামগ্রী কেনা নিয়ে সন্দেহ বাড়ছে

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ক্রীড়া দফতরের যে সেন্টার আছে কাগজপত্রে প্রত্যেক অর্থ বছরেই যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতর থেকে কোটি টাকার কাছাকাছি ক্রীড়া সামগ্রী কেনা হয়। রাজ্যে সরকার বদলের পর গত সাড়ে তিন বছরেও কয়েক কোটি টাকার ক্রীড়া সামগ্রী কেনা হয়েছে। জানা গেছে, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের নামে বরাদ্দকৃত টাকার একটা বড় অংশই খরচ করা হয় ক্রীড়া সামগ্রী কেনার জন্য। তবে প্রশ্ন অন্য জায়গায়। গত দুই বছর ধরে রাজ্যের সিংহভাগ স্কুল পিআই শূন্য। ফলে স্কুলে ক্রীড়া সামগ্রী দেওয়ার ঘটনা বা সুযোগ কম। সুতরাং প্রতি বছর যে প্রায় কোটি টাকার ক্রীড়া সামগ্রী কেনা হচ্ছে (কাগজপত্রে) সেই সমস্ত ক্রীড়া সামগ্রী আদতে যাচ্ছে কোথায়? ক্রীড়া দফতর প্রায় দুই শতাধিক কোচিং সেন্টার চালু করেছে। কিন্তু জানা গেছে, অধিকাংশ কোচিং সেন্টারে কোন খেলাধুলাই হয় না। যেখানে খেলাধুলা হয় সেখানে নাকি আবার ক্রীড়া সামগ্রীর দেখা নেই।

সেখানে নাকি অনেক ভেজাল আছে। রাজ্যে সরকার বদলের পর নাকি সংঘপন্থী এক পিআই নেতা (ডিডি নামে পরিচিত) এবং একজন অফিসার (বিডি নামে পরিচিত) যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরে যাবতীয় ক্রীড়া সামগ্রী কেনার আসল কারিগর।ক্রীড়া সামগ্রী কেনার সময় নাকি প্রথম যে স্ক্রিম হয় তা নাকি ক্রীড়া সামগ্রীর 'স্যাম্পল' যাচাইয়ে। যে সমস্ত সংস্থা ক্রীড়া দফতরের টেভারে ক্রীড়া সামগ্রী সাপ্লাই দেওয়ার কাজে অংশগ্রহণ করে তাদের নাকি টেভারের সঙ্গে 'স্যাম্পল' দিতে হয়। আর এই স্যাম্পল থেকেই নাকি শুরু হয় খেলা। অভিযোগ, স্যাম্পল যাচাই করার দায়িত্বে কারা থাকবে তা নাকি ঠিক করেন ডিডি। তার ঘনিষ্ঠ পিআই-রাই বিশেষজ্ঞ হিসাবে স্যাম্পল যাচাইয়ে থাকেন। আর এই স্যাম্পল যাচাইয়ে নাকি আসল ফাঁকির খেলা হয়। অভিযোগ,

প্র**তিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি,** এছাডা অভিযোগ, যুবকল্যাণ ও কোম্পানিগুলির তরফে দেওয়া হয় পরে যখন সামগ্রী সাপ্লাই দেওয়া হয় তখন নাকি তা পাল্টে যায়। যেমন 'এ' কোম্পানির স্যাম্পল হিসাবে 'এ' থেড কোন ক্রীড়া সামগ্রী জমা করলো টেন্ডারের সময়। পরে তারা টেন্ডারে বরাত পেলে 'এ' গ্রেড সামগ্রীর জায়গায় 'বি' গ্রেড সামগ্রী সাপ্লাই করলো। তখন যাদের উপর স্যাম্পল যাচাইয়ের দায়িত্ব তারা নাকি 'বি' গ্লেড-কে 'এ' গ্লেড হিসাবে ছাড়পত্র দিয়ে দেয়। আর এই কাণ্ডে নাকি আসল কারিগর ডিডি এবং বিডি। অভিযোগ, গত কয়েক বছরে নাকি এই ধরনের ঘটনা বেশ কয়েকটি হয়েছে। বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে ক্রীড়া সামগ্রী দেওয়া হলে সেখানেই নাকি ধরা পড়ে যে নিম্নমানের সামগ্রী এগুলি। জানা গেছে, এক্ষেত্রে নাকি বড় অঙ্কের টাকার খেলা হয়। অভিযোগ, বছর বছর প্রায় কোটি টাকার ক্রীড়া সামগ্রী কেনা হলেও সমস্ত ক্রীড়া সামগ্রীর বাস্তবিক অবস্থান নিয়ে সন্দেহ আছে। এখানে নাকি স্টোর কীপারের একটা টেভারের সময় যে স্যাম্পল বড় ভূমিকা রয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, বরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

ছিল। কিভাবে এই যুবক টিএসআর র

অফার পেয়েছেন তা নিয়ে প্রশ্ন

তুলেছেন বঞ্চিত বেকাররা। দ্রুত

চাকরি না পেলে বৃহত্তর আন্দোলন

গড়ে তোলারও কথা বলে গেছেন

এদিন আন্দোলনকারী যুবকরা।

প্রসঙ্গত, টিএসআর-এর অফার

বঞ্চিতরা কয়েকদিন টানা আন্দোলন

করলেও কেউই এখন পর্যন্ত নিয়োগ

প্রক্রিয়া চ্যালেঞ্জ করে মামলা দাখিল

করতে যাননি। সবাই অপেক্ষা

করছেন। তাদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী

বিপ্লব কুমার দেব নাকি ২

হাজারের উপর নিয়োগের কথা

বলেছেন। দুটি ব্যাটেলিয়ন মিলে

১৪০০'র উপর অফার ছাড়া

হয়েছে মাত্র। আরও পোস্ট বাকি।

এগুলিতে যোগ্য সবাইকেই



ররা দুর্নীতি করে টিএসআর-এ অফার দিয়েছে'

কারণেই চাকরির দাবি করছি। আমাদের চাকরি দিতেই হবে। তাদের আরও অভিযোগ, চাকরি প্রাপকদের ফোন করে ডাকানো হচ্ছে। এভাবে ২৮৮জনকে ডাকানো হয়েছে। এরা

সবাই টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন। যারা টাকা দিতে পারেননি এদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এনিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইছেন বঞ্চিতরা। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় অফার বঞ্চিতরা ভরিয়ে দিলেও তারা চাকরিতে দুর্নীতি করার জন্য শুধুমাত্র অফিসারদেরই দোষ দিয়ে গেছেন। দ্রুত তাদের চাকরি না দিলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলেও হুমকি দিয়ে গেছেন এদিন। ধর্না এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে বঞ্চিত বেকাররা নানা ধরনের পোস্টার তুলে ধরেন। এই পোস্টারে একজন বিশেষভাবে সক্ষম এক যুবকের ছবিও

নেওয়ার দাবি তুলছেন বঞ্চিতরা। ড তেজনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ ফেব্রুয়ারি।। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম যুবককে বিনা চিকিৎসায় জিবিপি হাসপাতালে মরতে হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এমনকী হাসপাতালে নার্সরা দেখলেও ডাক্তারের দেখা মিলছে না। নিজেরা চিকিৎসা না করলেও বাইরে রেফার পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না গুরুতর জখম রোগীদের। মূলতঃ এই কারণেই উদয়পুর বাগমায় যান দুর্ঘটনায় জখম সম্রাট দেববর্মা নামে ২০ বছরের যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তার পরিজনরা। এই ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা দেখা দেয় সোমবার জিবিপি হাসপাতালে। দু'দিন আগেই বাগমা এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন সম্রাট দেববর্মা নামে এই যুবক। তাকে প্রথমে উদয়পুর জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া

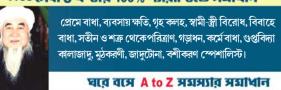


হয় জিবিপি হাসপাতালে। তিনদিন ধরে জিবিপি হাসপাতালেই ভর্তি সম্রাট। প্রথমদিন আনার পরই মাথার সিটিস্ক্যান করা হয়। বলা হয়েছিল ছোট্ট একটি অপারেশন করতে হবে। মাথায় রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। এগুলি বের করতে হবে। বলা হয় শনিবার বিকালে অপারেশন হবে। এজন্য এক স্বাস্থ্য কর্মী এসে মাথার চুলও কেটে যান। কিন্তু অপারেশন হয়নি। নার্সকে জিজ্ঞাসা করা হলে বলা হয় ডাক্তার নেই। গোটা শনিবারও এভাবেই কেটে যায়। প্রত্যেকবারই বলা হয় অপারেশন হবে। কিন্তু অপারশেন আর হয়নি। সম্রাটকে হাসপাতালে নিয়ে আসা বাগমা এলাকার বাসিন্দা দীপক দাস জানান, চিকিৎসা ভালো হলে সম্রাট বেঁচে যেতেন। তার চিকিৎসার জন্য কোনও ডাক্তারকেই হাসপাতালে পাওয়া যায়নি। আমরা রেফার চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনদিন ধরেই একই কথা বলা হয়, রোগী এরপর দুইয়ের পাতায়



<u>जन रेटिया अत्रन छालिख</u>

Free त्रवा 3 घन्টाয় 100% गातान्टिट प्रधापान



যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান



বিশেষ দ্রস্ভব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিক সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

 \leq

মতো যোগ্যতা তার ছিল না। এদিন আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে কিছুই জানানো रशन। তिनि रहरशिष्टलन সুर्रु পদ্ধতিতে টিএসআর-এ নিয়োগ র্য়ালি হোক। এই কারণেই ২০২১ সালের শেষে টিএসআর'র অফার ছাড়া হয়। সরকার কোনওভাবেই দুর্নীতি করেনি। কিন্তু দুর্নীতি করেছে টিএসআর এবং পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসাররাই।তারাই টাকার বিনিময়ে অফার ছেড়েছে। চাকরির তালিকায় উলটপালট করেছেন। যে কারণে আমাদের মতো যোগ্যদের নাম বাদ গেছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা চাকরি পেতাম না। এখন যোগ্যতা থাকার পরও চাকরি পায়নি। এর মূল কারণ চাকরির জন্য দালালি

নদীর পাশে

ঝলসানো দেহ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

তেলিয়ামুড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি।। নদীর

পাশে ৫০ ঊর্ধ্ব মহিলার ঝলসানো

দেহ পাওয়ায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

খুন না আত্মহত্যা তা নিয়ে দ্বন্দে

এলাকাবাসীরাও। পুলিশ এই ঘটনায়

তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। মৃতার নাম

অঞ্জলী কর। তার বাড়ি

তেলিয়ামুড়ার শাস্তিনগর গ্রামে।

এলাকার সুভাষ করের স্ত্রী ৫৫

বছরের অঞ্জলী তার মেয়ের সঙ্গেই

বেশিরভাগ সময় থাকতেন। রবিবার

রাতেও মেয়ের বাডিতেই ছিলেন।

রাতে আচমকা বাড়ি থেকে তিনি

নিখোঁজ হয়ে যান। তার খোঁজ

চলতে থাকে এলাকায়। কিন্তু রাতে

আর পাওয়া যায়নি। সোমবার

সাতসকালে নদার পাশে স্থানায়রা

ঝলসানো দেহটি দেখতে পায়।খবর

দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে

যায়। প্রথমে মৃতদেহটি কেউই

চিনতে পারছিলেন না। এই ঘটনা

দেখতে পেয়ে আশপাশ এলাকার

লোকজনের ভিড জমে যায়। খবর

দেওয়া হয় অগ্নিনির্বাপক

দফতরকেও। পুলিশি এবং

এরপর দুইয়ের পাতায়

অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা

হয়েছে। আমরা সবাই যোগ্য, এই

করেছে। গুরুতর আহত অবস্থায়

মা-মেয়েকে দমকল কর্মীরা উদ্ধার

করে গর্জি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে

নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।।

বিষপানে আত্মহত্যা করলেন এক

কৃষক। মৃতের নাম নরেশ দেববর্মা।

তার বাড়ি গাবর্দি এলাকায়। জানা

গেছে, পারিবারিক অশান্তির

কারণে জমির পোকা মারার

বিষাক্ত বিষ খেয়ে নেয়। তাকে

গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় জিবিপি

হাসপাতাল পাঠানো হয়।

সেখানেই মারা যান। এই ঘটনায়

শোকের ছায়া নেমে এসেছে

নরেশের পরিজনদের মধ্যে।

এরপর দুইয়ের পাতায়

ঘটনা প্রসঙ্গে বঞ্চিত বেকাররা বিশ্বজিৎ দাসের নাম উল্লেখ করেন। বিশ্বজিৎ নাকি টিএসআর এবং এসপিও জওয়ান দটি অফারই পেয়েছেন। কিন্তু চাকরি পাওয়ার

চাকরি পেয়ে গেছেন। আবার এক আশা কর্মীও টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন। এমনও দেখা গেছে ৮০ নম্বর পেয়ে চাকরি পাননি, অথচ ২৬ পেয়ে চাকরি করছেন এক যুবক। এই

হিসাবে সোমবার সিটি সেন্টারের সামনে জমায়েত হন অফার বঞ্চিত বেকাররা। তাদের দাবি শারীরিক পরীক্ষা না দিয়েও কেউ কেউ চাকরি পেয়েছেন। এরা লিখিত পরীক্ষা দিয়ে

বাড়ি তকসাপাড়ার শিবনগরে।

জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যায় গর্জি

ফাঁড়ি এলাকার রেলস্টেশনের কাছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ডিসেম্বর টিএসআর-এ ১৪০০'র আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রী উপর অফার ছাড়া হয়। চাকরি না পেয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিপ্লব কুমার দেব জানেন না।উপরের অফিসাররা দুর্নীতি করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। একাধিক টিএসআর-এর চাকরির অফার জায়গায় বিজেপির পার্টি অফিসেও দিয়েছে।এই বক্তব্য নিয়েই সোমবার ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে হয়েছে। কোথাও কোথাও নেতাদের বিক্ষোভ দেখিয়ে গেলেন লুকিয়েও থাকতে হয়েছে। অফার টিএসআর-এ অফার বঞ্চিত যুবকরা। ছাড়ার পর থেকে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠে এই যুবকরা সবাই নিজেদের রাজ্যের বেশ কিছু এলাকা। বঞ্চিত শাসকদলের কর্মী সমর্থক বলেই যুবকরা উচ্চ আদালতে মামলা করতে পরিচয় দিয়েছেন। গত ২৫ বছর নাকি এলেও তাদের দু'দিন গ্রেফতার করে বঞ্চিত ছিলেন। যদিও বেশিরভাগ সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর আন্দোলন দমাতে অফার বঞ্চিতদের যুবকের বয়স ২৫-এর নিচেই ছিল। তারা সকালে সিটি সেন্টারের সামনে বাড়ি বাড়ি লোক পাঠানো হয় বলে চাকরির দাবিতে ধর্নায় শামিল হন। অভিযোগ উঠে। কিছুদিন আন্দোলনকারীরা চুপ করে থাকলেও তারা নিজেদের শাসকদলের লোক আবারও তারা বিভিন্ন কর্মসূচি নিতে

পরিচয় দিয়ে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন। গত ২৭

বন্ধুর বাইক

শুরু করে দিয়েছেন। এরই অঙ্গ

উদয়পুর/গর্জি, ৭ ফেব্রুয়ারি।।

ছিনতাইবাজদের হামলার মুখে

পড়লেন মা-মেয়ে। রক্তাক্ত অবস্থায়

মা-মেয়েকে ভর্তি করা হয়েছে

জিবিপি হাসপাতালে। এই ঘটনা

ঘিরে রবিবার সন্ধ্যায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

তৈরি হয়েছে গোমতী জেলার গর্জি

ফাঁড়ি এলাকায়। ছিনতাইবাজরা

মা-মেয়ের কাছ থেকে সোনার

গহনাও ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

আহতদের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে

আসতেই কোন রকমে তারা রক্ষা

রেলস্টেশনের

থেকে পড়ে মৃত্যু প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁকড়াবন, ৭ ফেব্রুয়ারি।। বন্ধুর বাইক থেকে ছিটকে পড়ে মারা



গেলেন এক যুবক। তার নাম সুখেন মজুমদার। বাড়ি কাঁকড়াবন থানার হদ্রা এলাকায়। রবিবার রাত ১০টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি হয়। জানা গেছে, সুখেনের গাড়ি রয়েছে। তিনি রবিবার রাত ১০টা নাগাদ হদ্রা বাজারে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় বন্ধুর বাইকে চড়েই রওয়ানা দেন। বাজার এলাকায় বন্ধুর বাইক স্টার্ট দিতেই তিনি পেছন দিক দিয়ে উল্টে পড়ে যান। বাইক থেকে পড়ে জখম হন এরপর দুইয়ের পাতায়

বাহক ডদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ৭ ফেব্রু**য়ারি।। চুরি যাওয়া আরও একটি বাইক উদ্ধার করলো পুলিশ। এই বাইকটি বিশালগড় থানার হরিশনগর চা-বাগানের পুরোনো রাস্তা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। বাইকটি রবিবার দুপুরে কলেজটিলা থেকে চুরি গিয়েছিল। বাইকের মালিক সৌরভ পাল এই ঘটনায় পূর্ব থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তার টিআর-০১-এক্স-৫৪৩২ নম্বরের পালসার বাইকটি হরিশনগর চা বাগান এলাকা থেকে উদ্ধার হয়। এরপর দুইয়ের পাতায়

ছনতাইয়ের পর মা-মেয়েকে হত্যার চেপ্তা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ভাড়া থাকেন। জয়া ঘোষের বাবার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন তারা। এমন ছিনতাইবাজরাই তাদের মারধর সময় মা-মেয়ের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে যান। তারা গিয়ে রেললাইনের কাছেই মা-মেয়েকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। নেওয়া হয়েছে।

আহতরা জানান, তাদের গলা এবং শরীর থেকে সোনার জিনিসগুলি ছিনিয়ে রেলস্টেশন এলাকায়। আহতদের মোবাইল এবং টাকাও ছিনিয়ে

ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগও

করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ অভিযুক্ত

শিক্ষককে গ্রেফতার করছে না। আরও

অভিযোগ উঠেছে, কু প্রস্তাবে রাজী

না হওয়ায় সুমন ওই ১৫ বছরের

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৮,১০০

ভরি ঃ ৫৬,১১৬

GRAMMAR &

SPOKEN

Translation পড়ানো হয়

ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করেছে।

দাঁড়িয়েছিলেন জয়া এবং তার নিয়ে যায়। সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে নেমেছেন খোদ গোমতী জেলার পুলিশি সুপার শাশ্বত কুমার। খবর পেয়ে ছুটে যান আহত জয়া ঘোষের ভাই বিপ্লব ঘোষও। এসপি নিজে গিয়ে আহতদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। এই ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে গর্জি

নাবালিকা মেয়ে ইশা। দু'জনেই আগরতলা থেকে সাব্রুমের রেলে চড়ে এসেছিলেন। রেলস্টেশনের

পেয়েছেন। জখম মা-মেয়ে হলেন জয়া ঘোষ (৩৪) এবং তার মেয়ে ইশা ঘোষ (১৩)।মা-মেয়ে দু'জনেই আগরতলায় চিত্তরঞ্জন এলাকায় শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত

ক্ষককে গ্রেফতারের দাবি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উঠেছে। ১৫ বছরের স্কুল ছাত্রীকে

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই

শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠে সুমন পাল নামে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। চাম্পাহাওর স্কুলেই কর্মরত সুমন।শ্লীলতাহানির শিকার ছাত্রীর মা জানিয়েছেন, তার মেয়ে পড়াশোনায় ভালো। শনিবার স্কুলে সরস্বতী পুজোয় গিয়েছিল। সেখানেই শিক্ষক সুমন তার মেয়ের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ধরেছে। অপমানে বাড়ি ফিরে ইঁদুর মারার ওষুধ খেয়ে নেয়। তাকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় জিবিপি

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষককে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করেনি পুলিশ। এই ঘটনায় ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে চাম্পাহাওর স্কুল এলাকায়। শ্লীলতাহানির ঘটনায় আক্রান্ত ছাত্রী জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার মা চাইছেন দ্রুত অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। শিক্ষকের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ উঠার পর থেকে গোটা এলাকায় এখন ছিঃ ছিঃ রব

রজের সংকটে মৃত্ প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, রেফার করা হয় জিবিপিতে। রাতেই

লাগবে বলে জানিয়ে দেন। এরপর প্রধান রেফারেল হাসপাতালে মৃত্যুর অভিযোগ উঠলো এক রোগীর।এই অভিযোগ ঘিরে স্বাস্থ্য দফতরের উন্নয়নের ঢাক ফেটে গেছে বলেও অনেকের মন্তব্য। রক্তের অভাবে হাসপাতালেই ছটফট করে মরতে হয়েছে বছর ২৫'র এক গৃহবধূকে। এই ঘটনা ঘিরে মৃতের পরিজনরা বিচার চাইছেন। হাসপাতালে চিকিৎসকদের দুর্ব্যবহার নিয়েও থেকে ব্লাড ব্যাঙ্কে চক্কর কেটেছেন মৃতার বোন প্রশ্ন তুলেছেন। শুধুমাত্র শিপ্রার পরিবারের লোকজনরা। এক বোতল রক্তের জন্য এভাবে কিন্তু বারবারই বলা হচ্ছিল রক্ত একজনকে মরতে হবে তা কল্পনাও নেই। আবার এক কর্মী নাকি জানান, করতে পারছিলেন না মৃতার রক্ত আছে তবে ডাক্তার না বললে পরিজনরা। মৃতার নাম শিপ্রা সরকার এই রক্ত দেওয়া হয় না। এই কথা (২৫)। তার বাড়ি তেলিয়ামুড়ার শুনে মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি শিপ্রার কৃষ্ণপুর এলাকায়। এই ঘটনা ঘিরে জন্য ডাক্তারদের কাছে বারবার ছুটে জিবিপি ফাঁড়িতে একটি অভিযোগও যাচিছলেন তার পরিবারের জমা পড়েছে। তবে পুলিশি এই লোকজন। কিন্তু ডাক্তাররা কেউই অভিযোগ এফআইআর হিসেবে তার কথা শুনতে নারাজ। এমনকী গ্রহণ করেনি বলে জানা গেছে। রোগী দেখতে যেতে চাইছেন না মৃতার পরিবারের লোকজন জানান, বলে অভিযোগ।রাত ১২টা নাগাদ রবিবার বাড়িতেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালের শয্যায় ছটফট পড়েন শিপ্রা। তাকে সঙ্গে সঙ্গে করছিলেন শিপ্রা। তা দেখে তার তেলিয়ামুড়ার মহকুমা হাসপাতালে পরিজনরা ছুটে যান ডাক্তারদের নেওয়া হয়। হাসপাতাল থেকে সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু এক ডাক্তার

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করানো

আবারও রক্তের অভাবে রাজ্যের হয় শিপ্রাকে। চিকিৎসকরা রক্ত

পর্যন্ত হাসপাতালের শয্যাতেই ছটফট করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন শিপ্রা সরকার। এই ঘটনার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতের পরিজনরা। তাদের বক্তব্য, এক বোতল রক্ত দিলে বেঁচে যেতেন শিপ্রা। কিন্তু জিবিপি হাসপাতালে কি ধরনের পরিষেবা দিতে চাইছে এটাই বুঝতে পারছেন না তারা সবাই। কয়েকদিন আগেও তাদের এলাকারই এক মহিলা রক্তের অভাবে জিবিপি হাসপাতালে মারা গেছেন। এদিন তারা বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করলেন। ডাক্তাররাও খারাপ ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ করেছেন। মৃতের এক বোন জানান, ডাক্তারের ব্যবহার যদি এমন হয় তাহলে কিভাবে মানুষ হাসপাতালের পরিষেবা পাবেন প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় স্বেচ্ছায় রক্তদানে একটা সময় দেশের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করে রেখেছিল।

দেশের প্রথম সারিতে ছিল। বাম

আমলে রক্তদান উৎসবে পরিণত

এরপর দুইয়ের পাতায়

Agartala -

এবং Recording Videos প্রদান করা হয়। — ঃ যোগাযোগ করুন ঃ— Mob - 9863451923 8837086099 টানা কয়েক বছর রক্তদানে ত্রিপুরা

URGENT REQUIRE একটি প্রতিষ্ঠিত সংস্থায় 26 জন জাতি ও উপজাতি Staff নিয়োগ করা হচ্ছে। বয়স-18-27 বৎসর। বেতন 5000/- - 19000/- টাকা। যোগ্যতা- 10+।তিন দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

8974755808 8258817081

মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507 ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির) বিখ্যাত রিউম্যাটোলজীম্ট / বাত রোগ বিশেষজ্ঞ এখন আগরতলায়

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন

সন্তানের চিন্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সম

সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

Dr Ankit Patawari MD, DM - Clinical Immunology and

Rheumatology (IPGMER) Consultant Rheumatologist Nemcare Hospital, Guwahati Apollo Hospital, Guwahati যদি আপনি নিম্নলিখিত উপসর্গগুলিতে বা অসুকে আক্রান্ত হয়ে থাকেন

দীর্ঘমেয়াদী সন্ধিতে ব্যথা ৬ সপ্তাহ ধরে, তিন বা ততোধিক সন্ধিতে ব্যাথা, আপনার হাতের মুষ্ঠিতে অথবা আপনার পায়ের সন্ধিতে কি কোন ফোলা বা ব্যাথা আছে, শরীরের আড়স্টতা প্রতিদিন সকালে ১ ঘন্টা করে, আপনার

পরিবারের কারোর আগ্রাইটিস আছে, ব্যাথা ও মোচড় যুক্ত আপ্রাইটিসে গাঁটে বা সন্ধিতে মোচড় অনুভব করা, রিউম্যাটাইড আপ্রাইটিস বা বাত রোগ, SLE, LUPUS.

তবে তাঁরা সমস্ত রিপোর্ট সমেত ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে পারেন

Health Well Pharmacy

Srinagar, TV Center, Opposite Police Hospital

CONTACT 7085566101/9862814681

ছোটদের, বড়দের ও Competitive পরীক্ষার্থীদের বলে দেন রোগী সুস্থ আছে, English grammar, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তবুও রক্তের Spoken, Written & জন্য কেউ ব্যবস্থা করে দেননি। শেষ



তারিখঃ ১৩-২-২০২২ ইং (রবিবার)